লালমাস্তা

তৃতীয় প্রকাশ, সংখ্যা নং-২, জুন, ২০০১

লালঝাণ্ডা

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি-র মতাদর্শগত তত্ত্বগত মুখপত্র

তৃতীয় প্রকাশ। সংখ্যা নং-২। জুন, ২০০১

☆ সবকিছুকে বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে
সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরুন।

☆ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতি সম্পর্কে
সংশোধনবাদী প্রচারণার জবাবে আমাদের অবস্থান

লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত এবং পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি-র মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

বিনিময় মূল্যঃ ত্রিশ টাকা। শুভেচ্ছা মূল্যঃ যথাসাধ্য।

সারা দুনিয়ার সর্বহারা – এক হও

সূচি

১. খ-গ পন্থীদের সম্পর্কে নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্তের সাথে আমরাও একাত্ম /৫

২. সম্পাদকীয় নিবন্ধ
সবকিছুকে বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরুন। /৬

৩. গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতি সম্পর্কে সংশোধনবাদী প্রচারণার জবাবে আমাদের অবস্থান /৩৭

৪. চার নীতিকে অনুশীলন করুন /৪৫

৫. দু'টি ভিন্ন পথ, দু'টি ভিন্ন ফল /৪৬

৬. "সঠিক লাইনের অনেক কিছু আত্মসাৎ করার প্রসঙ্গে" /৪৮

৭. যুদ্ধ ও রাজনীতি /৪৯

৮. চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ / ৫১

৯. ২৯ শে মার্চের (চাঁদসার) বিপর্যয়ের সারসংকলন সম্পর্কিত কিছু মতামত /৫৪

১০. খ-গ'র কাছে লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-১ /৬৮

১১. খ-গ'র কাছে লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-২ / ৭৩
(সম্প্রতি বিভক্ত হয়ে পড়া কেন্দ্রিয় কমিটির একটি অংশের প্রতিনিধি কমরেড 'খ' এবং কমরেড 'গ'-র ৩১শে অক্টোবর '৯৮-এর পত্রের জবাবে)

১২. কুমীরপুর যুদ্ধের বীর শহীদ কমরেডদের রক্তরাঙা পথ ধরে এগিয়ে চলুন /৮৫

১৩. পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার বিলুপ্ত বিবৃতি /৮৯

১৪. পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার বিলুপ্ত বিবৃতির প্রেক্ষিতে /৯১

১৫. শহীদ কমরেড আয়নাল ও শহীদুলের পরিবারবর্গ এবং শরীয়তপুর শাখার কমরেডদের প্রতি পার্টির খুলনা শাখার শোকবার্তা /৯৭

১৬. "ও আলোর পথের যাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানেই থেমো না" /৯৮

১৭. পার্টির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আহ্বান /৯৮

"শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরুন।"

—মাও সেতুঙ

"সত্যিকারভাবে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সাথে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা আঁকড়ে ধরবো এবং মাও সেতুঙ চিন্তাধারার যা পরিপন্থী তা ধিকৃত ও বর্জন করবো।"

—সিরাজ সিকদার।

[নোট: মাওবাদকে অতীতে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা বলা হতো, যাকে এখন মাওবাদ হিসেবে সূত্রায়িত করা হয়েছে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]

খ-গ পন্থীদের সম্পর্কে নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্তের সাথে আমরাও একাত্ম

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপের গত এপ্রিল বৈঠকে খ-গ পন্থীদের লাইনগত অবস্থান, তার সর্বশেষ রূপ ও গতির প্রক্রিয়াকে পর্যালোচনা করে তাদের সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, "খ-গ'দের লাইনগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার পুরানো বৈপরীত্বের একত্ব ভেঙ্গে পড়েছে, সেখানে নতুন বৈপরীত্বের একত্ব গড়ে উঠেছে, যা তাদের মধ্যপন্থার রূপটাকে শেষ করে দিচ্ছে এবং অধিকতর ডান সুবিধাবাদ-সংশোধনবাদকে সামনে নিয়ে আসছে। এর গতির প্রক্রিয়া খুবই দ্রুততর। যা ইতোমধ্যেই তাদেরকে আ.ক পন্থীদের মেরুতে নিয়ে গিয়েছে এবং সেটাই ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধিতভাবে দৃঢ়তর হবে। তাই এখন থেকে তাদেরকে আ.ক পন্থীদের মেরুতে রেখেই লাইনগত সংগ্রাম করতে হবে। এবং সেটাই হবে তাদেরকে সংশোধিত ও পুনর্গঠিত করার জন্য সহায়ক। এবং একইসাথে তাদের ডান সুবিধাবাদী সংশোধনবাদী রাজনীতি সম্পর্কে, তাদের বিলোপবাদিতা সম্পর্কে কর্মী-জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও তা প্রয়োজন। নিজেদের বিপ্লবী অস্তিত্ব বজায় রাখা ও তাকে বিকশিত করার জন্যই এ আমাদেরকে করতে হবে।"

এই সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপ নিয়েছিল—খ-গ পন্থীদের মধ্যকার সর্বশেষ বিভক্তির খবর জানার পূর্বেই তাদের সর্বশেষ লাইনগত কাগজপত্র ও পদক্ষেপ সমূহকে অধ্যয়ন-পর্যালোচনা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। যাকে সঠিক প্রমাণ করেছে তাদের সর্বশেষ বিভক্তি। যা তাদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির পরিণতিকেই এগিয়ে আনছে ও আনবে। এবং তা বিপরীতভাবে কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকেই অধিক থেকে অধিকতরভাবে সঠিক প্রমাণিত করছে ও করবে।

এইসব ঘটনাবলী দ্বারা পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে যে, খ-গ পন্থীদের সম্পর্কে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপের এপ্রিল বৈঠকের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক, বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞচিত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন। তাই এই সিদ্ধান্তকে আমরা লালঝাণ্ডা সম্পাদনা বোর্ডের পক্ষ থেকে সমর্থন করছি এবং তার সাথে নিজেদের পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করছি। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য আমাদের যা করার তা আমরা লালঝাণ্ডা'র মাধ্যমেই করবো। এবং বর্তমান সংখ্যা থেকেই তা করা শুরু করেছি।

—সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।

সম্পাদকীয়

সবকিছুকে বিচারের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে
সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরুন

আমাদের লাইন হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইন। এ হচ্ছে আমাদের মূল রাজনৈতিক লাইন। এখন আমরা তারই অনুশীলন করছি। এ সম্পর্কে লালঝাণ্ডা'র গত সংখ্যায় প্রকাশিত "আমরা এখন কি করছি এবং কি করতে চাই" নিবন্ধে খুব সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, "আমরা এখন বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতম রূপ বিপ্লবীযুদ্ধের অনুশীলন করছি। যার অর্থ হচ্ছে আমরা এখন সর্বহারা সহিংস বিপ্লবে নিয়োজিত রয়েছি।"[১] এ থেকেই বেরিয়ে আসে এই সত্য যে, বর্তমান সময়ে সবকিছুকে বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র মাপকাঠি হতে হবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লব। যা আমাদের পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লাইন থেকেই উদ্ভূত এবং তার সাথেই তা সম্পর্কযুক্ত।

সর্বহারা বিপ্লবেরই একটি সার্বজনীন নিয়ম হচ্ছে সহিংস বিপ্লব। সহিংস বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। যা আমাদের নেতৃত্বে সর্বহারা বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে পরিচালিত বলে তা হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লব।

আমাদের মতো দেশে সর্বহারা বিপ্লবের কর্মসূচির অর্থ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার কর্মসূচি। এ হচ্ছে আমাদের মতো দেশে দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচি। একে কেবলমাত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে সর্বহারা বিপ্লবের অনিবার্য সার্বজনীন নিয়ম হচ্ছে সহিংস বিপ্লব। তাই সর্বহারা বিপ্লবের কথা বলা কিন্তু তার জন্য সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবকেই আঁকড়ে না ধরা। এবং এখান থেকেই মার্কসবাদীরা আর সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীরা দু'পৃথক মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই সারসংকলন করে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি "সহিংস বিপ্লব হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবের একটি সার্বজনীন নিয়ম" দলিলে বলেছিল যে,"শ্রমিকশ্রেণীর সমগ্র আন্দোলনের ইতিহাস এই কথাই দেখিয়ে দেয় যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের সার্বজনীন নিয়ম হিসাবে সহিংস বিপ্লবের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি, পূর্বতন রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধনের এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিই মার্কসবাদ এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের মধ্যে এবং সর্বহারা বিপ্লবীগণ এবং সর্বহারাশ্রেণী থেকে দলত্যাগীদের মধ্যে সর্বকালেই মূল পার্থক্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।"[২]

এই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারসংকলনের সাথে পরিপূর্ণভাবে মিলে যায় আমাদের পার্টির অতীত ইতিহাস থেকে অর্জিত নেতিবাচক অভিজ্ঞতাগুলোও। পার্টির মধ্য থেকে উত্থিত সংশোধনবাদী-দলত্যাগী গ্রুপগুলোর সকলেই সহিংস বিপ্লবকে বর্জনের মধ্য দিয়েই সর্বহারা বিপ্লবকে বর্জন করেছিল। ফজলু-সুলতান চক্র, খলিল-ইকরাম-আতিক চক্র, রানা-জিয়া-আরিফের নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী পরিচালনা কমিটি তথা অ.প.ক এবং কামাল হায়দারের নেতৃত্বাধীন সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ তথা স.বি.প–সকলের ক্ষেত্রেই একই মূল সত্যের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি। এবং পার্টির সাম্প্রতিক ইতিহাসে একই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে সংশোধনবাদী-দলত্যাগী আনোয়ার কবীর পন্থী ও মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদী খ-গ পন্থীদের ক্ষেত্রেও। এই দুপক্ষই সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরার প্রক্রিয়ায় তাকে শেষাবধি বর্জন করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবকেই পরিত্যাগ করেছে। ফলে অতীতের দলত্যাগী গ্রুপগুলোর মতো তারাও আজকে অন্ধকারের অতল গহবরে হারিয়ে যাচ্ছে। এসব নেতিবাচক উদাহরণ ও অভিজ্ঞতা থেকে আমাদেরকে কঠোরভাবে শিক্ষা নিতে হবে। এবং সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সর্বদাই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূল নীতিকে আঁকড়ে ধরা ও তাকে প্রয়োগ করা। যার অর্থ হচ্ছে, যা কিছু সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপকারী তাকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, এবং যা কিছু সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের জন্য অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর তাকেই আমাদের বর্জন করতে হবে।

"শিল্প-বাণিজ্যের নীতি সম্পর্কে" বলতে গিয়ে সভাপতি মাওসেতুঙ খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, "নীতি হচ্ছে বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির সমস্ত বাস্তব কার্যকলাপের প্রারম্ভিক বিন্দু এবং কার্যকলাপের প্রক্রিয়া ও পরিণতির মধ্য দিয়ে তা নিজকে প্রকাশ করে। একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির যে কোনো কার্যকলাপই হলো নীতি পালন করা। যদি সে নির্ভুল নীতি অনুসরণ না করে, তাহলে সে ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করে; সচেতনভাবে কোনো নীতি অনুসরণ না করলে, সে অন্ধভাবে তা অনুসরণ করছে। আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি, তা হচ্ছে নীতি অনুসরণের প্রক্রিয়া ও পরিণতি। কেবলমাত্র জনগণের অনুশীলনের মাধ্যমেই, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটা নীতি ভুল কি নির্ভুল তা নির্ধারণ করতে পারি। কিন্তু মানুষের অনুশীলন, বিশেষ করে বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি ও বিপ্লবী জনসাধারণের অনুশীলন কোনো না কোনো নীতির সঙ্গে জড়িত না হয়েই পারে না। অতএব, কোনো কাজ করার আগে পার্টি-সদস্যদের কাছে ও জনসাধারণের কাছে বাস্তব অবস্থা অনুসারে রচিত নীতি অবশ্যই আমাদেরকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যথায়, পার্টি-সদস্যগণ ও জনসাধারণ আমাদের নীতির পরিচালনা থেকে বিছিন্ন হয়ে অন্ধভাবে কাজ করবেন এবং ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করবেন।"[৩]

এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাথে পরিপূর্ণভাবেই মিলে যায় আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলোও। অতীতের এবং সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতাগুলো থেকে আমরা দেখেছি যে, যখন কেউ সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের নীতিকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরে না তখন সে অনিবার্যভাবেই এর বিপরীত অন্য কোনো নীতিকে সবকিছুকে বিচারের মাপকাঠি করে। আমরা যাকে নীতিহীনতা বলি, তা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো নীতিহীনতা নয়। তা হচ্ছে বাস্তবে এক নীতির বিপরীতে অন্য নীতিকে অনুসরণ করা। বিপ্লবী নীতিকে অনুশীলন না করার নীতিহীনতার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবের জন্য ক্ষতিকর তথা বিপ্লব বিরোধী নীতিকে অনুশীলন করা। যেমনটি বর্তমানে সংশোধনবাদী-দলত্যাগী আনোয়ার কবীর পন্থীরা এবং মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদী খ-গ পন্থীরা করছে। উভয়পক্ষই সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরছে না। যার অর্থ হচ্ছে উভয়পক্ষই সবকিছুকে বিচারের মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করার নীতিকে আঁকড়ে ধরেছে। এ কারণেই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইনের প্রবক্তা এবং তার অনুশীলনকারী নেতা, কর্মী, সহানুভূতিশীল ও সমর্থক জনগণের প্রতি তাদের এত বিরাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ, হিংস্রতা ও তীব্র বিরোধিতা।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূল নীতিকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করাকে বিরোধিতা করতে গিয়ে সংশোধনবাদী-দলত্যাগীরা এবং মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদীরা "যখন যেমন তখন তেমন"-এর অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সমন্বয়বাদ-সুবিধাবাদের রাজনৈতিক নিরিখ সামনে আনছে এবং তাকেই সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরছে। উভয়পক্ষেরই সর্বহারা বিপ্লব বিরোধী এই অভিন্ন রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানের উৎস ও ভিত্তি নিহিত রয়েছে সর্বহারা বিপ্লবের সার্বজনীন মূল নিয়ম হিসেবে সহিংস বিপ্লব সম্পর্কে তাদের বিরোধিতাপূর্ণ মূল অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির অন্তঃসারের অভিন্নতার মধ্যে। এ থেকে আমাদেরকে অতি অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে এবং সবকিছুকে বিচারের মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূলনীতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূল নীতিকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরার ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান বাধা হচ্ছে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি–যা অংশকে দেখে কিন্তু সমগ্রতাকে দেখে না। এবং অংশকে সমগ্রতার অংশ হিসেবে না দেখে তাকে দেখে একটি পৃথক বস্তু হিসেবে। "যখন যেমন তখন তেমন"-এর অর্থনীতিবাদী রাজনৈতিক অবস্থানের মতাদর্শিক উৎস হচ্ছে এই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি–যার শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে বুর্জোয়া। এই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি–যা হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাববাদেরই একটি রূপ এবং তা হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দর্শনের বিপরীত দর্শন। এই অর্থনীতিবাদী অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়ম হিসেবে বৈপরীত্বের একত্বের নিয়ম এবং এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করার নিয়মকে কার্যত: স্বীকার করে না এবং তার বিপরীতে তথাকথিত একস্তম্ভী বস্তুর চেতনাকে সামনে নিয়ে আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারীরা গণ্ডীবদ্ধতার ফাঁদে আটকা পড়ে এবং নিজেরা কূয়োর ব্যাঙ হয়। এর ফলে তারা বস্তুর সমগ্রতাকে এবং সমগ্র বস্তুজগতের সাথে ঐ নির্দিষ্ট বস্তুর আন্ত:সম্পর্ককে দেখতে পায় না। বরং উল্টো তারা বস্তুর অংশকে এবং সমগ্র বস্তুজগতের সাথে ঐ নির্দিষ্ট বস্তুর আন্ত:সম্পর্কের খণ্ডিত অংশকে দেখতে পায়। ফলে তারা বস্তুগত বাস্তবতা এবং তার বিকাশের নিয়মবিধি ও গতির প্রক্রিয়াকে বুঝতে ব্যর্থ হয় এবং তার ভিত্তিতে নিজেদেরকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে। এই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরোধিতা করে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গিকে তথা ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেই কেবলমাত্র সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূল নীতিকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা যায়।

আমাদের দেশটি হচ্ছে প্রধানত: ক্ষুদে উৎপাদন নির্ভর দেশ। এই উৎপাদন পদ্ধতি ও তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উৎপাদন সম্পর্কই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গঠন করে। আমাদের দেশের ক্ষুদে উৎপাদন নির্ভর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা আমাদের সমাজে সহজাতভাবে বিরাজমান দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তনের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের তথা বিপ্লবের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে না। এ কারণে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিপ্লবে নেতৃত্বকারী পার্টি-সংগঠনকে এবং বিপ্লব-আকাংখী জনগণকে সজ্জিত ও পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হচ্ছে বিজ্ঞান, তা সহজাতভাবে অর্জিত ও আত্মস্থ করা যায় না, তাকে সচেতনভাবে গ্রহণ ও আরোপ করতে হয়, কঠোর অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাকে রপ্ত করতে হয়–তা দিয়ে নিজেদেরকে সজ্জিত ও পুনর্গঠিত করতে হয়। এ হচ্ছে একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার বিষয়, যার মধ্য দিয়ে নতুন সমাজের জন্য নতুন মানুষ গড়ে তোলা হয়। আমাদের পার্টি তার জন্মলগ্ন থেকেই শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তাই করে এসেছিল, যাকে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে পরে উল্টে ফেলা হয়েছিল–যাতে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকারীর সহযোগিতা দিয়েছিলেন তৎকালিন পলিট ব্যুরোর অপর দুই সদস্য খ ও গ। এই সব নেতৃত্বরা নিজেদের বিপ্লব বর্জনের অব্যাহত ও ক্রমবর্ধিত প্রক্রিয়াকে গ্রহণযোগ্য ও ন্যায্য করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজে বিরাজমান অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভর করেছিলেন। এবং তাকেই বিকশিত ও সূত্রায়িত করেছিলেন। এবং তা দিয়ে পার্টি-সংগঠনকে সজ্জিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তার মধ্য দিয়ে বিপ্লবে নেতৃত্বকারী পার্টি-সংগঠনকে বিপ্লব বর্জনকারী পার্টি-সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। এ সবকে উন্মোচন, খণ্ডন, বিরোধিতা ও প্রত্যাখান ছাড়া সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা অসম্ভব।

দ্বন্দ্বতত্ত্বই হচ্ছে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রাণভোমরা। তাই এই দর্শনকে বিরোধিতা ও প্রত্যাখান করার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে দ্বন্দ্বতত্ত্বকেই বিরোধিতা করা ও তাকে পরিত্যাগ করা। আনোয়ার কবীর পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা তাই করেছে।

দ্বন্দ্বতত্ত্বকে বিরোধিতা ও পরিত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে প্রধানত: দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নিয়মকে অস্বীকার করা। দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নিয়ম হচ্ছে বৈপরীত্বের একত্বের নিয়ম এবং এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করার নিয়ম। বৈপরীত্বের একত্বের নিয়মকে স্বীকার করে না বলেই আনোয়ার কবীর পন্থীরা পার্টি-সংগঠনকে মত-ভিন্নতার বৈপরীত্বের একত্বের সংগঠন হিসেবে দেখতে পারে না। তাই তারা একই পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার মত-বৈপরীত্বকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে এবং জবরদস্তিভাবে মত-ভিন্নতাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। এভাবে তারা একস্তম্ভী পার্টি-সংগঠনের চেতনাকে সামনে আনে–যা হচ্ছে হোক্সাবাদী তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি পার্টি-সংগঠনের মধ্যে মহাবিশৃংখলার সৃষ্টি করে এবং তা পার্টি-সংগঠনের মধ্যে ভাঙ্গনে নেতৃত্বে দেয়। যা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের জন্য মহাক্ষতিকর। বিপ্লবের জন্যই পার্টি-সংগঠনের ঐক্য খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের জন্যই পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার মত-ভিন্নতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মের ঐক্যের নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে।

বৈপরীত্বের একত্বের নিয়মকে স্বীকার করে না খ-গ পন্থীরাও। তাই তারা শ্রেণী অনুশীলন ও শ্রেণী পুনর্গঠনকে একই বস্তুর মধ্যকার বৈপরীত্বের একত্ব হিসেবে গ্রহণ করে না। এবং তাকে ভেঙ্গে ফেলে শ্রেণী অনুশীলন ও শ্রেণী পুনর্গঠন নামক দু'পৃথক বস্তুতে। ফলে এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করার দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল নিয়ম অনুযায়ী তাদের তথাকথিত শ্রেণী অনুশীলন ও শ্রেণী পুনর্গঠনের একত্ব ভেঙ্গে গিয়ে পরস্পর বিরোধী দু'বিপরীত বস্তুর উদ্ভব ঘটে। এবং তাদের তথাকথিত শ্রেণী পুনর্গঠন নামক বস্তুটা সত্যিকারের বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম নামক বস্তুটার বিপরীতে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয় এবং তাকে বিরোধিতায় নামে। বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম বিবর্জিত এসব তথাকথিত শ্রেণী পুনর্গঠনের তত্ত্ব হচ্ছে ধোকাবাজির রাজনীতি মাত্র, যা বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামকে তথা বিপ্লবকে বিরোধিতা করার আ.ক বাদী প্রতারণাপূর্ণ সংশোধনবাদী মূল রাজনীতিরই একটি রূপ ও অংশ মাত্র। শ্রেণীসংগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করে আয়ের জন্য শ্রমে নিয়োজিত করে তাকে পুনর্গঠনের জন্য নিয়োজিত বলে আ.ক যে সব গালভরা উদ্ভট তত্ত্ব ঝাড়তো–তারই বিকশিত এক সমগ্রতার সূত্রায়িত রূপ হচ্ছে খ-গ পন্থীদের প্রচারিত বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম বিবর্জিত তথাকথিত শ্রেণী পুনর্গঠনের তত্ত্ব। এ সবকে অবশ্যই আমাদের বিরোধিতা করতে হবে। বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণী পুনর্গঠনের একত্বকে আমাদের অতি অবশ্যই উর্ধে তুলে ধরতে হবে–যেমনটি ধরা হয়েছে লালঝাণ্ডা'র গত সংখ্যায় প্রকাশিত "আমরা এখন কি করছি এবং কি করতে চাই" নিবন্ধে। বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া ও তাতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই আমাদের শ্রেণী পুনর্গঠন হওয়া প্রয়োজনীয়। এজন্য অবশ্যই শ্রেণীসংগ্রামকে আঁকড়ে ধরতে হবে, তাতে নিয়োজিত থাকতে হবে এবং বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ দ্বারা নিজেদেরকে অনবরত সজ্জিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে। এছাড়া শ্রেণী পুনর্গঠন সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া এবং তাকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা।

বৈপরীত্বের একত্বের নিয়মের বিপরীতে আ.ক পন্থীদের বহুল প্রচারিত তত্ত্ব হচ্ছে তথাকথিত সাধারণ ও বিশেষের তত্ত্ব। সাধারণ ও বিশেষ হচ্ছে একটি বস্তুর মধ্যকার বৈপরীত্বের একত্ব–যাকে এরা এই তত্ত্বের মধ্য দিয়ে অস্বীকার করে এবং সাধারণ ও বিশেষকে দু'পরস্পর বিরোধী বস্তু হিসেবে উত্থাপন করে। ফলে অসংখ্য বিশেষের সমন্বয়ে সাধারণ বস্তুটা গঠিত এবং সাধারণের নিয়মবিধি ঐ সাধারণের অন্তর্ভুক্ত বিশেষের মধ্যেও বিরাজমান যদিও বিশেষের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বিরাজিত থাকে–এসব সত্য তাদের দ্বারা অস্বীকৃত হয়ে যায়। ফলে তাদের দ্বারা প্রচারিত সাধারণ হচ্ছে বিশেষ বর্জিত তথাকথিত সাধারণ এবং বিশেষ হচ্ছে সাধারণ বহির্ভূত তথাকথিত বিশেষ। এই অধিবিদ্যক দার্শনিক অবস্থানকে তারা প্রয়োগ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অথবা বিপরীতে এই অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত তাদের অর্থনীতিবাদী রাজনৈতিক অবস্থানকে ন্যায্য প্রমাণের জন্য তাকে তারা দার্শনিক সূত্রায়ন করে উপরিউক্তভাবে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান হয় এই যে, যুদ্ধ হচ্ছে বিশেষ এবং অযুদ্ধ হচ্ছে সাধারণ। যার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ তথা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রাম তথা বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতি হচ্ছে সাধারণ বহির্ভূত বিশেষ এবং অযুদ্ধ অর্থাৎ তাদের কথিত বিশেষ বিবর্জিত সাধারণ তথা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রাম তথা বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতি বর্জিত কাজ হচ্ছে সাধারণ। এই দার্শনিক তথা মতাদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে উদ্ভূত হয় তাদের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অবস্থানের। ফলে তারা সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে প্রধান কাজ হিসেবে তো আঁকড়ে ধরেই না বরং উল্টো পরের কাজ বলে তাকে বর্জন করে। এবং তাকে গালভরা সূত্রায়নে সূত্রায়িত করে তথাকথিত "যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম" নামে। এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতিকে তথা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামকে তথা যুদ্ধকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে এই বিপ্লবীযুদ্ধকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে হবে এবং তাকে প্রধান কাজ করতে হবে। এজন্য "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে" এবং "বাহিনী ছাড়া জনগণের কিছুই নেই"– এই দুই মহাসত্যকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এছাড়া কিভাবেই বা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা যায়? না, তা যায় না। তাই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা। যার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য যা প্রয়োজন তাই আমাদেরকে করতে হবে।

যুদ্ধ হলো মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণমূলক ব্যবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতি আর সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা হলো আধুনিক যুদ্ধের উৎস–লেনিনের এই শিক্ষার চূড়ান্ত সঠিকতায় আমরা বিশ্বাস করি। যে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা ও শোষক শ্রেণীগুলির তিরোধান ঘটবে না, সে পর্যন্ত এক বা অন্য ধরনের যুদ্ধ ঘটেই চলবে। এসব হতে পারে প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধ, জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ বা বিপ্লবীযুদ্ধ। আমরা বিপ্লবীযুদ্ধের পক্ষে। একথা সত্য যে, যুদ্ধের শ্রেণীপ্রকৃতি যাই হোক না কেনো তাতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ অনিবার্য। কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। বড়ো কিছু পেতে হলে বড়ো কিছু দিতে হয়। বিনিময় মূল্য দেয়া ছাড়া বিপ্লবের সুফল অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি আমাদের পক্ষে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব করা সম্ভব হতো, জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতো, তাহলে আমরা তাই করতাম। কেননা জনগণের স্বার্থের দিক থেকে সেটাই হতো সর্বোত্তম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেননা বিশ্ব আজ পর্যন্ত কখনোই এমন কোনো শোষক ও শাসকশ্রেণীকে প্রত্যক্ষ করেনি যারা সংগ্রাম ছাড়া ক্ষমতা ছেড়ে দিয়েছে। এবং মানব ইতিহাসে মহান বিপ্লবগুলোর কোনো একটিও যুদ্ধ ছাড়া সংঘটিত হয়নি। তাই আমাদেরকে বিপ্লবীযুদ্ধ ছাড়া বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভব–এমন অলিক চিন্তা থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। এবং সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই মহান বৈপ্লবিক উপসংহারকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে যে,"বিপ্লবের অর্থ হলো নিপীড়িত শ্রেণী কর্তৃক বৈপ্লবিক বলপ্রয়োগের ব্যবহার, এর অর্থ হলো বৈপ্লবিকযুদ্ধ"[৪]। যাকে মোটেই আঁকড়ে ধরে না খ-গ'দের মতো মধ্যপন্থী সুবিধাবাদীরা। তাদের এই রাজনৈতিক অবস্থানের মতাদর্শিক উৎস হচ্ছে বৈপরীত্বের একত্বের নিয়মকে না মানা বা কার্যত: তাকে অস্বীকার করা। ফলে তারা প্রধান ও অপ্রধানের বৈপরীত্বের একত্বের নিয়ম যে একই বস্তুর মধ্যকার নিয়ম–তাকে মানতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে একই প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরাজমান প্রধান ও অপ্রধানকে চিহ্নিত করে না। এবং প্রধানকে প্রধানের গুরুত্ব দিয়ে আঁকড়ে ধরে না। ফলে প্রধান প্রধানের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং ক্রমবর্ধিতভাবে বিলীন হয়ে যায়। এবং বিপরীতে অপ্রধান প্রধানের গুরুত্ব নিয়ে সামনে আসে এবং ক্রমবর্ধিতভাবে একমাত্র হয়ে যায়। এই দার্শনিক অবস্থানের রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটে যুদ্ধ সম্পর্কিত তাদের মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে।

যুদ্ধকে পরিপূর্ণভাবে বর্জনের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রাম নামক আ.ক পন্থী লাইনের ও অবস্থানের বিপরীতেই যাত্রা শুরু হয়েছিল এই খ-গ পন্থীদের। এবং আরো অসংখ্য কাজের সমান্তরালে একই গুরুত্বে যুদ্ধের প্রশ্নটিকে উত্থাপন করেছিলেন তারা। কিন্তু তারা যুদ্ধকে কেন্দ্রিয় প্রশ্ন হিসেবে বিবেচনা করার কমরেড "ক" প্রদর্শিত অবস্থানকে বিরোধিতা করেছিলেন এবং এক্ষেত্রে প্রধান ও অপ্রধান নির্ধারণ না করার সমন্বয়বাদী-সুবিধাবাদী অবস্থানকেই সঠিক মনে করেছিলেন। যা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল '৯৭ সালে অনুষ্ঠিত আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির অধিবেশনে প্রদত্ত খ-গ'র তিনপার্ট দলিলের তৃতীয় দলিলটিতে। যা সম্পর্কে কমরেড "ক" বলেছিলেন, "প্রধান ও অপ্রধান সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য না রেখে, যুদ্ধের প্রশ্নটিকে অনেকগুলো কাজের একটি কাজ করার অর্থ হচ্ছে, তুলনামূলক সহজ কাজগুলো সামনে চলে আসবে এবং তুলনামূলক অনেক বেশি দুরূহ ও কষ্টের কাজটি, অর্থাৎ যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজটি পরের কাজে পরিণত হবে।"[৫] বাস্তবেও তাই ঘটেছে –যা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। গোপন কাজ ও গোপন সংগ্রামের কঠিন কাজের বদলে তারা আইনী তথা প্রকাশ্য কাজকে এবং সংগ্রামহীনতাকে সামনে এনেছে। গ্রামের বিপরীতে শহরকে প্রধান ও একমাত্র করেছে। বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কঠিন কাজের বিপরীতে সংস্কারমূলক আইনী কাজকে প্রাধান্যে এনেছে এবং একমাত্র করেছে। এমনকি এখন প্রকাশ্য সভা-সমাবেশ করার তুলনামূলক কঠিন কাজটিকেও বাদ দিয়ে প্যাডসর্বস্ব পার্টির মতো বিজ্ঞপ্তি-সার্কুলার-পত্র প্রণয়ন ও প্রকাশকেই প্রধান ও একমাত্র কাজে পরিণত করেছে। এবং এভাবে বিলোপবাদের অতল গহবরে হারিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের অবস্থানের এই ধরনের বিলুপ্তিই ঘটে থাকে। এটাই হচ্ছে নির্মম বাস্তবতা। এ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সর্বদাই সমস্যার ও কাজের ক্রম নির্ধারণ করতে হবে, প্রধান ও অপ্রধানকে চিহ্নিত করতে হবে, প্রধানকে প্রধানের গুরুত্ব দিয়েই আঁকড়ে ধরতে হবে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় প্রধানের অপ্রধানে এবং অপ্রধানের প্রধানে পরিণত হবার বিষয়টিতে মনোযোগী হতে হবে, তার গতির প্রক্রিয়াকে বুঝতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আগাম পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হতে হবে। এছাড়া সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা সম্ভব হবে না এবং ফলশ্রুতিতে ভ্রান্তপথে গড়িয়ে পড়তে হবে। এ থেকেও বুঝা যায় যে, ঐতিহাসিক দ্বান্দিক বস্তুবাদের দর্শনকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা ব্যতিরেকে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয়। তাই এই দর্শনকে অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করার জন্য আমাদেরকে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে এবং এই দর্শন দ্বারা আমাদের পার্টি-সংগঠন ও সমর্থক জনগণকে অনবরত সজ্জিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে।

বৈপরীত্বের একত্বের নিয়মের মতোই দ্বন্দ্ববাদের আরেকটি মূল নিয়ম হচ্ছে এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করার নিয়ম। যার অর্থ হচ্ছে, একই বস্তুর মধ্যকার পরস্পর বিপরীত দুটি দিকের বিকাশের প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যকার একত্ব ভেঙ্গে পড়ে এবং তার ফলশ্রুতিতে পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তুর উদ্ভব ঘটে। যার একটি নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় রাখা ও বিকাশের স্বার্থেই অপরটিকে বিরোধিতা করে এবং একটির পরাজয় ও ধ্বংসের মধ্যেই অপরটির বিজয় ও স্থিতিশীলতা অর্জিত হয়। এ হচ্ছে ইচ্ছা নিরপেক্ষ বস্তুগত বাস্তবতা।

দ্বন্দ্ববাদের নিয়ম অনুযায়ী পরস্পর বিপরীতের একত্ব হচ্ছে আপেক্ষিক এবং পরস্পর বিপরীতের দ্বন্দ্ব হচ্ছে অনাপেক্ষিক। বস্তুর বিকাশের অপরিহার্য নিয়মবিধিই হচ্ছে তার এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণ। কিন্তু একে একেবারেই স্বীকার করে না আ.ক পন্থী এবং খ-গ পন্থীরা। এ কারণে পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রামের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পার্টি-সংগঠনের এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণের স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়মকে এরা বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। এ হচ্ছে বস্তুজগতের স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়মের বিপরীতে দাঁড়ানো ও তাকে বিরোধিতা করা। যা স্বাভাবিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় না বলেই তাকে বাস্তবায়নের জন্য উদ্ভূত হয় ছল-চাতুরী, প্রতারণা, কোন্দল, ঘসটানো ও বলপ্রয়োগের। যা আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীরা নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী করছে। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

দুই লাইনের সংগ্রামের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পার্টি-সংগঠনের বিভক্তির অর্থ হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দুটি বস্তুর উদ্ভব ঘটা–সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এবং এই পরস্পর বিরোধী বস্তু দুটোর একটি যে অপরটিকে বিরোধিতা, পরাজিত ও ধ্বংস করার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা চালাবে তাকে মনে রেখে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা ও বিকাশের স্বার্থেই প্রয়োজনীয় সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে, দুই লাইনের সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বিভক্তিকে বস্তুজগতে বিরাজমান এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণের সাধারণ নিয়মেরই প্রতিফলন হিসেবে দেখতে হবে এবং তাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছল-চাতুরী, প্রতারণা, ঘসটানো ও বলপ্রয়োগের নীতি থেকে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত রাখতে হবে। এবং সময় দিতে হবে, যাতে ভুল পথে ভুলভাবে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হওয়ারা নিজেদের লাইনের বাধামুক্ত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের ভুলকে বুঝতে পারেন এবং একইসাথে নিজেদের লাইন ও অনুশীলনের বিকাশ ও অগ্রগতি ঘটিয়ে নিজেদের সঠিকতা আরো ভালভাবে প্রমাণ করতে হবে। তাহলে তার মধ্য দিয়ে

বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়াদের মধ্যকার সংশোধনে অনিচ্ছুকরা চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন এবং সংশোধনে আগ্রহীরা নিজেদেরকে সংশোধনের সুযোগ পাবেন। যা সর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই খুবই প্রয়োজনীয়।

একথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের বিরোধিতাকারীদের সহিংসতা সর্বহারা বিপ্লবীদের এবং তাদেরকে সমর্থনকারী জনগণের ওপরই প্রযোজ্য হবে। এটাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কিন্তু সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের অনুসারীদের সহিংসতা কেবলমাত্র শত্রুদের প্রতিই প্রযোজ্য হতে হবে, জনগণের প্রতি নয়–এমনকি বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়াদের প্রতিও নয়। তবে বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদেরকে হত্যার মতো গুরুতর অপরাধে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অপরাধীদেরকে তাদের কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়াটা হচ্ছে ভিন্ন বিষয়। কিন্তু মত-ভিন্নতার কারণে সাধারণভাবে বিভ্রান্ত ও বিপদগামী হওয়াদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাটাই আমাদের বিপ্লবী দায়িত্ব। একে পালন না করে কিভাবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা যায়? না, তা যায় না।

বৈপরীত্বের একত্ব এবং এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণের দ্বন্দ্ববাদের মূল নিয়মকে অস্বীকার করে বলেই তার বিপরীতে আ.ক পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা দুয়ে মিলে একের সমন্বয়বাদী তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসে এবং তাকেই দ্বন্দ্ববাদ বলে চালিয়ে দেয়। এই অধিবিদ্যক দার্শনিক তথা মতাদর্শিক অবস্থানের অনিবার্য প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। দুই লাইনের সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার বিভক্তি যে পরস্পর বিরোধী দুটো বস্তুর উদ্ভব ঘটায়–তাকে এরা অস্বীকার করে এবং পরস্পর বিরোধী দুটো বস্তুর মধ্যে সমন্বয়বাদী ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এ কারণেই কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন তথা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইনকে আ.ক পন্থীরা চেবাদী ও সমরবাদী লাইন বলা সত্ত্বেও তার সাথে এককেন্দ্রিক পার্টি-ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এবং একইভাবে খ-গ পন্থীরাও কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন লাইনকে বিভেদবাদী লাইন ও ফাঁকা বাম বুলির লাইন বলা সত্ত্বেও তার সাথে এককেন্দ্রিক পার্টি-ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। অথচ চেবাদী লাইন, সমরবাদী লাইন, বিভেদবাদী লাইন ও ফাঁকা বাম বুলির লাইন কখনোই মার্কসবাদী লাইন নয়; মার্কসবাদের আবরণে তা এলে তা হয় সংশোধনবাদী লাইন এবং বিপরীতে আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীরা নিজেদেরকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী লাইনের প্রবক্তা ও অনুসারী দাবি করে থাকে। এটাই হচ্ছে দুয়ে মিলে একের দার্শনিক তত্ত্বের রাজনৈতিক প্রকাশ।

মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দুটো পৃথক বস্তু। তাদের মধ্যে এককেন্দ্রিক পার্টি-ঐক্য হয় না, হয় না বৈপরীত্বের একত্ব–হয় পরস্পরের বিরোধিতা। একটির বিরোধিতা ও পরাজয়ের উপরই অপরটির অস্তিত্ব ও বিজয় নির্ভর করে। সংশোধনবাদের বিরোধিতা করেই মার্কসবাদ টিকে থাকে ও বিকশিত হয়। একে আড়াল করার জন্যই আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা দুয়ে মিলে একের তত্ত্ব ফেরি করছে। যার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজেদের কলুষিত সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী-দলত্যাগী ভূমিকাকে আড়াল করা, গোপন করা এবং কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন মার্কসবাদী বিপ্লবীদের কাধে সওয়ার হয়ে নিজেদের অপ-রাজনৈতিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা। এ থেকে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। সংশোধনবাদ, মধ্যপন্থা ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে দুই লাইনের সংগ্রামের মার্কসবাদী বিপ্লবী পতাকাকে সর্বদাই সমুন্নত রাখতে হবে। দুয়ে মিলে একের তত্ত্বের বিরোধিতায় অবিচল থেকেই তা করা সম্ভব–সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য যা খুবই প্রয়োজনীয়।

দুয়ে মিলে একের তত্ত্বের ফেরিওয়ালারা এককেন্দ্রিক পার্টি-ঐক্যের চিৎকারকে খুব সামনে আনে এবং তাকেই একমাত্র করে। যার মধ্য দিয়ে তারা ঐক্যের মতো বিভেদও যে খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয় তাকে আড়াল করে।

সংশোধনবাদের সাথে মার্কসবাদের এবং সংশোধনবাদীদের সাথে মার্কসবাদীদের পৃথকীকরণ করতে পারাটাই হচ্ছে বিপ্লব। এ ক্ষেত্রে বিভেদটাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য–যা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এগিয়ে দেয়। সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে যারা বিরোধিতা করতে চায় কেবলমাত্র তারাই এ প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য বিভেদকে আড়াল করতে চেষ্টা করে, তাকে বিরোধিতা করে এবং সমন্বয়বাদী ঐক্যের ধবজাকে সামনে আনে।

নিকট অতীতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস যাদের স্মরণে আছে তাদেরই জানা আছে যে, আধুনিক সংশোধনবাদের জনক ক্রুশ্চভ চক্র এবং দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের প্রধান চেলা ডাঙ্গে এবং আমাদের দেশে তাদের প্রধান অনুসারী মনি সিংরাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো ঐক্যের ধবজাধারী। বিপরীতে এদের বিরোধিতাকারীদেরকে, যেমন মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে তারা আখ্যায়িত করতো বিভেদপন্থী হিসেবে। একইভাবে বিশ্বপরিসরে সংশোধনবাদের অন্যতম প্রধান উদ্ভাবক কাউৎস্কির মতো পাড় সংশোধনবাদীরাও নিজেদেরকে ঐক্যপন্থী বলে জাহির করতো এবং কমরেড লেনিন ও তার অনুসারীদেরকে আখ্যায়িত করতো বিভেদপন্থী হিসেবে। মার্কস ও এঙ্গেলসের সময়েও একই ঘটনা ঘটেছে। যাকে উন্মোচন করে বেবেলের নিকট লেখা পত্রে কমরেড

এঙ্গেলস বলেছিলেন, "ঐক্য সম্বন্ধে চীৎকার শুনেই কারুর বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। যাদের মুখে এই শব্দটা সবচাইতে বেশি ফোটে, তারাই বিভেদের বীজ বপন করে.....।" ".....সবচাইতে বড়ো সংকীর্ণতাবাদীরা সবচাইতে বেশি চেচামেচি করে।"[৬] একই বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতার সারসংকলন করে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি,"সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী" দলিলে বলেছিল যে, ঐক্যের ধবজাধারী হিসেবে নিজেদেরকে জাহির করে যারা সবচাইতে বেশি, তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদপন্থী। এই উপসংহার তো মিলে যায় আমাদের পার্টির নিজস্ব অভিজ্ঞতার সাথেও। পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত ফজলু-সুলতান চক্র, খলিল-ইকরাম-আতিক-চক্র, রানা-জিয়া-আরিফ চক্র ও কামাল হায়দার চক্র প্রভৃতি সকলেই নিজেদেকে ঐক্যপন্থী হিসেবে জাহির করে ছিলো এবং বিপরীতে কমরেড সিরাজ সিকদার এবং কমরেড মতিনদেরকে বিভেদপন্থী হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা করেছিল। অথচ কে না জানে যে, ঐসব দলত্যাগী কুলাঙ্গাররাই ছিলো সবচেয়ে বড়ো সংকীর্ণতাবাদী ও বিভেদপন্থী। একইভাবে আনোয়ার কবীর পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা "ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করুন", "ঐক্য দলিল,""ঐক্য প্রস্তাবনা" প্রভৃতির মাধ্যমে এবং অসংখ্য মৌখিক প্রচারণার মাধ্যমে নিজেদেরকে ঐক্যের ধবজাধারী এবং কমরেড "ক" ও তাকে সমর্থনকারীদেরকে বিভেদপন্থী হিসেবে চিত্রিত করার কোশেষ করছে। অথচ প্রকৃত সত্য একেবারেই তার উল্টো। পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পার্টি-সংগঠনকে রক্ষার জন্য, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাল পতাকাকে সমুন্নত রাখার জন্য কমরেড "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীরা জীবন-মরণপণ সংগ্রাম করছেন এবং তাকে উল্টে ফেলার জন্য অপচেষ্টা করছে আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা। এরাই ঐক্যের তথাকথিত নয়া লাইনগত ভিত্তি নির্ধারণের নামে পার্টি-সংবিধানকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পার্টি-সংগঠনের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করেছে, তাকে বিকশিত করার জন্য উস্কে দিয়েছে, বিকশিত হতে নেতৃত্ব দিয়েছে, বিকশিত করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পার্টি-সংগঠনকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছে। এরাই তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জন করে এবং শ্রেণীসংগ্রাম বিহীন তথাকথিত শ্রেণী পুনর্গঠনের নামে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামকে বর্জন করে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাল পতাকা পরিত্যাগ করেছে। এবং তার মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। এবং সর্বহারা বিপ্লবীদের সাথে ও ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সাথে বিভেদ টেনেছে। এভাবে এরা নিজেরাই নিজেদেরকে পূর্ববাংলার সর্বহারা আন্দোলনের মধ্যকার সবচাইতে বড়ো ধোকাবাজ ও ক্ষতিকারক বিভেদপন্থী হিসেবে প্রমাণিত করেছে। এদের এই সংশোধনবাদী রাজনৈতিক অবস্থানেরই একটি প্রতারণাপূর্ণ ফাঁদ হচ্ছে এদের ঐক্যের চিৎকার। যার মধ্য দিয়ে এরা সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে দিয়েও সর্বহারা বিপ্লবকে বর্জন করাতে চাচ্ছে। এথেকে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এবং দুয়ে মিলে একের তত্ত্বের যে কোনো বহি:প্রকাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে নিজেদের মার্কসবাদী বিপ্লবী অবস্থানকে বিশুদ্ধ রাখতে হবে। আমাদেরকে সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, ঐক্য ও বিভেদ–দুটোই খুবই প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য বিষয়। কিসের সাথে কিসের ঐক্য এবং কিসের সাথে কিসের বিভেদ–সেটাই হচ্ছে আসল বিষয়। আমরা সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্য চাই, মার্কসবাদীদের মধ্যকার ঐক্য চাই এবং একইভাবে বিপ্লব বর্জনকারীদের সাথে, সংশোধনবাদীদের সাথে বিভেদ চাই। এই হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার ঐক্য ও বিভেদের প্রশ্নে আমাদের রাজনৈতিক অবস্থান–যা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে আমাদের ধরার মূল নীতি থেকেই উদ্ভূত ও তার সাথে সম্পর্কিত।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরার মূল নীতিকে বিরোধিতা করার জন্যই তার বিপরীতে উদ্ভূত হয় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে অর্থাৎ MLM আঁকড়ে ধরার প্রতারণাপূর্ণ ঘোষণার। যে ঘোষণা খ-গ পন্থীরা হর-হামেশাই দিয়ে থাকেন। এর একটি অন্তর্জাতিক উৎস ও ভিত্তি রয়েছে। যা নিজেকে প্রকাশিত করে এভাবে যে, "It is wrong to say PW is the main issue. I agree that the main issue is MLM. PW is of course, a central point of MLM but is not reducible to that."[৭] এর অর্থ হচ্ছে এই যে, "গণযুদ্ধকে মেইন ইস্যু বলাটা ভুল, MLM-কে মেইন ইস্যু বলাটাই সঠিক এবং তার সাথে আমি একমত, যদিও গণযুদ্ধ হচ্ছে -এর একটি সেন্ট্রাল পয়েন্ট কিন্তু তা তাকে প্রতিস্থাপন করে না"–এই অবস্থানের সাথে বিশ্বপরিসরে আ.ক পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা ঐক্যমত্য ঘোষণা করে এবং বিপরীতে এই অবস্থান আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের মতো দলত্যাগী-সংশোধনবাদী-মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদীদেরকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। আমরা এর বিরোধী।

প্রকৃত বাস্তব সত্যটা কী? কিসের জন্য আমরা MLM-কে আঁকড়ে ধরি? সর্বহারা সহিংস বিপ্লবেরই মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার হচ্ছে MLM। তাই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার জন্য আমরা MLM-কে আঁকড়ে ধরি; MLM-কে আঁকড়ে ধরার জন্য সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরি না।

সর্বহারা বিপ্লবেরই একটি সার্বজনীন নিয়ম হচ্ছে সহিংস বিপ্লব এবং সর্বহারা বিপ্লবেরই কেন্দ্রিয় কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে

ক্ষমতাদখল ও যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর্যায়ে বিপ্লবের অর্থই হলো বিপ্লবীযুদ্ধ। এই অর্থে বিপ্লবীযুদ্ধকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা। এবং বিপ্লবীযুদ্ধকে আঁকড়ে না ধরা বা তাকে বর্জন করার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরা বা তাকে বর্জন করা। এবং সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরে তার মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার MLM-কে আঁকড়ে ধরা যায় না। তাই যারা বিপ্লবীযুদ্ধকে আঁকড়ে না ধরে MLM-কে আঁকড়ে ধরছে বলে ঘোষণা দেয়, তারা আসলে MLM-এর বিপ্লবী মর্মবস্তুকেই আঁকড়ে না ধরে তাকে নির্জীব, অবিপ্লবী, ধারহীন এক ভোঁতা মতবাদে পরিণত করছে এবং তাকেই আঁকড়ে ধরছে। এবং এটাই হচ্ছে সংশোধনবাদে অধঃপতিত হওয়া এবং MLM-এর নাম করে সংশোধনবাদকে আঁকড়ে ধরা।

বিপ্লবীযুদ্ধই হচ্ছে গণযুদ্ধ এবং সেটাই হচ্ছে মেইন ইস্যু এবং একে কেন্দ্র করেই মার্কসবাদীরা আর সংশোধনবাদীরা দু'পৃথক মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

গণযুদ্ধের বিপরীতে MLM-কে মেইন ইস্যু করার অর্থ হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঘোষণা দিয়ে এই মেইন ইস্যু তথা MLM-কে ত্যাগ না করছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সংশোধনবাদী নয়–ঘোষণা দিয়ে গণযুদ্ধকে ত্যাগ করা সত্ত্বেও। গণযুদ্ধকে বর্জন করা বা তাকে আঁকড়ে না ধরাটাকে তাহলে গণ্য করতে হবে ভুল হিসেবে–সংশোধনবাদ হিসেবে নয়। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, ঘোষণা দিয়ে কেউ MLM ত্যাগ করলে সে আর সংশোধনবাদী থাকে না, সে হয়ে যায় সরাসরি পুঁজিবাদী।

মার্কসবাদের আবরণে আসা পুঁজিবাদীই হচ্ছে সংশোধনবাদ এবং আধুনিক সংশোধনবাদের উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। তাই সংশোধনবাদ কখনোই ঘোষণা দিয়ে মার্কসবাদ ত্যাগ করে না, বরং মার্কসবাদের আবরণে মার্কসবাদের বিপ্লবী মর্মবস্তুকে পরিত্যাগ করে। তাকে উন্মোচন,খণ্ডন ও বিরোধিতা করেই প্রকৃত মার্কসবাদকে রক্ষা ও বিকশিত করতে হয় এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বহারা সহিংস বিপ্লব এগিয়ে যায়।

প্রকৃত মার্কসবাদী হবার অর্থ হচ্ছে সর্বাগ্রে বিপ্লবী হওয়া। এ প্রসঙ্গে কমরেড এঙ্গেলস খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, "মার্কস ছিলেন সবকিছুর আগে এক বিপ্লববাদী"[৮]। বিপ্লববাদী হবার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবী হওয়া এবং বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য বিপ্লবীযুদ্ধকে আঁকড়ে না ধরে বিপ্লবী হওয়া যায় না। আর বিপ্লবী না হলে কমিউনিস্ট হওয়াও যায় না। এ কারণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীদের আন্তর্জাতিক ফোরাম বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন তথা RIM-এর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে গণ্য "ঘোষণা"-য় খুব সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, "In short, communists are advocates of revolutionary warfare."[৯] যার অর্থ হচ্ছে, "খুব সংক্ষেপে, কমিউনিস্টরা হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধের প্রবক্তা"। এর বিপরীতেই দাঁড়াচ্ছে গণযুদ্ধকে মেইন ইস্যু না করার অবস্থানটি–যাকে লুফে নিচ্ছে আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের মতো সংশোধনবাদী–মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদীরা। এবং RIM ঘোষণার বিপরীতে দাঁড়িয়েও নিজেদেরকে RIM-এর অনুসারী ও নেতৃত্বকারী হিসেবে জাহির করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে–যাকে বিশ্বপরিসরে মদদ যোগাচ্ছে পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক গণযুদ্ধকে মেইন ইস্যু করার মাওবাদী অবস্থানের বিরোধিতাকারীরা। এ হচ্ছে মহাভুল। তবুও এটাই হচ্ছে বাস্তব সত্য–যা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নয়া মেরুকরণকে ক্রমবর্ধিতভাবে সামনে নিয়ে আসছে। এবং এ ক্ষেত্রে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের মূল নীতিকেই সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

সংশোধনবাদীরা হচ্ছে অর্থনীতিবাদী ও সংস্কারবাদী। এদের সাথে সর্বহারা বিপ্লবীদের পার্থক্যকে স্পষ্ট করতে গিয়ে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি খুব সঠিকভাবেই বলেছিল যে, "ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, অবশ্যই বুর্জোয়া বিপ্লবীগণ সহ সমস্ত বিপ্লবীই এই জন্যই বিপ্লবী বলে পরিচিত কারণ, প্রথমেই তারা শত্রুকে ঘৃণা করতে সাহস দেখান, সংগ্রাম করতে এবং বিজয় অর্জন করতে সাহসী হন। যারা শত্রুকে ভয় করেন, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে সাহসী হন না এবং বিজয় অর্জন করতে সাহস দেখান না, তারা কেবল কাপুরুষই হতে পারেন, সংস্কারবাদী অথবা আত্মসমর্পণবাদীই হতে পারেন, তারা কোনদিনই বিপ্লবী হতে পারেন না।"[১০] এখানে বর্ণিত সংস্কারবাদীদের রাজনৈতিক প্রকৃতির সাথে কি একেবারেই হুবহু মিলে যায় না আ.ক পন্থী এবং খ-গ পন্থীদের রাজনৈতিক অবস্থানের ? হ্যাঁ, তা মিলে যায়। এরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা যুদ্ধ করতে সাহস দেখান না। যার মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কাপুরুষ, সংস্কারবাদী ও আত্মসমর্পণবাদী হিসেবে প্রমাণিত করেন–যা বিপ্লব করতে ও তাতে নেতৃত্ব দিতে তাদের অস্বীকৃতিকেই প্রকাশ ও প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নির্দেশনা পরিষ্কার। যা তাঁর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির এই বক্তব্যের মধ্য

দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল যে, "কমিউনিস্টরা হচ্ছে বিপ্লবের হোতা। যদি তারা বিপ্লব করতে অস্বীকার করে তবে তারা আর মার্কসবাদী-লেনিনবাদী থাকে না, সংশোধনবাদী বা ঐরকম কিছুতে পরিণত হয়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হিসেবে কমিউনিস্টদের প্রকৃতিগতভাবেই বিপ্লবী অবস্থানে অবিচল থাকা উচিত এবং সংশোধনবাদের বিরোধিতা করা উচিত। একইভাবে তার কার্যক্রম হিসেবেই যে কোনো মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির দৃঢ় সমর্থন জানানো উচিত সংশোধনবাদ বিরোধী বিপ্লবীদেরকে ও কমিউনিস্টদেরকে।"[১১]

কিন্তু কেউ কেউ এই মার্কসবাদী দিক-নির্দেশনাকে গ্রহণ করেন না। তারা বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লব বর্জনকারী সংশোধনবাদী ও সুবিধাবাদীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী হন। তাদের সাথে জোরালো হ্যান্ডসেক করতেই ভালবাসেন। তাদের সাথে সময় ও শ্রম দেয়াটাকেই তারা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এদেরকে মাওবাদীদের মাথার ওপর চড়িয়ে রাখতে তারা পছন্দ করেন। এবং এদের বিরোধিতাকারীদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এবং এভাবে তারা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবকে এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবকে নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। এসকল বন্ধুদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপের উৎস ও ভিত্তি তাদের নিজেদের মধ্যেই নিহিত। এবং তা হচ্ছে, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে না ধরা। ফলে তাদের দ্বারা সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা বিপ্লবীরা উপকৃত হয় না বরং উল্টো তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দলত্যাগী সংশোধনবাদীরা ও মধ্যপন্থী সুবিধাবাদীরা এবং তাদের বিপ্লব বর্জনের প্রক্রিয়া উপকৃত হয়। এ থেকে অবশ্যই আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে এবং সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদের ধবজা উড়িয়ে নির্দিষ্ট দেশের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করার একটি মন্দধারা সুদূর অতীত থেকেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিরাজ করছে। এই ধারার অনুসারীরা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে চিত্রিত করে থাকে। এর বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা বারংবার সংগ্রাম করেছেন ও তাকে পরাজিত করেছেন। কিন্তু এই ধরনের তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদের উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা। তাই তার অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই সব ভ্রান্ত মতবাদের পরিপূর্ণ অবসান সম্ভব নয়। তাই বারংবার নব নব রূপে তার পুনরাবির্ভাব ঘটে। এবং ঘটছে। যা এখনো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে একটি মন্দধারা হিসেবে বিরাজ করছে–যাকে আমাদের দেশে প্রতিনিধিত্ব করছে আ.ক পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা।

নিজেদের বিপ্লব বর্জনের প্রক্রিয়াকে ন্যায্য করার জন্যই আ.ক পন্থীরা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদের কোনো কোনো নেতা যেমন কাজল ও মতিউর রহমান প্রমুখরা আরো এক ধাপ এগিয়ে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে যে, সিরাজ সিকদার ছিলেন শেখ মুজিবের চেয়েও খারাপ। এ কথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, সিরাজ সিকদার শেখ মুজিবের চেয়েও বড়ো জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এসব যে একেবারে ডাহা মিথ্যা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান, যার শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে বুর্জোয়া। এই অবস্থান পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে এবং তাতে নেতৃত্ব দেয়। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়ক ও তার সেবাকারী রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান। এর থেকে একেবারেই বিপরীত ছিলো কমরেড সিরাজ সিকদারের অবস্থান। তিনি সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের লাইন এনেছিলেন। যা বুর্জোয়া বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করলেও তার লক্ষ্য পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা ছিলো না, বরং তার লক্ষ্য ছিলো সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের নয়, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধ্বনিকে সামনে এনেছিলেন। কারণ, আমাদের মতো দেশে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই অংশ। এবং তাতে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি নিজেকে কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে প্রমাণিত করেছিলেন। তাই তাকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বলাটা এবং শেখ মুজিবের চেয়েও খারাপ বলাটা শুধুমাত্র মিথ্যাচারই নয় বরং এ হচ্ছে গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ।

কিন্তু কেনো তাহলে তাঁর ওপর আ.ক পন্থীরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের লেবেল এটে দিচ্ছে? এর কারণ হচ্ছে এই যে, পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার জন্য তিনি সহিংস বিপ্লবকে একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে সামনে এনেছিলেন এবং তাকে প্রয়োগ করেছিলেন। পূর্ববাংলার ওপর পরিচালিত জাতিগত নিপীড়নকে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন, পাকিস্তানি নিপীড়ক শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র

ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন এবং নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি দিয়েছিলেন। তাঁর এই অবস্থান যে ছিলো খুবই ন্যায্য, সুদূর প্রসারী তাৎপর্য সম্পন্ন ও সঠিক–তা কিন্তু এখনো নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আমাদের ধ্বনির মধ্য দিয়েও প্রমাণিত হয়। তাহলে নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের ধ্বনি দেয়াটাই কমরেড সিরাজ সিকদারের রাজনৈতিক অপরাধ ছিলো না, তার প্রকৃত অপরাধ ছিলো এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সহিংস বিপ্লবের পথকে আঁকড়ে ধরা। এই তথাকথিত অপরাধের কারণেই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সেবাদাস পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি আর তার দালালরা সিরাজ সিকদারকে দোষারোপ করেছিল, তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলেছিল ও দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিত্রিত করেছিল এবং তার সাথেই হুবহু মিলে যাচ্ছে আ.ক পন্থীদের রাজনৈতিক অবস্থানের।

বিপ্লব বর্জনের মধ্য দিয়ে আ.ক পন্থীরা আধা সামন্ততান্ত্রিকতা ও নয়া উপনিবেশিকতাকে বজায় রাখতে চাচ্ছে। এবং তার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদকে সেবা করতে চাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের পথ ও নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচি। এই পথ ও কর্মসূচির একটি অপরটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই আ.ক পন্থীরা একদিকে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে বর্জন করতে চাচ্ছে এবং একইসাথে অন্যদিকে কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের কর্মসূচির বিরোধিতা করে অখণ্ড পাকিস্তানকে রক্ষার কর্মসূচি আনতে গিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির মতোই সিরাজ সিকদারকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সেকারণে জাতীয়তাবাদী হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এবং শেখ মুজিব বঙ্গর বিকাশের নিয়মবিধির বিপরীতে দাঁড়িয়ে যেহেতু শেষ পর্যন্ত অখণ্ড পাকিস্তানকে রক্ষার চেষ্টা করেছিল এবং সিরাজ সিকদার তার বিরোধিতা করেছিলেন সেহেতু এই সব পাকিস্তান পছন্দ পাকিপন্থীদের কাছে সিরাজ সিকদার হচ্ছেন শেখ মুজিবের চেয়েও খারাপ। এভাবে আ.ক পন্থীরা এই দেশের ধর্মীয় মৌলবাদী ও হোক্সাপন্থী সংশোধনবাদীদের অখণ্ড পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক অবস্থানকে মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে টেনে এনেছে এবং তার ভিত্তিতে সিরাজ সিকদারকে বিরোধিতায় নেমেছে। এর কারণ একটাই এবং তা হচ্ছে এই যে, আ.ক পন্থীরা পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন করেছে। এটা করতে গিয়েই এরা সিরাজ সিকদারকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে প্রচার করছে এবং বিপরীতে নিজেদেরকে আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে তুলে ধরার কোশেষ করছে। অথচ এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো জাতীয়তাবাদী। এদের অনুসৃত সংকীর্ণতাবাদ, উপদলবাদ, স্ববিভাগীয়বাদ ও আঞ্চলিকতাবাদই হচ্ছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ। এবং এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদপূর্ব বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের থেকেও অধম, নপুংসক এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল। পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন ও বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে এরা সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবকেই বিরোধিতা করছে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিকতাবাদ শব্দটার নিজস্ব কোনো শ্রেণীপ্রকৃতি নেই, কোন ধরনের বিশ্বব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন চাওয়া হচ্ছে তার দ্বারাই তার শ্রেণীপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটি বিশ্বব্যবস্থা। এবং তার বিশ্বায়ন হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিশ্বায়ন। এর বিপরীতে কমিউনিজমও হচ্ছে একটি বিশ্বব্যবস্থা। এবং তার বিশ্বায়ন হচ্ছে কমিউনিজম ব্যবস্থার বিশ্বায়ন। কমিউনিজম ব্যবস্থার বিশ্বায়ন করার কর্মসূচি ও তার পক্ষে সংগ্রাম করাটাই হচ্ছে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ। এ হচ্ছে বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতাবাদের বিপরীত অবস্থান। নিজ দেশের সর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র এই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের পক্ষে দাঁড়ানো যায়—অন্য কোনভাবে নয়। তাই সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের অর্থ হচ্ছে, নিজ দেশের সর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া এবং একইসাথে অন্য দেশের সর্বহারা বিপ্লবকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের বিবিধ ধরনের সংগ্রামকে সমর্থন দেয়া। এছাড়া সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ ও অনুশীলন করা যায় না, তাকে উর্ধে তুলে ধরা যায় না।

কমিউনিজমকে গ্রহণ করা এবং তার পক্ষে লড়াই করা ছাড়া সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদকে গ্রহণ করার কথা বলা অর্থহীন। কমরেড সিরাজ সিকদার কমিউনিজমকে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার পক্ষে লড়াই করেছিলেন। তাই তিনি ছিলেন প্রকৃত সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী। আর আ.ক পন্থীরা কমিউনিজমকে গ্রহণ করে না এবং সে কারণেই তার পক্ষে লড়াই করে না। তাই তারা সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী নয়। তবে তারাও এক ধরনের আন্তর্জাতিকতাবাদী। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইকে বর্জন করার মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই প্রমাণ করেছে যে, তারা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সমর্থক, তারই রক্ষক এবং ধারক, বাহক ও প্রতিনিধিত্বকারী। এবং এই অর্থে তারা হচ্ছে বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতাবাদী। তাদের এই আন্তর্জাতিকতাবাদীত্বর অর্থ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সেবাদাসত্ব। সর্বহারা বিপ্লবের একটি সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরার মধ্য দিয়েই তাদের এই পরিণতি হয়েছে।

একই পরিণতি হয়েছে খ-গ পন্থীদেরও। তারাও আ.ক পন্থীদের মতো শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বলে মনে করে ও প্রচার করে। পার্টির মধ্য থেকে সৃষ্ট সাম্প্রতিককালের দুই লাইনের সংগ্রামের গড়ে ওঠা ও বিকাশের প্রক্রিয়াতে খ দীর্ঘ দীর্ঘ সময় ও শ্রমশক্তি ব্যয় করেছেন কমরেড "ক" এবং তাকে সমর্থনকারী নেতাদেরকে এই কথা বুঝাতে ও প্রমাণ করতে যে, সিরাজ সিকদার আসলেই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তবে তিনি একইসাথে মনে করেন ও প্রচার করেন যে, সিরাজ সিকদারের চেয়েও বড়ো জাতীয়তাবাদী হচ্ছে আনোয়ার কবীর। এসবের মধ্য দিয়ে খ নিজেকে উচু মাপের বড়ো আন্তর্জাতিকতাবাদী বলে প্রমাণের চেষ্টা করেন। একইসাথে তিনি তার আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও ভাবমূর্তি সম্পর্কে রং-চং মেখে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড়ো করে বিভিন্ন স্তরে প্রচার করেন—যাতে তার আন্তর্জাতিকতাবাদীত্ব সম্পর্কে কারো মধ্যে কোনো সংশয় না থাকে।

কোনো ধরনের বিতর্ক ছাড়াই একথা অতি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, খ হচ্ছেন একজন উচু মাপের বড়ো ধরনের আন্তর্জাতিকতাবাদী, যেমনটি নিকট অতীতে ছিলো মনি সিংরা। মনি সিংদের আন্তর্জাতিকতাবাদীত্ব সম্পর্কেও কারো মধ্যে কোনো রকম সংশয় ছিলো না। জনগণ তা স্বীকার করতো এবং তাকে সূত্রায়ন করে বলতো এইভাবে যে, "মস্কোতে যখন বৃষ্টি নামে মনি সিংরা তখন ঢাকায় ছাতা মেলে ধরে"। এই সূত্রায়ন খুব সঠিকই ছিলো। পূর্ববাংলার জনগণ ও পূর্ববাংলার বিপ্লব সম্পর্কে মস্কোপন্থী সংশোধনবাদী মনি সিংদের রাজনৈতিক অবস্থানকে তা যথার্থভাবেই প্রকাশ করেছিল। মনি সিংরা ক্রুশ্চেভীয় ও ব্রেজনেভীয় সংশোধনবাদী লাইনকে গ্রহণ করেছিল এবং তার ভিত্তিতে পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইনকে বর্জন করেছিল এবং মস্কোকে অন্ধভাবে সমর্থন করার নীতিকে অনুসরণ করেছিল। আর এই সব বিপ্লব বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানকে আন্তর্জাতিকতাবাদ বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। একই অবস্থা খ-গ পন্থীদেরও। তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদও হচ্ছে একই রকমের। যাকে তারা RIM-এর নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

RIM-এর প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হচ্ছে তার ডিক্লারেশন বা ঘোষণা। এবং সাম্প্রতিককালে গৃহিত তার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিগত দলিল হচ্ছে MLM দলিল। এ দুটো দলিলকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এবং তার মতাদর্শগত তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে MLM কে গ্রহণ করা। কিন্তু খ-গ যে তা করছে না বরং তার বিরোধিতাই করছে তা তাদের লাইনগত অবস্থান ও বাস্তব কার্যকলাপেই প্রকাশিত ও প্রমাণিত। এ সবকেই তারা RIM-এর নামে—আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম ও প্রধান সূত্রটি হচ্ছে, নিজ দেশের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংগ্রাম করা। এবং এর দ্বিতীয় ও অন্য সূত্রটি হচ্ছে, অন্য দেশের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের বিবিধ ধরনের সংগ্রামকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। তাই নিজেদের দেশের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংগ্রাম করা ছাড়া কিভাবে প্রকৃত সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদী হওয়া যায়? কিভাবেই বা লেনিনের এই শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা যায় যে, নিজ দেশের বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া যায়।

MLM-এর কথা বললেও MLM যে খ-গ পন্থীদের চিন্তার পথ নির্দেশক তাত্ত্বিক ভিত্তি নয় তা কিন্তু খুবই স্পষ্ট। এর বিপরীতে তাদের চিন্তার পথ নির্দেশক তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে তাদের দ্বারা প্রচারিত "খ'র সঠিক লাইন"—যা নাকি আবার অধ্যয়ন ও অনুশীলনে বারংবার সঠিক প্রমাণিত।

খ'র দ্বারা প্রচারিত তত্ত্বগত অবস্থানগুলো হচ্ছে MLM বিরোধী একগাদা জঞ্জাল—এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃত MLM-এর রয়েছে তিনটি অঙ্গ ও তিনটি উৎস। এগুলো হচ্ছে মার্কসীয় দর্শন, মার্কসীয় সমাজনীতি বা রাজনীতি ও মার্কসীয় অর্থনীতি। মার্কসীয় দর্শন হচ্ছে ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এর বিপরীতে খ'র অনুসৃত দর্শন হচ্ছে অধিবিদ্যক দর্শন—যা হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাববাদেরই একটি রূপ। মার্কসীয় রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের রাজনীতি। এর বিপরীতে খ'র রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম বর্জিত শ্রেণী পুনর্গঠনের রাজনীতি। মার্কসীয় অর্থনীতি হচ্ছে কমিউনিজমের অর্থনীতি। কমিউনিজমের পক্ষে লড়াইকে বর্জন করার মধ্য দিয়ে খ নিজেই প্রমাণ করেছেন যে, তার কাঙ্খিত অর্থনীতি হচ্ছে কমিউনিজম বিরোধী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি। এসব কেমন ধরনের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ? এসব বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন করেছে খ-গ পন্থীরা। এবং তাকে আড়াল করার জন্য আন্তর্জাতিকতাবাদের ধবজা উড়াচ্ছে। এ কারণেই নিজেদের দেশের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তারা মোটেই উচ্চকণ্ঠ নয়, বরং তার বিরোধিতা করার ক্ষেত্রেই তারা সক্রিয়, এবং তাকে গোপন করার জন্য অন্য দেশের বিপ্লব ও সংগ্রাম সম্পর্কে তারা খুবই উচ্চকণ্ঠ—যদিও তাকে নিজ দেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রে একেবারেই নিষ্ক্রিয়। তাদের এই সুবিধাবাদিতাকে আড়াল করার জন্য

তারা RIM-এর নাম ব্যবহার করে। এবং RIM-এর বিভিন্ন প্রশ্নে তাদের পৃথক অবস্থান থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক-সংগ্রাম করার বদলে সে সবকে উপরে উপরে মেনে নেবার ভান করে দেখানোর চেষ্টা করছে যে, তারাই হচ্ছে এদেশের সবচেয়ে বড়ো RIM পন্থী। তাদের এই প্রবঞ্চকের ভূমিকা বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। যেমন তারা আ.ক পন্থীদেরকে সংশোধনবাদী বলে, অথচ এই সংশোধনবাদীদেরকেই সারা বিশ্বের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীদের নেতা বানানোর জন্য এরা চেষ্টা চালায়, তার পক্ষে যুক্তি-তর্ক করে ও ভোট দেয়। এ কাজটি তারা করে আন্তর্জাতিকতাবাদের ধূয়া তুলে, RIM-কে সমর্থনের নামে এবং RIM-এর মধ্যে এখনো যারা আ.ক পন্থীদেরকে সংশোধনবাদী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হননি তাদের সাথে যৌথভাবে। যারা প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলপত্র না পাবার কারণে এখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হননি এবং যারা সংশোধনবাদী বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে—তাদের অবস্থান আ.ক পন্থীদের ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় কিভাবে? না তা হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। হওয়া উচিত নিজ অবস্থানের পক্ষে আলোচনা-বিতর্ক-সংগ্রাম। কিন্তু তা করেনি খ-গ পন্থীরা। বরং সংগ্রাম এড়ানোর সুবিধাবাদিতার নীতিকেই আঁকড়ে থেকেছে এবং তার দায় RIM-এর কাধে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে।

এরকমই আর একটি প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটেছে ঐক্য সম্পর্কিত প্রস্তাবনার ক্ষেত্রেও। আমাদের পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রাম সম্পর্কে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে RIM কমিটি। অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটাই হচ্ছে মার্কসবাদী নীতি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পার্টির নামে বিরাজমান প্রতিটি ফ্যাকশনকেই মাওবাদী ফ্যাকশন হিসেবে বিবেচনা করার অবস্থান নিয়েছে RIM কমিটি। যা তাদের দিক থেকে সঠিকই আছে। এর ভিত্তিতেই তারা বিভিন্ন প্রস্তাবনা ও পদক্ষেপকে সামনে আনছে। যার সাথে কখনোই হুবহু মিল হতে পারে না তাদের অবস্থানের—যারা ইতোমধ্যেই আ.ক পন্থীদেরকে সংশোধনবাদী বলে মূল্যায়ন করছে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। অথচ একেই গোপন করে খ-গ পন্থীরা জাহির করার চেষ্টা করছে যে, তাদের অবস্থান ও RIM কমিটির অবস্থান হুবহু অভিন্ন। এর মধ্য দিয়ে পারস্পরিক অবস্থান ও প্রস্তাবনার দ্বন্দ্বগুলোকে স্বীকৃতি দেয়া, তা নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা-বিতর্ক-সংগ্রাম চালানোর মার্কসবাদী নীতিকেই জলাঞ্জলি দিয়েছে খ-গ পন্থীরা। এবং সংগ্রাম এড়ানোর এই সুবিধাবাদী নীতির দায় যথাবিহিত RIM-এর কাধেই চাপিয়ে দিচ্ছে। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ আছে। এ সবের মধ্য দিয়ে এই সত্যই প্রকাশিত হয় যে, নিজেদের সমন্বয়বাদিতা ও সুবিধাবাদিতার দায় তারা RIM-এর কাধে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করে। এবং এটাই হচ্ছে RIM-কে সমর্থন করার নামে RIM-কে বিরোধিতা করার তাদের আসল রাজনৈতিক অবস্থান। তাই তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদের অর্থ হচ্ছে RIM-কে সমর্থন করার নামে নিজ দেশের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন করা এবং তার দায় RIM-এর কাধে চাপিয়ে দেয়া।

RIM গঠিত হয়েছে বিশ্বের কতগুলো ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তার মধ্যেও বৈপরীত্বের একত্ব রয়েছে। যার বিকাশের প্রক্রিয়ায় এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণ অনিবার্য। এখানে পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির মতো অগ্রসর নেতৃত্বকারী পার্টি রয়েছে। আবার মোস্তাকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল এবং আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের মতো দলও রয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই অগ্রসরতাকে সমর্থন করতে হবে, তাকেই ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করতে হবে—অনগ্রসরতাকে-পশ্চাদগামিতাকে নয়।

RIM কোনো একক পার্টি-সংগঠন নয়, বরং তা হচ্ছে ন্যূনতম লাইনগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলো পার্টি-সংগঠনের ঐক্য মোর্চা। যার লাইনগত ভিত্তি হচ্ছে "ঘোষণা" ও MLM দলিল। যাকে গ্রহণ করেই কেবলমাত্র এর সদস্য হওয়া যায়। এবং তাকে গ্রহণ না করলে এর সদস্য হওয়া যায় না। এই হচ্ছে একমাত্র লাইনগত নিরিখ—যার ভিত্তিতে RIM-কে সমর্থন করা হয়। তাই তা RIM সদস্য পার্টিগুলোর জন্য মেনে চলাটা বাধ্যতামূলক। এবং আমরাও তা মেনে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়াও RIM সদস্য পার্টিগুলোর প্রতিটিরই আরো অন্যান্য লাইনগত অবস্থান রয়েছে ও থাকবে—তা মেনে চলাটা অন্য পার্টির জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তাই RIM সদস্য পার্টিগুলোর কোনো একটির বা কয়েকটির অভ্যন্তরীণ নীতিমালা, দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান থেকে উৎসারিত প্রতিটি অবস্থান ও পদক্ষেপকে অন্ধভাবে মেনে নেয়া ও সমর্থন করাটাই আন্তর্জাতিকতাবাদ নয়, RIM-কে সমর্থন করাও নয়। এমনকি RIM কমিটি—যা হচ্ছে কয়েকটি পার্টির সমষ্টি—তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ডও অন্য পার্টিগুলো দ্বারা মূল্যায়িত হবে RIM ঘোষণা ও MLM দলিলের নিরিখেই—কমিটির সদস্য পার্টিগুলোর নিজ নিজ পার্টির লাইনগত অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নয়। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থান এবং একেই আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদের যথার্থ প্রকাশ বলে মনে করি। বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক হতে হবে সমতা ও সমমর্যাদামূলক—পার্টির সাথে পার্টির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মাওবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদকেই আমরা উর্ধে তুলে ধরি। এসব হচ্ছে মনি সিং মার্কা লেজুড়বৃত্তির আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে একেবারেই ভিন্ন।

নির্দিষ্ট দেশের বিপ্লবের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত হয়েছে কমরেড "ক"-র এই

ঘোষণাতে যে, "I am one among those who assingned for policy making for revolution in this country. And the task for policy making for revolution in this country falls mainly on ourselves. The role of others in this connection is to assist, although this is important. This is how I tried and will try to see the whole problem."[১২] যার অর্থ হচ্ছে, "এই দেশের বিপ্লবের নীতি নির্ধারকদের মধ্যে আমি একজন। এবং এই দেশের বিপ্লবের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রধানত আমাদেরই। এ বিষয়ে অন্যদের ভূমিকা হচ্ছে সহযোগিতামূলক, যদিও তা গুরুত্বপূর্ণ। এভাবেই আমি সমগ্র বিষয়টাকে দেখবার চেষ্টা করি এবং করবো।" এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই খ-গ'রা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করেন। এবং এর বিপরীতে মনি সিং মার্কা লেজুড়বৃত্তির দৃষ্টিভঙ্গিকেই তারা আন্তর্জাতিকতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করেন। এবং তার ভিত্তিতে মনি সিংদের মতোই তারাও পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকেও বর্জন করেছেন। আর এ কারণেই নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির প্রবক্তা শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার হয়ে গিয়েছেন তাদের কাছে জাতীয়তাবাদী।

আনোয়ার কবীরকে তারা সিরাজ সিকদারের চেয়েও বড়ো জাতীয়তাবাদী বলে এ কারণে নয় যে, আনোয়ার কবীর সিরাজ সিকদারের লাইনকে সিরাজ সিকদারের চেয়ে বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। বরং উল্টো আনোয়ার কবীর সিরাজ সিকদারের লাইনকে বর্জন করা সত্ত্বেও লেজুড়বৃত্তির রাজনীতিকেই আন্তর্জাতিকতাবাদ হিসেবে গ্রহণ করছেন না বলেই তার প্রতি খ-গ'দের এতো উষ্মা, এতো ক্রোধ ও 'বড়ো জাতীয়তাবাদী' বলে ধিককার। অথচ যে অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সুবিধাবাদের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরার মধ্য দিয়ে আনোয়ার কবীর পন্থীদের জাতীয়তাবাদে অধ:পতন ঘটেছে সেই একই অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সুবিধাবাদের রাজনীতিকেই গ্রহণ ও অনুশীলন করছে খ-গ পন্থীরাও। এবং তার মধ্য দিয়ে তাদেরও একই পরিণতি হয়েছে। খ-গ'দের প্রচারিত তথাকথিত আন্তর্জাতিকতাবাদও হচ্ছে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদেরই একটি রূপ এবং সারবস্তুতে তা অভিন্ন—সর্বহারা সহিংস বিপ্লব বিরোধী অবস্থান।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের নিরিখকে আঁকড়ে ধরার ব্যর্থতা থেকেই খ-গ'দের এই অধ:পতন হয়েছে। এ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। এবং সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন করার সাধারণ, সহজ ও প্রচলিত উপায়টি হচ্ছে তা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্ককে নিছক সামরিক প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক বলে তাকে গৌণ করা, তুচ্ছ করা ও এড়িয়ে যাওয়া। এর ভুরিভুরি উদাহরণ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে রয়েছে। সর্বহারা বিপ্লবের সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে সহিংস বিপ্লবকে গ্রহণ না করা থেকেই এধরনের কূট বিতর্কের উদ্ভব। সহিংস বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে যেহেতু যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সেহেতু যুদ্ধের প্রশ্নে এসেই এই বিতর্ক কেন্দ্রিভূত হয়।

যুদ্ধকে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে না দেখে তাকে নিছক সামরিক প্রশ্ন হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে আমাদের দেশে প্রতিনিধিত্ব করছে আ.ক পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা। এরা যুদ্ধকে নিছক সামরিক বিষয় বলে মনে করে এবং তাই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ককে নিছক সামরিক লাইনের একটি অংশ নিয়ে বিতর্ক বলে মনে করে, তাই এই বিতর্ককে নিছক সামরিক লাইনের বিতর্ক বলে ঘোষণা করে। এ যে সঠিক নয়, তা পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত সাম্প্রতিক দুই লাইনের সংগ্রামের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় কমরেড "ক" অনেক দলিলের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা ও প্রমাণ করেছেন এবং এই দৃঢ় উপসংহার টেনেছেন যে, যুদ্ধকে এবং সেহেতু গেরিলাযুদ্ধকেও "রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে মতাদর্শগতভাবে গ্রহণ"[১৩] করতে হবে এবং "সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে তাকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার"[১৪] চেষ্টা করতে হবে।

এই অবস্থানের জন্যই কমরেড "ক"-কে আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা চেবাদী, সমরবাদী, হটকারী, বিভেদবাদী ও ফাঁকা বাম বুলির লাইনের প্রবক্তা বলে মনে করে ও প্রচার করে। এবং এই অবস্থানের পক্ষে পরিচালিত কমরেড "ক"-র লাইনগত সংগ্রামকে আ.ক পন্থীরা "পার্টির সদর দরজায় নেকড়ের হিংস্র পদচারণা" বলে ঘোষণা করে এবং খ-গ পন্থীরা "বর্জনীয়" বলে ফতোয়াবাজী করে। এবং উভয়পক্ষ জোটবদ্ধভাবে কমরেড "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীদের ওপর নিগ্রহ-নিপীড়ন, হয়রানী ও অবমাননা করে। নিজেদের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থানকে গোপন করার জন্য এবং তার উন্মোচন, খণ্ডন ও বিরোধিতাকে প্রতিরোধ করার জন্যই তারা এসব করে।

সামরিক লাইন হচ্ছে রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করারই সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন। যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ না করলে তাকে বাস্তবায়ন করার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনেরও প্রয়োজন পড়ে না। যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করলে এবং তাকে প্রধান করলেই কেবলমাত্র সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের ক্ষেত্রে যুদ্ধের সংগ্রাম ও যুদ্ধের সংগঠনকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার প্রশ্নটি আসতে

পারে এবং তা প্রধান হতে পারে। আমাদের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের ক্ষেত্রে প্রধান ধরনের সংগ্রাম হচ্ছে যুদ্ধের সংগ্রাম তথা যুদ্ধ এবং প্রধান ধরনের সংগঠন হচ্ছে যুদ্ধের সংগঠন তথা বাহিনী—তা আমাদের যুদ্ধের রাজনীতি এবং তাকে প্রধান করার অবস্থান থেকেই উদ্ভূত এবং তার সাথেই সম্পর্কিত। সুতরাং সামরিক লাইনে যুদ্ধ বর্জিত হবার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক লাইনেও যুদ্ধ বর্জিত হওয়া। একইভাবে সামরিক লাইনে যুদ্ধকে প্রধান না করার অর্থ হচ্ছে রাজনৈতিক লাইনেও যুদ্ধকে প্রধান না করা।

কেনো যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে প্রধান করতে হবে? কারণ একটাই, কেননা আমরা বিপ্লব করতে চাই। সমস্ত বিপ্লবেরই মৌলিক প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রক্ষমতার প্রশ্ন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ছাড়া বিপ্লবের কথা বলা অর্থহীন। যুদ্ধ ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার অর্থ হচ্ছে তার জন্য যুদ্ধকেই গড়ে তোলা ও বিকশিত করার প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া। তাই বিপ্লবের রাজনীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধকেও রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করলেই তাকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য মনোনিবেশ করতে হয়। যুদ্ধের সংগ্রাম ছাড়া যুদ্ধের সংগঠন গড়ে ওঠে না এবং যুদ্ধের সংগঠন ছাড়া যুদ্ধের সংগ্রাম বিকশিত হয় না। তাই যুদ্ধের রাজনীতিকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার অর্থ হলো সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে যুদ্ধের সংগ্রাম তথা যুদ্ধ এবং যুদ্ধের সংগঠন তথা বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা। এছাড়া যুদ্ধের রাজনীতিকে গ্রহণ করা যায় না। এবং তার অর্থ হলো বিপ্লবের রাজনীতিকে গ্রহণ করা যায় না।

যুদ্ধের নিজস্ব কোনো শ্রেণীপ্রকৃতি নেই, যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধ পরিচালিত হয় তার দ্বারাই যুদ্ধের শ্রেণীপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। আমরা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের জন্য যুদ্ধের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেছি এবং সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে তাকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার চেষ্টা করছি বলে আমাদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধ। তাই এই যুদ্ধের রাজনীতি হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি।

যুদ্ধ হচ্ছে বলপ্রয়োগের উপায় এবং যুদ্ধই হচ্ছে বলপ্রয়োগের সবচেয়ে তীব্র অভিব্যক্তি। রাষ্ট্রের উদ্ভব ও অস্তিত্ব নিজে থেকেই এ ধরনের বলপ্রয়োগের সাথে জড়িত। নিপীড়ক শাসকগোষ্ঠি জনগণের ওপর নিজেদের শাসন ও নিপীড়ন বজায় রাখার জন্য অনিবার্যভাবেই বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি অংশই যেমন সরকার, রাষ্ট্রীয় বাহিনী, সচিবালয়, কোর্ট ও জেলখানা প্রভৃতি হচ্ছে এই বলপ্রয়োগেরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা উপাদান। এই বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়েই সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী জনগণের ওপর তাদের একনায়কত্ব বজায় রাখে। এসব প্রতিবিপ্লবী বলপ্রয়োগ ও প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্বকে বিপ্লবী বলপ্রয়োগ ও বিপ্লবী একনায়কত্ব ছাড়া প্রতিরোধ ও নির্মূল করা অসম্ভব। বিপ্লবীযুদ্ধই হচ্ছে বিপ্লবী বলপ্রয়োগ ও বিপ্লবী একনায়কত্ব। তাই বিপ্লবীযুদ্ধকে গ্রহণ না করা, তাকে আঁকড়ে না ধরা বা বিরোধিতা ও বর্জন করাটা হচ্ছে বিপ্লবী বলপ্রয়োগ ও বিপ্লবী একনায়কত্বকে গ্রহণ না করা, আঁকড়ে না ধরা বা বিরোধিতা ও বর্জন করা। যার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধ, বিপ্লবী বলপ্রয়োগ ও বিপ্লবী একনায়কত্বের বিপরীতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে গ্রহণ করা। এবং এটাই হচ্ছে সংশোধনবাদের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরা। যাকে বিরোধিতা গিয়ে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল, "এককথায় বলতে গেলে, দুনিয়ার জনগণের স্বার্থে, আমাদের অবশ্যই আধুনিক সংশোধনবাদের মিথ্যাচারের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে এবং বলপ্রয়োগ, যুদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতামতগুলি উর্ধে তুলে ধরতে হবে।"[১৫]

যুদ্ধকে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে গ্রহণ না করার অর্থ হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে না চাওয়া। এ হচ্ছে সুবিধাবাদ। এই সুবিধাবাদের রাজনীতিকে বিরোধিতা করতে গিয়ে যে সংজ্ঞাটিকে লেনিন বারবার ব্যাখ্যা করেছেন ও উর্ধে তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে এই যে, "যুদ্ধ হলো রাজনীতির ধারাবাহিকতা"[১৬]। একথা খুবই সত্য।

যুদ্ধ যে ধরনেরই হোক না কেনো এবং তা যাদের দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেনো তা নির্দিষ্ট শ্রেণীগুলির রাজনীতির ধারাবাহিকতাকেই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবে না দেখার অর্থ হচ্ছে তার অন্তর্নিহিত শ্রেণীপ্রকৃতিকেও না দেখা এবং তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বলপ্রয়োগের মধ্যকার শ্রেণীগত পার্থক্যকে উবিয়ে দিয়ে প্রতিবিপ্লবী বলপ্রয়োগের পক্ষে দাঁড়ানো। তাই যুদ্ধকে আমাদের শ্রেণীসংগ্রাম তথা রাজনীতি হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে, তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোকেও মনে রাখতে হবে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিশ্লেষণের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এবং লেনিনের এই শিক্ষাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে যে, "তত্ত্বগতভাবে, একথা বিস্মৃত হওয়াটা একান্তই ভুল যে, প্রত্যেকটি যুদ্ধই অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়...।"[১৭]

যুদ্ধকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে না দেখার সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতিকে কমরেড লেনিনের মতোই বিরোধিতা করতে হয়েছিল কমরেড মাওসেতুঙ-কেও। যার মধ্য দিয়ে তিনি এ বিষয়ে কমরেড লেনিনের শিক্ষাসমূহকে রক্ষা ও বিকশিত করেছিলেন। যেমন কমরেড লেনিনের শিক্ষা "যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ"-কে কমরেড মাওসেতুঙ উর্ধে তুলে ধরেছিলেন এবং তাকে বিকশিত করেছিলেন এই সূত্রায়নে যে, "যুদ্ধই হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ।"[১৮] কিন্তু এ কথা সত্য যে, যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে, তাই যুদ্ধ সাধারণ রাজনীতির সমান নয়। এ কারণে "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ"—কমরেড লেনিনের এই শিক্ষাকেও কমরেড মাওসেতুঙ দৃঢ়ভাবে উর্ধে তুলে ধরেছিলেন এবং তাকে বিকশিত করেছিলেন এই সূত্রায়নে যে, "রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি।"[১৯]

বিপ্লব করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে এই অন্য উপায়ের রাজনীতি তথা রক্তপাতময় রাজনীতি তথা যুদ্ধের রাজনীতিকে গ্রহণ করা এবং তাকে প্রধান কাজ হিসেবে আঁকড়ে ধরা। আর যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে লেনিনের মতে, "সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা"[২০] এবং "যুদ্ধ শুরু করার জন্যই যুদ্ধ ঘোষণা"[২১] করা। তাই যুদ্ধকে রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ না করে এবং তাকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার চেষ্টা না করে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা যায় না। এবং তাকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠিতেও পরিণত করা যায় না।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে না ধরার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করা। সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতারই একটি সাধারণ ও প্রধান নিয়ম হচ্ছে এর লাইনগত প্রবক্তাদের বিরোধিতা করা। এটাই হচ্ছে সত:সিদ্ধ সত্য—যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ ও বিশেষ—উভয়বিধ অভিজ্ঞতাতেই প্রমাণিত। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ধারা হচ্ছে, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের প্রবক্তাদের হটকারী ও সমরবাদী বলা। "হটকারী" বলা হয় এই কারণে যে, সংশোধনবাদীরা মনে করে জনগণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত নয়, তাই বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতি তথা যুদ্ধের জন্যও জনগণ প্রস্তুত নয়; তাই যুদ্ধের আহ্বান হচ্ছে বস্তুগত বাস্তবতার পরিপন্থী এবং অনেক আগ বাড়ানো আহ্বান—তাই তা হটকারী। এ থেকেই সংশোধনবাদীরা হরেক নামে তথাকথিত যুদ্ধ প্রস্তুতির লাইন আনে এবং তার মধ্য দিয়ে সুবিধাবাদের রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরে। অন্যদিকে, বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতি তথা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুকে গড়ে তুলতে চায় বলেই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের প্রবক্তাদেরকে সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীরা "সমরবাদী" বলে। এবং যুদ্ধ বর্জিত অন্যবিধ তৎপরতার মধ্য দিয়ে প্রস্তুতি অর্জনের কথা বলে যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজকে বাদ দেয়। এবং তার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজকেই বাদ দেয়। এভাবে এরাই বস্তুগত বাস্তবতার বিপরীতে অর্থাৎ সত্যের বিপরীতে দাঁড়ায়।

পূর্ববাংলার জনগণ যে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত এবং সেকারণে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য উপায়ের রাজনীতি তথা যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত—তা কিন্তু জনগণের সংগ্রামের সুদীর্ঘ রক্তাক্ত ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত ও পরীক্ষিত। বৃটিশ উপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত জনগণের অসংখ্য রক্তাক্ত বিরোচিত সংগ্রামই এর উদাহরণ। এটা শুধুমাত্র পূর্ববাংলার জনগণের বিশেষ পরিস্থিতি নয়। এটা হচ্ছে বিশ্ব জনগণের সাধারণ পরিস্থিতি। যাকে সারসংকলন করে সভাপতি মাওসেতুঙ খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, "দেশ চায় স্বাধীনতা, জাতি চায় মুক্তি, জনগণ চায় বিপ্লব"। এর বিপক্ষেই দাঁড়াচ্ছে তথাকথিত মাওবাদী দাবিদার নয়া সংশোধনবাদীরা।

মাওবাদের নাম করে মাওবাদের বিরোধিতা করার অর্থই হচ্ছে নয়া সংশোধনবাদ। এবং আমাদের দেশে এই নয়া সংশোধনবাদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিনিধিত্বকারী হচ্ছে আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা। যারা মাওবাদের নামে মাও প্রদর্শিত বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম তথা বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জন করেছে। এবং তার বিপরীতে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে এবং তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রাম বর্জিত শ্রেণী পুনর্গঠনের নামে শ্রেণী সমন্বয়বাদের রাজনীতিকে সামনে নিয়ে এসেছে। এদের মধ্যকার সবচেয়ে বড়ো নেতা ও এদের প্রধান পথ-প্রদর্শক হচ্ছে আনোয়ার কবীর। যিনি কমরেড "ক" প্রদর্শিত বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে বিরোধিতা করতে গিয়ে বলে থাকেন যে, সাত মাসের অপূর্ণাঙ্গ শিশুকে মায়ের গর্ভ থেকে বের করে আনার চেষ্টার মধ্য দিয়ে কমরেড "ক" একটি অশক্ত, অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে চাচ্ছেন এবং এভাবে তাকে মৃত্যুর মধ্যে ঠেলে দিতে চাচ্ছেন, যা ভুল, তাই তার বিরোধিতা করা প্রয়োজন।

বিপ্লবীযুদ্ধকে বিরোধিতার মধ্য দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবকে বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে আনোয়ার কবীরের এই দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান ও বক্তব্য আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন কিছু নয়। সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করার জন্য সংশোধনবাদীরা এ ধরনের বক্তব্য হর-হামেশাই দিয়ে থাকে। যেমন, চিরায়ত সংশোধনবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা কাউৎস্কি কমরেড লেনিনকে বিরোধিতা

করতে গিয়ে বলেছিল, "নয় মাসের বদলে পাঁচ মাসের গর্ভবতী একজন স্ত্রীলোককে সন্তান প্রসবে বাধ্য করার জন্য ধৈর্যহারা একজন ধাত্রী..."[২২]। পুরানো সংশোধনবাদের প্রবক্তা কাউৎস্কির এই বক্তব্যের সাথে নয়া সংশোধনবাদের প্রবক্তা আনোয়ার কবীরের বক্তব্যের কোনই পার্থক্য নেই। যার মধ্য দিয়ে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, নয়া সংশোধনবাদীদের শিক্ষক মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওসেতুঙ নন, বরং তাদের শিক্ষক হচ্ছে বার্নস্তাইন-কাউৎস্কি-ক্রুশ্চভ-ট্রটস্কি-লিউ শাওচি। এবং এ কারণেই তাদের শিক্ষক চারু মজুমদার ও সিরাজ সিকদার নন বরং তাদের শিক্ষক হচ্ছে ডাঙ্গে-নাম্বুদ্রিপদ-কামাল হায়দার। এদের এই সব হটকারিতার জবাবে "জনগণ এখনো প্রস্তুত নয়" যুক্তির খণ্ডন করে কমরেড চারু মজুমদার খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, আম পেকে গিয়েছে তাকে এখনো না পাড়লে তা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। আর হটকারিতার অভিযোগ ও জনগণ এখনো প্রস্তুত নয় যুক্তিকে উড়িয়ে দিয়ে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার সরাসরি বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন গ্রহণ করে তার অনুশীলনের দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন এভাবে যে, "...গ্রাম্য এলাকায় গিয়ে কৃষকদের গেরিলাযুদ্ধের জন্য জাগ্রত করে গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকা দখল করতে এবং ঘাটি এলাকা স্থাপন করতে হবে। শহরগুলো দখলকৃত গ্রাম্য এলাকা দ্বারা ঘেরাও করতে হবে এবং পরে শহর দখল করতে হবে।"[২৩] এ সবকেই আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং আমাদের শিক্ষক হিসেবে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওসেতুঙ'কে এবং তাদেরই অনুসারী চারু মজুমদার ও সিরাজ সিকদারকে গ্রহণ করতে হবে। এবং তা যে সঠিকভাবে করা হচ্ছে তা নিশ্চিত হবার উপায় হচ্ছে সংশোধনবাদীদের কর্তৃক হটকারী ও সমরবাদী বলে অভিযুক্ত হওয়া।

মার্কস খুব পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করেছেন যে, "শ্রমিকশ্রেণীকে তার মুক্তির অধিকার অর্জন করতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রেই।"[২৪] কমরেড লেনিনও বলেছেন যে, "গৃহযুদ্ধও যুদ্ধই। যেই শ্রেণী-সংগ্রামকে স্বীকার করে সে গৃহযুদ্ধকে স্বীকৃতি না দিয়ে পারে না, যা হচ্ছে শ্রেণী-সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামেরই স্বাভাবিক, কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় অনিবার্য ধারাবাহিকতা, বিকাশ ও তীব্রতা বৃদ্ধি। সমস্ত মহান বিপ্লব এটাই প্রমাণ করেছে গৃহযুদ্ধকে অস্বীকার করা কিংবা এ সম্বন্ধে ভুলে যাওয়ার অর্থই হবে প্রচণ্ড সুবিধাবাদের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকেই অস্বীকার করা।"[২৫] এরই ধারাবাহিকতায় সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছেন, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎসারিত হয়।" এই শিক্ষাকে তথা বন্দুককে আঁকড়ে ধরাটাকেই সংশোধনবাদীরা বলে "সমরবাদী" অর্থাৎ যুদ্ধবাদী। এবং এ নিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের উপহাস ও বিদ্রূপ করে।

এ সবের জবাব দিতে গিয়ে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল, "মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা কখনোই তাদের অভিমত গোপন করে না। আমরা প্রত্যেকটি জনগণের বিপ্লবীযুদ্ধকে সর্বান্ত:করণে সমর্থন করি। যেমনটি লেনিন বলেছেন এই সব বিপ্লবীযুদ্ধ সম্পর্কে: 'ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে এটিই একমাত্র আইনসম্মত, ন্যায়সঙ্গত, সঠিক ও সত্যিকারের মহান যুদ্ধ'। যদি আমরা শুধু এই কারণেই "যুদ্ধবাদী" বলে অভিযুক্ত হই, তবে সেটা শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, আমরা প্রকৃতই নিপীড়িত জনগণ ও জাতিসমূহের পাশে দাঁড়াই এবং আমরাই প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী।"[২৬] একইসাথে মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আরো বলেছিল যে, "সাম্রাজ্যবাদীরা এবং সংশোধনবাদীরা সব সময়েই বলশেভিকদের এবং লেনিন-স্তালিনের মতো বিপ্লবী নেতাদের 'যুদ্ধবাদী' বলে অভিযুক্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও সংশোধনবাদীরা যে আজ একইভাবে আমাদের গালাগাল দিচ্ছে, তা এ কথাই প্রমাণ করছে যে, আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরছি।"[২৭]

এই সর্বহারা বিপ্লবের পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরে যুদ্ধের মধ্য দিয়েই আমরা সবকিছুকে অর্জন করতে চাই বলে আ.ক পন্থীরা আমাদেরকে যুদ্ধবাদী তথা সমরবাদী বলে বিদ্রূপ করে, ঠিক যেমনটি ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে আধুনিক সংশোধনবাদীরা বিদ্রূপ করেছিল সভাপতি মাওসেতুঙ-কে এবং তাঁকে সমর্থনকারীদেরকে। এর জবাবে সভাপতি মাওসেতুঙ খুব সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, "রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে সৈন্যবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতার প্রধান উপাদান। যিনি রাষ্টক্ষমতা দখল করতে চান এবং এটাকে বজায় রাখতে চান, তাঁর অবশ্যই একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে। কেউ কেউ আমাদেরকে 'যুদ্ধের সর্বশক্তিময়তার-তত্ত্বের' প্রবক্তা বলে বিদ্রূপ করে। হ্যাঁ, আমরা বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বশক্তিময়তার-তত্ত্বের প্রবক্তা। এটা খারাপ নয়, ভালই, এটা মার্কসীয়। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বন্দুকই সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি করেছে। আমরা একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করবো। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, শুধুমাত্র বন্দুকের শক্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণ সশস্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের পরাজিত করতে পারেন, এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র বন্দুক দিয়েই সমগ্র দুনিয়ার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। যুদ্ধ বিলোপ করার আমরা সমর্থক, আমরা যুদ্ধ চাই না; কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই যুদ্ধ বিলোপ করা যায় এবং বন্দুক থেকে মুক্তি পাবার জন্য বন্দুক ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন।"[২৮]

বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরার বিরোধিতাকে খণ্ডন করে সভাপতি মাওসেতুঙ আরো বলেছেন যে, "প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এ

সত্য বুঝতে হবে, 'বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'। আমাদের নীতি হচ্ছে—পার্টি বন্দুককে পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনো মতেই পার্টির উপর পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না। তবু, বন্দুক থাকলে আমরা সত্যিই পার্টি সৃষ্টি করতে পারি, উত্তর চীনে অষ্টম রুট-বাহিনী যেমন শক্তিশালী পার্টি-সংগঠন গড়ে তুলেছে। আমরা আরও সৃষ্টি করতে পারি কেডার, স্কুল, সংস্কৃতি ও গণ-আন্দোলন। ইয়েনানের সবকিছুই সৃষ্ট বন্দুকের জোরে। বন্দুকের নল থেকেই সবকিছুরই সৃষ্টি।"[২৯] এই কথাটি আমাদের পার্টির অতীত ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকেও সঠিক প্রমাণিত।

বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরেই শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে গড়ে তুলেছিলেন ও বিকশিত করেছিলেন, পার্টিকে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন, অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদীদেরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিতভাবে কোণঠাসা করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবীদের বিপক্ষে জনগণের মধ্যে নতুন আশাবাদ জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। একেবারেই শূন্য বা প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে এ ধরনের উচ্চতর পর্যায়ে বিকাশ সম্ভব হয়েছিল কেবলমাত্র বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরেই এবং তাকে বিপ্লবের পক্ষে ব্যবহার করেই। একে বর্জনের প্রক্রিয়াতেই আবার আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে পার্টি ও বিপ্লব ক্রমবর্ধিতভাবে ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবার বিপদ থেকে পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা ও বিকশিত করার কাজ পুনরায় শুরু করা গিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সব অগ্রগতি ঘটেছে কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে আবার বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরেই এবং বিপ্লবের পক্ষে তাকে প্রয়োগ করেই। এ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। এবং 'হটকারী', 'সমরবাদী', 'যুদ্ধবাজ' প্রভৃতি সহ সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীদের হাজারো সমালোচনা, অভিযোগ, বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদ সত্ত্বেও বন্দুকের নলকে অবশ্যই শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে হবে। কখনোই তাকে নত বা পরিত্যাগ করা যাবে না। এবং সর্বহারা বিপ্লবের পক্ষে তাকে অনবরত ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা যায় না। এবং তাকে সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠিতেও পরিণত করা যায় না।

সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত আমাদের মতো দেশগুলোতে সর্বহারা সংহিস বিপ্লবকে বিরোধিতা করার একটি সাধারণ রীতি হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইনকে চেবাদ এবং সেই কারণে এই লাইনের প্রবক্তাদেরকে চেবাদী বলা।

সর্বহারা বিপ্লব বিরোধী সংশোধনবাদী এই ধারাকে আমাদের দেশে প্রতিনিধিত্ব করে আনোয়ার কবীর পন্থীরা। তারা পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইনকে চেবাদ এবং সেকারণেই এই লাইনের প্রবক্তা কমরেড "ক"-কে 'চেবাদী' বলেন। অবশ্য একইসাথে তারা এই কথাও বলেন যে, তারা কমরেড "ক"-কে মাওবাদীই মনে করেন। যিনি চেবাদী তিনি একইসাথে মাওবাদী হন কিভাবে? তা সংশোধনবাদের রাজনীতির ফেরিওয়ালা আনোয়ার কবীর পন্থীরা ছাড়া আর কারো পক্ষেই বুঝা সম্ভব নয়। একজন ব্যক্তিকে একইসাথে চেবাদী ও মাওবাদী বলাটা হচ্ছে আনোয়ার কবীর পন্থীদের শ্রেণী সমন্বয়বাদের সুবিধাবাদী রাজনীতিরই একটি প্রকাশ মাত্র।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, চেবাদ ও মাওবাদের শ্রেণীপ্রকৃতি এক নয়। চেবাদ হচ্ছে একটি রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান এবং মাওবাদ হচ্ছে আরেকটি রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান। দুটো হচ্ছে পরিপূর্ণভাবেই দু'পৃথক অবস্থান। চেবাদ হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনীতি। এবং মাওবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি। চেবাদ হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে মধ্যবিত্তদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতি, তাই তা অবশ্যই সশস্ত্র কিন্তু তার লক্ষ্য পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা ও তাকে বাধামুক্ত করা—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম তার লক্ষ্য নয়। অন্যদিকে মাওবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতি, তাই তা সশস্ত্র কিন্তু তার লক্ষ্য পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা নয় বরং তার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা। আমাদের মতো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোতে এই মাওবাদী রাজনীতির অর্থ হচ্ছে প্রধানত: শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক সহ ব্যাপক সংখ্যক নিপীড়িত জনগণের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের রাজনীতি। তাই এ হচ্ছে প্রধানত: শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি আর চেবাদ হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনীতি। দুটো কোনভাবেই এক নয়। চেবাদে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার বিপ্লবী উপাদান থাকলেও তাতে কৃষি বিপ্লবের এবং সেহেতু ভূমি বিপ্লবেরও কর্মসূচি অনুপস্থিত থাকে। তাই চেবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার দিক থাকলেও তা ব্যাপক সংখ্যক কৃষক জনগণের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট গণযুদ্ধে পরিণত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির অনুপস্থিতির কারণেই তা গণযুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে মাওবাদে আমাদের মতো দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার সাথে সাথে কৃষি বিপ্লবের এবং সেহেতু ভূমি বিপ্লবেরও কর্মসূচি থাকে, তাই এর ভিত্তিতে চালিত যুদ্ধ হয় ব্যাপক সংখ্যক কৃষক জনগণের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট গণযুদ্ধ। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির কারণেই মাওবাদীদের

নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধ হয় গণযুদ্ধ। চেবাদ ও মাওবাদ—দুটোরই অনুশীলন শুরু হয় স্বল্প সংখ্যক অগ্রসর ব্যক্তিদের নিয়েই, কিন্তু দুটোর শ্রেণীপ্রকৃতি ও কর্মসূচির পার্থক্যের কারণে একটি সীমাবদ্ধ থাকে অল্প সংখ্যক লোকের সশস্ত্র তৎপরতাতে এবং অন্যটি ক্রমবর্ধিতভাবে ছোট-বড়ো উলম্ফনের মধ্য দিয়ে পরিণত হয় গণসম্পৃক্ত সংগ্রামে। এসব এক হয় কিভাবে? না, মোটেই তা এক নয়।

একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার উপাদান থাকার কারণে চেবাদের একটি বিপ্লবী সারবস্তু রয়েছে এবং সহিংস বিপ্লবের কর্মসূচি থাকার কারণে তা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শক্তি। কিন্তু তা কোনমতেই সর্বহারা সহিংস বিপ্লব নয়। তাই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের নামে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের নামে তা এলে তা হয়ে যায় সংশোধনবাদী অবস্থান। কমরেড "ক" যদি সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের নামে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের নামে এই চেবাদের ফেরি করে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই সংশোধনবাদী এবং তাহলে তাকে মাওবাদী বলাটা হচ্ছে মাওবাদেরই অবমাননা। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়।

কমরেড "ক" সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের পতাকাকেই উর্ধে তুলে ধরেছেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর লড়াইয়ের পক্ষে কথা বলছেন। তিনি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিকেও আঁকড়ে ধরেছেন এবং সে কারণেই নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচিকে উর্ধে তুলে ধরেছেন এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকেই লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করছেন। যা চেবাদ থেকে একেবারেই ভিন্ন। এসত্ত্বেও তাকে কেনো চেবাদী বলা হচ্ছে? তার কারণ একটাই, যারা তা বলছে তারা নিজেরাই পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন করেছে এবং তাকে আড়াল করার জন্যই তাদের সমালোচনাকারী ও বিরোধিতাকারীদেরকে চেবাদী বলছে। সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের প্রবক্তাদের এবং তার অনুশীলনকারীদেরকে চেবাদী বলাটা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন কোনো ঘটনা নয়। এ হচ্ছে নয়া বোতলে পুরানো মদ। ফলে এর জবাবও রয়েছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে। নিকট অতীতে এর জবাব দিয়েছিলেন কমরেড চারু মজুমদার। তিনি বলেছিলেন, "...কৃষক আন্দোলনে চেগুয়েভারা তত্ত্বের যে অনুসন্ধান ওরা করেছেন তার ফলে কৃষক সংগ্রামে গেরিলাযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ স্বভাবতই সমস্ত কৃষক করে না, এটা শুরু করে শ্রেণী সচেতন অগ্রনী অংশ। কাজেই প্রথম সূত্রপাতে গেরিলাযুদ্ধ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সংগ্রাম বলেই মনে হবে। এটা চেগুয়েভারার গেরিলাযুদ্ধ নয়। কারণ, এটা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর কৃষককে বাদ দিয়ে গেরিলাযুদ্ধ নয়—এটা শুরু করছে শ্রেণী সচেতন দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক এবং তারা এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারে এবং চালিয়ে যেতে পারে একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সক্রিয় সহযোগিতায়। এটা চেগুয়েভারার গেরিলাযুদ্ধ নয়, তার কারণ এই যুদ্ধ শুরু করা হয় অস্ত্রের ওপর নির্ভর করেই নয়, করা হয় বিনা অস্ত্রে জনতার সহযোগিতার ওপর বিশ্বাস রেখেই। কাজেই এই লড়াই শুরু করা যায় একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের রাজনীতি কৃষকের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করেই এবং এই কাজ করতে পারে কৃষকশ্রেণীর মধ্যে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের পার্টি ইউনিট। এই পার্টি ইউনিট এই দায়িত্ব পালন করতে পারবে একমাত্র দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের দ্বারা গেরিলাযুদ্ধ সংগঠিত করে। আমাদের মনে রাখতে হবে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক সমগ্র কৃষক জনতার ওপর তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে একমাত্র গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনার দ্বারা; গেরিলাযুদ্ধই কৃষকদের বিপ্লবীসংগ্রাম পরিচালনার একমাত্র কৌশল। কোনো গণসংগঠন প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে এ কাজ করতে পারে না।"[৩০]

কমরেড চারু মজুমদারের এই শিক্ষাকে গ্রহণ করলে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, গোপন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কৃষক জনগণের গেরিলাযুদ্ধকে চেবাদ বলে চিত্রিত করার চেষ্টার অর্থ হচ্ছে আমাদের মতো দেশে সর্বহারা বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকেই অস্বীকার করা এবং আইনী কাজ তথা আইনী সংগঠন ও আইনী তৎপরতার পক্ষে ওকালতি করা। যার অর্থ হচ্ছে কৃষক জনগণের গেরিলাযুদ্ধের পরিবর্তে কৃষক জনগণের আইনী সংগঠন গড়ে তোলা। আনোয়ার কবীর পন্থীরা তাই করছে। প্রকাশ্য কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার তাদের সিদ্ধান্ত ও তৎপরতা তাকেই প্রমাণ করছে। এসব থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তথা তার রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে কৃষক জনগণের গেরিলাযুদ্ধ ও গেরিলা বাহিনীকেই আমাদেরকে প্রধান ধরনের কৃষক সংগ্রাম ও প্রধান ধরনের কৃষক সংগঠন হিসেবে গণ্য করতে হবে। এবং তা গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে চেষ্টা করতে হবে। এবং তার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা যাবে—অন্য কোনভাবে নয়।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করার জন্যই তার প্রবক্তা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী কমিউনিস্টদেরকে উপদলবাদী-বিভেদবাদী হিসেবে চিত্রিত করে থাকে সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীরা। এই ধারাকে আমাদের দেশে প্রতিনিধিত্ব করে আনোয়ার কবীর পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা। এ কারণেই কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইনকে তারা উপদলবাদের লাইন, বিভেদবাদের লাইন এবং কমরেড "ক" ও তার সমর্থনকারীদেরকে উপদলবাদী ও বিভেদবাদী বলে থাকেন। অবশ্য একইসাথে তারা কমরেড "ক"-কে মাওবাদী মনে করেন বলেও প্রচার করে থাকেন। উপদলবাদীরা আর বিভেদবাদীরা কিভাবে

একইসাথে মাওবাদী হন, তার ব্যাখ্যা কেবলমাত্র আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের মতো সংশোধনবাদ-সুবিধাবাদের প্রতারক রাজনীতির প্রবক্তাদের পক্ষেই দেয়া সম্ভব—অন্যদের পক্ষে নয়।

উপদলবাদ ও বিভেদবাদের শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে বুর্জোয়া এবং মাওবাদের শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে সর্বহারা। তাই দুটো কোনমতেই এক জিনিস নয়, বরং তা হচ্ছে পরস্পর বিরোধী ভিন্ন বিষয়। এ দুটোকে এক করে দেখানোর অর্থ হচ্ছে এ দুটোর মধ্যকার পরস্পর বিরোধী শ্রেণীপ্রকৃতিকে আড়াল করা এবং শ্রেণী সমন্বয়বাদকে সামনে আনা। এই শ্রেণী সমন্বয়বাদের রাজনীতিকেই ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করছেন আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা। এবং তারই একটি প্রকাশ হচ্ছে একজনকে উপদলবাদী ও বিভেদবাদী বলা এবং একইসাথে তাকে মাওবাদী বলাটাও।

আমরা এসবের বিরোধী। কেননা শ্রেণী সমন্বয়বাদের রাজনীতির অর্থ হচ্ছে, বৈরী শ্রেণীগুলির মধ্যকার শ্রেণীসংগ্রামকে আঁকড়ে না ধরে তাদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিকে সামনে আনা। আমরা বৈরী শ্রেণীগুলোর মধ্যকার সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রেণীসংগ্রামের নীতিকেই আঁকড়ে ধরার পক্ষে। এবং এ কারণেই শ্রেণীসংগ্রামকে আড়ালকারী শ্রেণী সমন্বয়বাদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের লাইনের বিপক্ষে আমাদের লাইনগত সংগ্রাম। এ হচ্ছে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম। এ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর কাতার থেকে উত্থিত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারীদের বিপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারীদের সংগ্রাম। এ হচ্ছে সংশোধনবাদীদের সাথে মার্কসবাদীদের সংগ্রাম।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি। এ হচ্ছে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রম দাসত্ব থেকে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির বিপ্লবী রাজনীতি। এই রাজনীতিরই মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে না ধরে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরা যায় না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে যারা আঁকড়ে ধরেন তারাই হচ্ছেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী। এবং আজকের যুগে মাওবাদকে আঁকড়ে না ধরে যেহেতু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হওয়া যায় না সেহেতু আজকের যুগে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী হবার অর্থ হচ্ছে এককথায় মাওবাদী হওয়া। তাই আজকের যুগে এই মাওবাদীরাই হচ্ছেন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতির তথা সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের প্রবক্তা।

শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছেন নিপীড়িত জনগোষ্ঠির মধ্যকার সবচেয়ে অগ্রনী অংশ। তারাই হচ্ছেন বর্তমান বিশ্বের অধিকর্তা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিপরীত শ্রেণী। তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য পুঁজির বিরুদ্ধে, শ্রম দাসত্বের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। তাই বর্তমান বিশ্বে সকল ধরনের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণীই হচ্ছে নেতৃত্বকারী শ্রেণী। এবং মাওবাদীরাই হচ্ছেন তাদের পথ-প্রদর্শক।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের নিপীড়িত জনগোষ্ঠির সংখ্যা লঘু অংশ। তাই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিজেদের মুক্তির লড়াইকে এগিয়ে নেয়া ও বিজয়ী করা সম্ভব নয় অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সাথে জোরালো ঐক্য গড়ে না তোলে এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ লড়াই না করে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির স্বাভাবিক ও অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর জনগোষ্ঠির সাথে ঐক্য গড়ে তোলা এবং তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইকে এগিয়ে নেয়া। আমাদের মতো নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের দেশগুলোতে তাই শ্রমিকশ্রেণীকে অপরিহার্যভাবেই কৃষকশ্রেণীর সাথে বুনিয়াদী মৈত্রী গড়ে তোলার লাইনকে সামনে আনতে হয় এবং কৃষক জনগণের মুক্তির কর্মসূচি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিকেও নিজেদের কর্মসূচি হিসেবেই গ্রহণ করতে হয়। এবং শ্রমিক-কৃষকের এই বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতেই মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের লাইন আনতে হয় এবং সেজন্যই বুর্জোয়া বিকাশের পথকে বাধামুক্ত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, উপনিবেশিকতা ও আধাউপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিকেও নিজেদেরই কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া এই ধরনের দেশে পুঁজিবাদের বিপক্ষে ও সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের মুক্তির লড়াইকে এগিয়ে নিতে পারে না। তাই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির স্বাভাবিক ও অনিবার্য বৈশিষ্ট্য ও অংশ হচ্ছে নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সাথে ঐক্য। তাই নিপীড়িত জনগণের ঐক্যের রাজনীতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীরই রাজনীতি। উপদলবাদ ও বিভেদবাদ হচ্ছে ঐক্যের পরিপন্থী বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনীতি। যা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের বিপ্লবী রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। তাই শ্রমিকশ্রেণী স্বভাবগতভাবে উপদলবাদ ও বিভেদবাদের রাজনীতির বিপক্ষে। এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির অপরিহার্য অংশ হচ্ছে উপদলবাদ ও বিভেদবাদের রাজনীতির বিরোধিতা করা।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপরীত শ্রেণী হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণী। তারা হচ্ছে সমাজের সবচেয়ে সংখ্যা লঘু অংশ। ব্যাপক সংখ্যক জনগণের ওপর শাসন, নিপীড়ন ও লুণ্ঠন চালানোর জন্য, তাকে বজায় রাখা ও স্থায়ী করার জন্য তারা জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং এজন্য জনগণের মধ্যে উপদল গঠন করে। এভাবে জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে লাগায় এবং তার মধ্য দিয়ে জনগণের ওপর তাদের নিপীড়ক একনায়কত্বকে বজায় রাখে। এ হচ্ছে জনগণকে বিভক্ত করা ও শাসন করার বুর্জোয়া রাজনীতির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য মাত্র। তাই উপদলবাদ ও বিভেদবাদ হচ্ছে বুর্জোয়া রাজনীতির স্বাভাবিক ও অনিবার্য প্রকাশ মাত্র। তাই তা হচ্ছে বুর্জোয়া রাজনীতি।

বুর্জোয়া রাজনীতিকে শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যন্তরে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি-সংগঠনের অভ্যন্তরে প্রতিনিধিত্ব করে শ্রমিকশ্রেণীর কাতার থেকে উত্থিত সংশোধনবাদী বুর্জোয়া রাজনীতিবিদরাই। সংশোধনবাদ হচ্ছে মার্কসবাদের আবরণে পুঁজিবাদ। এবং সংশোধনবাদীরা হচ্ছে মার্কসবাদীর আবরণে পুঁজিবাদী। এই সব ভণ্ড মার্কসবাদীদের বিপক্ষে বলতে গিয়ে কমরেড লেনিন বলেছিলেন, "সুবিধাবাদী প্রবণতার প্রতি অনুগত শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যকার সক্রিয় লোকেরা বুর্জোয়াদের থেকেও ভালভাবে বুর্জোয়াদের রক্ষা করে।"[৩১] বুর্জোয়াদের এই সেবাদাসত্ব করতে গিয়েই সংশোধনবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে, ব্যাপক সংখ্যক জনগণের মধ্যে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি-সংগঠনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার জন্য, তাদের সংগ্রামিক শক্তিকে দুর্বল ও পঙ্গু করার জন্য উপদলবাদ ও বিভেদবাদের বুর্জোয়া রাজনীতিকে আমদানি ও অনুশীলন করে। এবং তার মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার ঐক্যকে, সর্বহারা বিপ্লবীদের মধ্যকার ঐক্যকে, নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর ব্যাপক সংখ্যক জনগণের নিজেদের মধ্যকার ঐক্যকে এবং তাদের সাথে শ্রমিকশ্রেণী ও সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, বিনষ্ট করে। এবং এভাবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বুর্জোয়াশ্রেণীকে সেবা করে। আর একে আড়াল করার জন্যই নিজেদের অনুসৃত উপদলবাদ ও বিভেদবাদের রাজনীতির দায় ও দায়িত্ব সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদীদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। যেমন আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা করছে। সংশোধনবাদের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র এসব উপদলবাদ ও বিভেদবাদের বুর্জোয়া রাজনীতিকে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে বিতাড়িত করা যায়।

সংশোধনবাদীদের প্রচারিত তথাকথিত ঐক্যের রাজনীতিও হচ্ছে তাদের অনুসৃত বিভেদবাদী রাজনীতিরই একটি রূপ ও প্রকাশ মাত্র, যা সারবস্তুতে অভিন্ন। এসব তথাকথিত ঐক্যের ধ্বনির অর্থ হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবকে পরিত্যাগ করার জন্য, তাকে বিরোধিতা করার জন্য ঐক্য। যার অর্থ হচ্ছে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের সাথে বিভেদ, সর্বহারা বিপ্লবীদের সাথে বিভেদ, শ্রমিক-কৃষক সহ ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী জনগণের সাথে বিভেদ। আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা ঠিক তাই করেছে। পার্টি-সংবিধান পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা পার্টি-সংগঠন পরিত্যাগ করেছে। এবং সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে তারা বিপ্লব পরিত্যাগ করেছে। এবং এসবের মধ্য দিয়ে তারা পার্টি-সংগঠনের ব্যাপক সংখ্যক নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের সাথে নিজেদের বিভেদ ঘটিয়েছে এবং বিপ্লব প্রয়োজন এমন নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সাথে বিভেদ ঘটিয়েছে। আর এ করতে গিয়ে তারা গুরুতর সব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, তা দিয়ে কিছু সংখ্যক নেতা, কর্মী ও সমর্থক জনগণকে বিভ্রান্ত করেছে, বিপথগামী করেছে এবং কর্মী-জনগণের এক অংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে লাগাতে চেষ্টা করেছে। আর এসব বিভেদবাদের রাজনীতিকে কার্যকর করতে গিয়েই তারা উপদলবাদের আশ্রয় নিয়েছে। অসংখ্য বাস্তব ঘটনাবলী তাকেই প্রমাণ করেছে। এবং তাকে আড়াল করার জন্যই তারা এসবের বিরোধিতাকারী কমরেড "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীদেরকে উপদলবাদী ও বিভেদবাদী বলে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে। যেমনটি বাকুনিন পন্থীরা মার্কস-এঙ্গেলসকে উপদলবাদী ও বিভেদবাদী বলেছিল। কাউৎস্কিরা আর মেনশেভিকরা কমরেড লেনিনকে উপদলবাদী ও বিভেদবাদী বলেছিল। ক্রুশ্চভরা বলেছিল সভাপতি মাওসেতুঙ-কে। এসবের বিরোধিতা ও সারসংকলন করে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি খুব সঠিকভাবেই বলেছিল যে, "আন্তর্জাতিক স্তরে অথবা কোনো স্বতন্ত্র দেশে এই উভয় ক্ষেত্রেই যখন সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদ লাগাম ছাড়া হয়ে উঠে, তখন সর্বহারা কর্মীদের মধ্যে বিভেদ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি সুবিধাবাদী সংশোধনবাদী বিরোধিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনিবার্যভাবে প্রত্যেকটি বিভেদের সৃষ্টি করে।"[৩২]

তাই বিভেদপন্থার স্বরূপ উন্মোচন করা সর্বহারা বিপ্লবীদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এবং তা করতে গিয়ে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বলেছিল, "বিভেদপন্থা কী? এর অর্থ হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাথে বিভেদ। যে ব্যক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি বিরোধিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং এইভাবে সর্বহারা ঐক্যের ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সে হচ্ছে একজন বিভেদপন্থী। এর অর্থ হচ্ছে সর্বহারা পার্টির সাথে বিভেদ। যে ব্যক্তি কোনো সংশোধনবাদী লাইনে অবিচল থাকে এবং বিপ্লবী সর্বহারা পার্টিকে একটি সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া পার্টিতে পরিণত করে, সে হচ্ছে একজন বিভেদপন্থী। এর অর্থ হচ্ছে বিপ্লবী ও বৃহত্তর

শ্রমজীবী জনগণের সাথে বিভেদ। যে ব্যক্তি সর্বহারা ও শ্রমজীবী জনগণের বিপ্লবী সংকল্প ও মৌলিক স্বার্থের বিরোধী কর্মসূচি ও লাইন অনুসরণ করে, সে হচ্ছে একজন বিভেদপন্থী।"[৩৩] এবং এ থেকেই সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এই সঠিক উপসংহার এনেছিল যে, "সংক্ষেপে, সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদ হচ্ছে বিভেদপন্থার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত উৎস। আর বিভেদপন্থা হচ্ছে সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের সাংগঠনিক প্রকাশ। এটাও বলা যেতে পারে যে, সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদ হচ্ছে একাধারে বিভেদপন্থা ও সংকীর্ণতাবাদ। কমিউনিস্ট আন্দোলনে সংশোধনবাদীরা হচ্ছে প্রধানতম এবং সব থেকে ঘৃণিত বিভেদপন্থি এবং সংকীর্ণতাবাদী।"[৩৪] এসব থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। এবং উপদলবাদ ও বিভেদবাদকে বিরোধিতা করার জন্য তার রাজনৈতিক উৎস সুবিধাবাদ ও মতাদর্শিক উৎস সংশোধনবাদকে বিরোধিতা করার নীতিতে অবিচল থাকতে হবে। কেবলমাত্র তার মধ্য দিয়েই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাল পতাকাকে সমুন্নত রাখা যাবে এবং তাকেই সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরা যাবে।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করার জন্য, তা থেকে বিপ্লব আকাংখী জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা আর তাদের সেবাদাস সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীরা সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে সর্বদাই 'উগ্রপন্থী', 'দুষ্কৃতকারী', 'ডাকাত' বলে চিত্রিত করে থাকে। একেই প্রতিনিধিত্ব করছে আনোয়র কবীর পন্থীরা এবং সেকারণেই তারা আমাদেরকে ডাকাত বলে অভিহিত করে থাকে। তবে কোথায়, কবে এবং কি ধরনের ডাকাতি আমরা করেছি তার কোনো প্রমাণ তারা উপস্থিত করে না, সেটা উপস্থিত করে বুর্জোয়া প্রচার মিডিয়াগুলো। এবং তা থেকে সকলেই জানেন যে, আমরা ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানা এলাকায় একটি লঞ্চের আনসার ক্যাম্প দখল করে ৬টি রাইফেল ও তিনশত গুলী ডাকাতি করেছি। অনুরূপভাবে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাজবাড়ী জেলার জৌকুড়ি পুলিশ ক্যাম্প দখল করে ৬টি রাইফেল, ১টি এস.এম.জি, ১টি এস.এল.আর এবং বিপুল সংখ্যক গুলী ডাকাতি করেছি। এবং একই বছরের জুলাইতে মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার দত্তপাড়া পুলিশ ক্যাম্প দখল করে ১৭টি রাইফেল, ২টি এস.এম.জি ও হাজার খানেক গুলী ডাকাতি করেছি। এই হচ্ছে গত দুই বছরে আমাদের দ্বারা সংঘটিত ডাকাতির ফিরিস্তি—যা আমরা নিজেরাই গর্বভরে স্বীকার করি।

কিন্তু এসব ডাকাতি দ্বারা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে? আর কারাই বা উপকৃত হয়েছে? এসব ডাকাতির ফলে কারা দুঃখিত ও ক্ষিপ্ত হয়েছে? আর কারাই বা আনন্দিত ও উল্লসিত হয়েছে? এসব তথাকথিত ডাকাতির মধ্য দিয়ে সর্বহারা বিপ্লবীদের হাতে অস্ত্র এসেছে, যার দ্বারা সর্বহারা বিপ্লব উপকৃত হয়েছে ও হবে। তাই তা জনগণের স্বার্থের পক্ষে হয়েছে, এবং জনগণ তাতে আনন্দিত ও উল্লসিত হয়েছেন। এবং একই কারণে তা জনগণের শত্রুদের বিপক্ষে গিয়েছে, তাই শাসক-নিপীড়ক প্রতিক্রিয়াশীলরা আর তাদের লেজুড় আ.ক পন্থীদের মতো সংশোধনবাদীরা দুঃখিত ও ক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই ডাকাতির অভিযোগে ও আবরণে তাকে বিরোধিতা করছে। আমরা এ ধরনের ডাকাতি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—যা আমাদের বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন থেকেই উৎসারিত এবং তার সাথেই সম্পর্কিত।

আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হচ্ছে আধা সামন্ততান্ত্রিক-নয়া উপনিবেশিক। রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রধানত: কর্তৃত্ব করছে সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী—এরাই আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে প্রতিনিধিত্ব করছে। এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় সৃষ্ট ও প্রচারিত 'উগ্রপন্থী', 'দুষ্কৃতকারী', 'ডাকাত' প্রভৃতি বিশেষণগুলোর শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া, যা সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদ-আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে রক্ষার জন্যই সৃষ্ট ও প্রচারিত। এবং এসব তাই আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীকেই সহায়তা ও সেবা করে।

উগ্রপন্থাকে যারা গ্রহণ করে তারাই হচ্ছে উগ্রপন্থী। উগ্রপন্থা হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ তথা বলপ্রয়োগ। বর্তমান বিশ্বে সকল প্রকার বলপ্রয়োগের মূল উৎস ও ভিত্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের দেশে তার প্রতিনিধিত্ব করছে আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী। এদের রাষ্ট্রযন্ত্র আর রাষ্ট্রীয় বাহিনীই হচ্ছে আমাদের দেশে উগ্র বলপ্রয়োগের প্রধানতম উৎস ও ভিত্তি। এরাই জনগণের ওপর শাসকশ্রেণীর শোষণ-শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্বকে বজায় রাখার জন্য উগ্রপন্থার আশ্রয় নেয়। এদেশের পুলিশ যে কী চিজ তা তো সবাই জানে। জনগণই বলে থাকেন যে, 'বাঘে ছুলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুলে ছত্রিশ ঘা'। এ ধরনের উগ্রপন্থাকে তথা বলপ্রয়োগের রাজনীতিকে পাল্টা উগ্রপন্থা তথা বলপ্রয়োগের রাজনীতি ছাড়া কিভাবে বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও নির্মূল করা সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। তাই প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল বলপ্রয়োগের রাজনীতিকে বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য বিপ্লবী একনায়কত্ব ও বিপ্লবী বলপ্রয়োগের রাজনীতি প্রয়োজন। এ হচ্ছে সকল প্রকার একনায়কত্ব ও বলপ্রয়োগের রাজনীতিকে চিরতরে উচ্ছেদের জন্য অনুসৃত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের রাজনীতি। একেই আমরা গ্রহণ ও অনুশীলন করছি—আমাদের দেশে যার পথিকৃত ছিলেন শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার।

প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব ও বলপ্রয়োগকে চিরস্থায়ী করার জন্য জনগণের বিপ্লবী একনায়কত্ব ও বিপ্লবী বলপ্রয়োগের বিরোধিতা করে। তাই নিজেদের উগ্রপন্থাকে বৈধ এবং জনগণের উগ্রপন্থাকে অবৈধ মনে করে। এবং সে কারণে জনগণের উগ্রপন্থাকে বিবিধভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। তারই একটি রূপ ও অংশ হচ্ছে, তারাই যে সবচেয়ে বড়ো উগ্রপন্থী এবং তাদের উগ্রপন্থা হচ্ছে গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপন্থা—তাকে আড়াল করা। এবং বিপরীতে জনগণের পক্ষে এসব প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপন্থাকে যারা বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও নির্মূল করার জন্য সংগ্রাম করেন সেই সব মহান বিপ্লবীদেরকে উগ্রপন্থী বলে চিত্রিত করা। এবং তার মধ্য দিয়ে গণবিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে উৎখাত করা।

বিপ্লবীদেরকে উগ্রপন্থী বলে চিত্রিত করা সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদীদের, পুঁজিপতিদের আর তাদের সেবাদাস সংশোধনবাদীদের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি আর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার এবং তাদের বি টিম মনি সিং-মোজাফফররা কমরেড সিরাজ সিকদারকে উগ্রপন্থী বলতো। একইভাবে বি.এন.পি সরকার, জাতীয় পার্টির সরকার এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী সরকারও আমাদেরকে উগ্রপন্থীই বলছে। তার সাথে এখন আবার তান ধরেছে বিপ্লব বর্জনকারী-সংশোধনবাদী-দলত্যাগী আনোয়ার কবীর পন্থীরাও। তারাও আমাদেরকে উগ্রপন্থী তথা "মাথা গরম লোক" বলে প্রচার করছে। অথচ তারাই আমাদের ওপর উগ্রপন্থা প্রয়োগ করেছে। আমাদেরকে বিবিধ ধরনের হুমকি দিয়েছে। আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। আমাদেরকে হত্যা করেছে এবং আমাদের অস্ত্র ও গুলী কেড়ে নিয়েছে। তারা জনগণের ওপরও উগ্রপন্থার প্রয়োগ করেছে। বলপূর্বক অর্থ আদায়, মারপিট ও নারী নির্যাতন করেছে। এবং এসবের বিরোধিতাকারীদেকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমনের চেষ্টা করেছে। জনগণের প্রতিরোধ এবং আমাদের তথা বিপ্লবী শক্তির বিকাশের ফলে তাদের বলপ্রয়োগের ক্ষমতা এখন কমে গেছে। তাই এখন তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাচ্ছে। তাই এখন তারা নিজেদের বিপ্লব বিরোধী ও গণবিরোধী উগ্রপন্থাকে আড়াল করতে, গোপন করতে চেষ্টা করছে। এজন্যই এখন তারা তথাকথিত শান্তিবাদী সাজছে। এবং আমাদেরকে উগ্রপন্থী তথা মাথা গরম লোক বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। এসব প্রচারণায় কান দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। এসব প্রচারণাকে গুরুত্ব দেবারও কোনো প্রয়োজন নেই। কমিউনিস্টরা তাদের রাজনৈতিক মতকে কখনো গোপন করে না। আমরাও কমিউনিস্ট। তাই আমরাও আমাদের রাজনৈতিক মতকে গোপন করি না। আমরা খোলাখুলিই প্রচার করি যে, আমরা বুদ্ধদেবের অহিংসা পরম ধর্ম-মতে বিশ্বাসী নই এবং সেই ধর্মের প্রচারকও নই। আমরা একগালে চড় মারলে দ্বিতীয় গালটি পেতে দেবার যীশু খ্রিস্টের খ্রিস্ট ধর্মেও বিশ্বাসী নই এবং সেই ধর্মের প্রচারকও নই। আমরা হচ্ছি সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের প্রবক্তা এবং তারই প্রচারক ও অনুশীলনকারী। প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব ও প্রতিক্রিয়াশীল বলপ্রয়োগকে আমরা জনগণের বিপ্লবী একনায়কত্ব ও বিপ্লবী বলপ্রয়োগ দ্বারা বিরোধিতা, প্রতিরোধ ও নির্মূল করার পক্ষে এবং তার অনুশীলনকারী। আমরা প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপন্থাকে বিপ্লবী উগ্রপন্থা দ্বারা মোকাবেলার পক্ষে। তাই আমরা অবশ্যই উগ্রপন্থী—তবে আমরা বিপ্লবী উগ্রপন্থার সমর্থক। তাই আমরা প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপন্থীদের বিপরীতে বিপ্লবী উগ্রপন্থী। কোনো প্রচারণাই বিপ্লবী উগ্রপন্থা থেকে আমাদেরকে হটাতে পারবে না এবং আমরা হটবো না।

'উগ্রপন্থী' প্রচারণার মতো 'দুষ্কৃতকারী' প্রচারণারও শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে বুর্জোয়া। যা ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীকে রক্ষা ও সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট ও ব্যবহৃত।

যিনি দুষ্কর্ম করেন তিনিই দুষ্কৃতকারী। দুষ্কর্ম অর্থ খারাপ কাজ এবং দুষ্কৃতকারী হচ্ছে খারাপ ব্যক্তি। বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় খারাপ ও ভালোর মানদণ্ড কি? বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যারা এর পরিবর্তন চান, তার জন্য সংগ্রাম করেন, তারা কি শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাছে ভালো লোক বলে গণ্য হন? না, তারা খারাপ লোক বলেই গণ্য হন। তাদের কাজকে খারাপ কাজ বলে গণ্য করা হয়। তাই এদের কাজকে দুষ্কর্ম এবং এদেরকে দুষ্কৃতকারী বলা হয়। বিপরীতে যারা বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য কাজ করে, অন্তত: তাকে পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে না, তারাই শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাছে ভালো লোক বলে গণ্য হয়। তাই ভালো ও মন্দ বিশেষণটির কোনো শ্রেণীপ্রকৃতি নেই, তা ঠিক নয়। অবশ্যই তার শ্রেণীপ্রকৃতি রয়েছে। তাই শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তার শ্রেণীপ্রকৃতির বিশ্লেষণ না করলে ভুল পথে পরিচালিত হতে হবে এবং সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকেই সহায়তা করা হবে।

আমাদের মতে, যারা নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের পতাকাকে আঁকড়ে ধরেন, তার জন্য লড়াই করেন, সেই লড়াইকে বিবিধভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন—তারাই হচ্ছেন ভালো লোক। তাদেরকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে অন্যদের উচিত নিজেদের পুনর্গঠন করা। আর যারা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করে এবং তাকে বিবিধভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তারা মন্দ লোক। একইভাবে যারা নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সংগ্রামকে, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের

পতাকাকে বর্জন করে, এবং তা বর্জনের জন্য অন্যদেরকে উৎসাহিত ও প্ররোচিত করে—তারাও হচ্ছে মন্দ লোক। এইসব মন্দ লোকেরা তাদের গণবিরোধী মন্দ কাজকে আড়াল করার জন্যই জনগণকে এবং জনগণের পক্ষে সংগ্রামরত সর্বহারা বিপ্লবীদেকে দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিত্রিত করে থাকে—যদিও আসলে তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো ও সত্যিকারের দুষ্কৃতকারী। যেমন আ.ক পন্থীরা। এরা সর্বহারা বিপ্লবের পতাকাকে বর্জন করেছে। জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে পরিত্যাগ করেছে। জনগণের ওপর নিপীড়ন-লুণ্ঠন-জবরদস্তি অর্থ আদায়-নারী নির্যাতন করছে। সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে হুমকি, মারপিট ও হত্যা করছে। ফলে জনগণের কাছে তারা খারাপ লোক বলে গণ্য হচ্ছে। ফলে পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন এক সময়কার শক্ত গণভিত্তি সম্পন্ন এলাকাগুলো থেকেও তাদেরকে উৎখাতের জন্য এখন জনগণ মরিয়াভাবে সংগ্রাম করছেন। আর একে আড়াল করার জন্য তাদের অপকর্মের বিরোধিতাকারী ও সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের পতাকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে আ.ক পন্থীরা শাসকশ্রেণী আর তাদের প্রচার মিডিয়াগুলোর মতোই দুষ্কৃতকারী তথা খারাপ লোক বলে প্রচার করছে। আমরা এধরনের খারাপ লোক তথা দুষ্কৃতকারী হতে সর্বদাই ইচ্ছুক এবং বর্তমান পঁচাগলা রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করে জনগণের পক্ষে এক নয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার দুষ্কর্মকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাই আমরা অবশ্যই দুষ্কৃতকারী। তবে শাসকশ্রেণী আর তার ভাড়াটিয়ারা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল দুষ্কৃতকারী আর তার বিপরীতে আমরা হচ্ছি বিপ্লবী দুষ্কৃতকারী। সংশোধনবাদীরাও হচ্ছে দুষ্কৃতকারী, কেননা তারা প্রতিক্রিয়াশীলদের পা-চাটার দুষ্কর্ম করছে। এবং এ ধরনের বড়ো দুষ্কৃতকারী হচ্ছে আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা—পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে যা তারা নিজেরাই প্রমাণিত করেছে।

যারা ডাকাতি করে তারাই হচ্ছে ডাকাত। ডাকাতি এবং ডাকাত—এ দুটোই বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বৈষম্য ও নিপীড়ন থেকে এসবের সৃষ্টি এবং এসবের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের প্রকাশ হচ্ছে ডাকাতি ও ডাকাতরা। ডাকাতি যারা করে তারা হচ্ছে প্রধানতঃ গরিব ও নিম্নবিত্ত গ্রামীন জনগণেরই অংশ—শ্রেণীগতভাবে যারা প্রধানতঃ কৃষকশ্রেণীরই অন্তর্গত। ডাকাতি যাদের বাড়ীতে করা হয় তারা হচ্ছে প্রধানতঃ গ্রামীন ধনী, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং কখনো কখনো মধ্যবিত্ত। গরিব জনগণের বাড়ীতে সাধারণতঃ ডাকাতি হয় না এবং তারাও সাধারণতঃ মনে করেন যে, তাদের বাড়ীতে ডাকাতি হবে না, কেননা নেবার মতো তাদের তেমন কিছু নেই। ডাকাতি যাদের বাড়ীতে হয় সেই শ্রেণীর লোকদের সাথেই শাসকশ্রেণী, রাষ্টযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিশেষতঃ থানা-পুলিশের সম্পর্ক ভালো থাকে এবং থানা-পুলিশ তাদেরকে রক্ষা করা ও সেবা দেয়াটাকে নিজেদের শ্রেণীগত ও পেশাগত কাজ বা দায়িত্ব বলে মনে করে। ডাকাতি যারা করে তাদের সাথেও প্রায়শঃই থানা-পুলিশের একটা সম্পর্ক থাকে—তা হয় বখরা নেয়ার সম্পর্ক। অর্থাৎ ডাকাতির কাজে ঝুঁকি না নিয়ে, তাতে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ না করে, নিরাপদে ও আরামে থানা-বাউন্ডারির মধ্যে বসে থেকেই ডাকাতির ভাগ নেয়া। এ হচ্ছে থানা-পুলিশ কর্তৃক চালিত শ্রেণীগত শোষণ ও লুণ্ঠনেরই একটি রূপ।

ফলে ডাকাত, ডাকাতি এবং ডাকাতির সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীগত অবস্থান, শ্রেণীসম্পর্ক, শ্রেণীগত কার্যকলাপ ও শ্রেণীসংগ্রামের একটি রূপকে প্রকাশিত করে। যা অবশ্যই বৈপ্লবিক শ্রেণীসংগ্রামকে প্রকাশিত করে না। কেননা, তা কোনো বিপ্লবী কর্মসূচির ভিত্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিচালিত হচ্ছে না। এবং তা শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামেও নিয়োজিত নয়। তবে তা নিচের নিপীড়িত শ্রেণীগুলোর কোনো কোনো অংশ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে নিজেদের বর্তমান দুঃসহ অবস্থার কিছুটা লাঘবের জন্য। ফলে তা এক ধরনের অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদ। তবে তা সশস্ত্র। তাই ডাকাতি হচ্ছে এক ধরনের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী ক্রিয়াকলাপ। এবং ডাকাত সর্দাররা হচ্ছে এই ধরনের সশস্ত্র অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী ক্রিয়াকলাপের নেতা। ফলে এরা সাধারণতঃ নিজ শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট অংশের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় থাকে এবং তার বাস্তব কারণও আছে। এরা নিজ এলাকার সংশ্লিষ্ট জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য সক্রিয় থাকে। এরা শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রতি, বিশেষতঃ থানা-পুলিশের প্রতি সাধারণতঃ ঘৃণা পোষণ করে। এবং এ কারণে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশেষতঃ থানা-পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি সাধারণতঃ সহানুভূতি সম্পন্ন থাকে। এবং কখনো কখনো তাতে নিজেরাও অংশ নেয়। তাই ডাকাতরা সাধারণভাবে বিপ্লবের ও বিপ্লবীদের শত্রু নয়, শত্রুর মতো করে তাদের প্রতি লড়াই করাও সঠিক নয়।

ডাকাতদের অনুসৃত ডাকাতির নীতি সঠিক নয়। সাধারণ জনগণ তাকে ভুল মনে করার কারণে পছন্দ করেন না ও বিরোধিতা করেন। এবং তাদের কার্যকলাপ বিপ্লবীশক্তি ও বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য ক্ষতিকর। এই অবস্থান থেকেই তাদের প্রতি রাজনৈতিক সংগ্রামের

ক্ষেত্রেই আমাদের মনোযোগ দিতে হবে বেশি। এবং তাদেরকে সংশোধনের জন্য বিবিধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। অসংশোধনীয় ডাকাতদেরকে—বিশেষত: শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত এবং তাদের দালাল হিসেবে কর্মরত ডাকাতদের প্রতি আমাদের যুদ্ধের লাইনকেই গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে।

ডাকাত ও ডাকাতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার ভুল থেকে আমাদেরকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে। এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত নয় ও তাদের দালাল হিসেবে কাজ করে না, এমন ডাকাতদের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসার নীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে। তা না হলে পুনরায় আ.ক পন্থার মতোই ভুল করা হবে। অপ্রয়োজনীয় খতম বেড়ে যাবে। যা আমাদের মূল রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। আ.ক-র সুদীর্ঘকালের নেতৃত্বে দীর্ঘকাল যাবতই আমরা অসংখ্য ডাকাত খতম করেছি, যার মধ্য দিয়ে ডাকাতির প্রথা উচ্ছেদ করতে না পারলেও গ্রামাঞ্চলে আমরা ডাকাত মারা পার্টি হিসেবেই পরিচিত হয়েছি। যা গ্রামাঞ্চলের ধনী শ্রেণীগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং গরিব শ্রেণীগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও একাত্মতা কমিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সাধারণ জনগণ আমাদেরকে ডাকাত মারা পার্টি হিসেবেই মনে করতেন এবং তার ভিত্তিতে বারংবার এই বিব্রতকর প্রশ্ন করতেন যে, আমরা সরকার থেকে মাসে কত টাকা বেতন পাই। এ থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। এবং আমাদের পার্টিকে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী পার্টি হিসেবে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—ডাকাত মারা পার্টি হিসেবে নয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ডাকাত ও ডাকাতি শ্রেণী বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার অনিবার্য ফসল এবং এই শ্রেণী বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার পরিপূর্ণ অবসান না হওয়া পর্যন্ত এর পরিপূর্ণ অবসান সম্ভব নয়। তাই বিপ্লবকেই আঁকড়ে ধরতে হবে এবং বিপ্লবের অগ্রগতির মধ্য দিয়েই এই সমস্যারও সমাধান করতে হবে।

ডাকাত ও ডাকাতির প্রথার উদ্ভব হয়েছিল সামন্তবাদী ব্যবস্থায় —তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ, তীব্র বিরোধিতা ও প্রতিহিংসার বিস্ফোরণ হিসেবে। আধা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার মধ্যে বিবিধ ধরনের মিশ্রণ ও দূষণ ঘটলেও বরিশালের কুদ্দুস মোল্লা, শরীয়তপুরের ওসমান মোল্লা, মুন্সিগঞ্জের বাক্কা ডাকাত প্রভৃতিদের উত্থান বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই হয়েছিল। এরা এবং এদের মতো অনেকেই এক সময়ে নিজ নিজ এলাকায় ছিলো খুবই জনপ্রিয় নেতা। এরা সকলেই এক সময়ে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর প্রতি তীব্র ঘৃণা পোষণ করতো ও তার বিরোধী ছিলো। এ কারণেই তারা বিপ্লবীশক্তি ও বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি এক সময়ে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলো, তাকে এক সময়ে বিবিধ ধরনের সহযোগিতা দিয়েছিল, এবং নিজেরাও কখনো কখনো তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও এদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত তাদের ইতিবাচক ভূমিকাকে ধরে রাখতে পারেনি এবং কেহ কেহ অতিশয় পঁচে গিয়ে বিপরীতেও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। তথাপি এদের সাথে যুক্ত ও ডাকাত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত অনেকেই ডাকাতি ছেড়ে দিয়েছিল এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ফিরে এসেছিল। তাই এক নিজেকে বিপরীতে পরিবর্তিত করতে পারে—সে সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক থেকেই এদেরকে সংশোধনের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

এক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের একটি জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে মানিকগঞ্জের আলোকদিয়া চরের ডাকাত নামে অভিহিত জনগোষ্ঠি। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠি সাম্প্রতিক সময়ে খুবই আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর একের পর এক দমনাভিযান যাচ্ছে তাদের ওপর—সর্বহারাদেরকে সহযোগিতা করার তথাকথিত অজুহাতে। এই চরের কর্মক্ষম সক্ষম পুরুষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশই এখন জেলে বা পলাতক। চরের শত শত গরিব-নিঃস্ব জনগণ ধূ-ধূ বালির চরে সামান্য যে ফসল ফলাতে পারেন তা দিয়ে তাদের সারাবছর চলে না। তার ওপর রয়েছে ডাঙ্গার ধনী মাতব্বর আর থানা-পুলিশের নিত্য হয়রানী-চাঁদাবাজী। নিজেদের পেট বাঁচানোর জন্য তারা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যখন ঘরে খাদ্য থাকে না—তখন গণভাবে ডাকাতিতে অংশ নেয়। ডাকাতির লক্ষ্য থাকে প্রধানত: ধনীরা, কিন্তু কখনো কখনো গরিবরাও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের বাহিনী তাদেরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল সামরিকভাবে। কিন্তু তারা রাজনৈতিক দাবি উত্থাপন করে মোকাবেলা করেছে তাকে। আমাদেরকে কাজ দিন, কাজ করে খেতে দিন, কোর্ট আর পুলিশকে টাকা দেয়া থেকে আমাদেরকে বাঁচান, তাহলে আমরা আর ডাকাতি করবো না—এই ছিলো তাদের বক্তব্য। ফলে আমরা তাদের ওপর সামরিক বলপ্রয়োগ করাকে আর সঠিক মনে করিনি। রাজনৈতিকভাবে তাকে মোকাবেলা করা ও শোধরানোর নীতিকে সঠিক মনে করেছি। এবং তাদের ওপর চালিত ডাঙ্গার ধনী মাতবরদের আর থানা-পুলিশের নিপীড়নের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়েছি। ফলে আমাদের বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গিয়েছে এই প্রচারণা যে, আমরা ডাকাত হয়ে গিয়েছি, ডাকাতদের সাথে আমরা মিশে গিয়েছি, পদ্মা-যমুনার সব ডাকাতি আমরাই করছি ইত্যাদি। শ্রেণীর লোকদের পক্ষে দাঁড়ানো আর শ্রেণীর

লোকদের ওপর নিপীড়নকারী থানা-পুলিশ আর অসৎ ধনী মাতবরদের বিপক্ষে দাঁড়ানোটা হয় যদি ডাকাত বনে যাওয়া, তাহলে আমরা সেই ধরনের ডাকাত বনে যেতে রাজী আছি। কেননা তা শ্রেণীর পক্ষে দাঁড়ানোর আমাদের শ্রেণীলাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ডাকাত ও ডাকাতিকে সবচাইতে বেশি ভয় পায় ও ঘৃণা করে ধনীরা। কেননা তারাই এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। তাই ডাকাত ও ডাকাতির বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য সর্বদা এরাই সক্রিয় থাকে সবচেয়ে বেশি। এরাই সর্বদা ডাকাত ও ডাকাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টির জন্য অব্যাহতভাবে প্রচার চালায়। যেন ডাকাত ও ডাকাতির সমস্যাটাই সমাজ জীবনের প্রধান সমস্যা এবং তার সমাধানটাই যেন সবচেয়ে বেশি জরুরি। এবং তার মধ্য দিয়েই যেন সমাজের বাকি সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবে। এভাবে তারা সমাজজীবনের মূল সমস্যা শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীনিপীড়নকে আড়াল করে এবং তার সমাধানের জন্য শ্রেণীসংগ্রামকে চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরার বিপরীতে দাঁড়ায়। ফলে ডাকাত ও ডাকাতি সম্পর্কে প্রচার চালাতে গিয়ে তারা ডাকাত ও ডাকাতির শ্রেণীচরিত্র, শ্রেণীসম্পর্ক ও শ্রেণীসংগ্রামের দিকগুলোকে গোপন রাখে। এবং গরিব জনগণের ওপর শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর এবং তাদের দালাল অসৎ ধনী মাতব্বর ও সশস্ত্র নিপীড়ক গণবিরোধী বাহিনীগুলোর বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ যাবত চালিত বিরাটাকারের ডাকাতি ও লুণ্ঠন সম্পর্কে নিরব থাকে। এবং এভাবে তাকে আড়াল করে ও সহায়তা করে।

ডাকাত ও ডাকাতি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে বিরাজমান বিরূপ ধারণাকে কাজে লাগিয়ে সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে ডাকাত হিসেবে চিত্রিত করে তাদেরকে গণবিচ্ছিন্ন ও উৎখাতের অপচেষ্টা চালায় শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী এবং তাদের স্বার্থরক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার মিডিয়াগুলো। এজন্য সর্বহারা বিপ্লবীদের নেতৃত্বে জনগণের বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মসূচির বাস্তবায়নকে এরা সর্বদাই ডাকাতি ও গণবিচ্ছিন্ন-গণবিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসেবে চিত্রিত করে। এদেরই স্বার্থরক্ষক হচ্ছে আনোয়ার কবীর পন্থীদের মতো সংশোধনবাদীরাও। তাই তারাও আমাদেরকে—এদেশের সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে—ডাকাত বলেই প্রচার চালায়। এদের শীর্ষে আছে আনোয়ার কবীর নিজেই।

আনোয়ার কবীরের এই বিপ্লব বিরোধী অবস্থান নতুন নয়। অতীতেও, '৭৫ সালের শেষার্ধে ও '৭৬ সালে কামাল হায়দারের সাথে মিলিতভাবে পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্য তিনি তার সাধ্যমত সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাতে ব্যর্থ হয়ে, কর্মী-জনগণের প্রতিরোধের মুখে কামাল হায়দারকে পরিত্যাগের নাম করে তখনকার মতো তিনি নিজেকে রাজনৈতিকভাবে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কামাল হায়দারের লাইনেই নেতৃত্ব হিসেবে তার উত্থান, এবং তিনি যে ভিতরে ভিতরে কামাল হায়দারের লাইনকে ত্যাগ করতে পারেননি, বরং তাকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একটু একটু করে এগিয়েছেন, এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অবয়বে তাকেই পুন:প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন, তা পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত বর্তমান সময়কার দুই লাইনের সংগ্রামে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। এ কারণেই তিনি কামাল হায়দারের মতোই কমরেড সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সিরাজ সিদকারকে বিরোধিতায় নেমেছেন। এবং সিরাজ সিকদার পন্থীদেরকে বাজে মাল ও ডাকাত হিসেবে পুনরায় চিত্রিত করা শুরু করেছেন। এক্ষেত্রে তার শিক্ষক হচ্ছে কামাল হায়দার। এ কারণেই কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে প্রণীত ও গৃহিত '৭৬ সালের তথাকথিত 'ঐতিহাসিক সারসংকলন' দলিলকে বর্তমান সময়কার দুই লাইনের সংগ্রামেও আনোয়ার কবীর পুনরায় উর্ধে তুলে ধরেছেন—তাকে পার্টি ও বিপ্লবের অগ্রগতির ইতিহাসে মাইলফলক বলে অভিহিত করেছেন। এবং তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সারবস্তুতে অভিন্ন '৯৫ সালের তথাকথিত সারসংকলন দলিল পেশ করেছেন। এসবকে বিরোধিতা করার জন্য কমরেড "ক"-কে বিদ্রূপ করে তিনি বলেছেন ও দলিলে লিখেছেন যে, '৭৬ সালে কমরেড "ক"-র বিরোধিতা ছিলো 'বৃদ্ধিকালের পীড়া'[৩৫] আর এখনকার বিরোধিতা হচ্ছে 'বার্ধক্যের জ্বরা'[৩৬]। একইসাথে '৭৬ সালের ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলকে বিরোধিতা করার জন্য তিনি যেমন তখন কমরেড "ক"-র নামে ঘোষণা করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড, তেমনি এখনো আবার তার নয়া রূপ অক্টোবর '৯৩ দলিল ও তার ভিত্তিতে আসা '৯৫ সালের সারসংকলন দলিলকে বিরোধিতা করার জন্য তিনি কমরেড "ক"-কে মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে হুমকি দিয়েছেন 'ভয়ংকর' 'পরিণতির'[৩৭]।

'৭৬ সালের তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলের প্রতি আনোয়ার কবীরের এই গভীর অনুরাগের উৎস ও ভিত্তি কি? তা হচ্ছে, সর্বহারা পার্টির নামেই সিরাজ সিকদার ও তার অনুসারীদেরকে কিভাবে বিরোধিতা করতে হয় তার এক জঘন্য নিকৃষ্ট প্রদর্শনী এবং পথ-নির্দেশিকা হচ্ছে এই তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিল। আর একেই তিনি পুনরায় আঁকড়ে ধরেছেন ও অনুসরণ করছেন। তাই এই জঘন্য দলিলকে পুনরায় উর্ধে তুলে ধরাটা তার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

তথাকথিত '৭৬ সালের ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলে কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পার্টি-সংগঠন সম্পর্কে বলা হয়েছিল, "... সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে প্রাধান্য পেয়েছে ভ্রষ্ট অধ:পতিত, প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী বাজে উপাদান।

উদাহরণ স্বরূপ, আরিফ, জাহিদ, টিটো, মনসুর, ইকরাম, খলিল প্রভৃতি। একই কারণে প্রাধান্য পেয়েছে জিয়াউদ্দীন, রানা, জ্যোতি, জামিল, মতিন, মাহতাব, রফিকসহ বিভিন্ন বাজে মাল এবং সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী ও গোড়ামীবাদীরা।"[৩৮]

এতে দেখা যাচ্ছে যে, কতিপয় অধ:পতিত ব্যক্তি—যারা পার্টি কর্তৃক বহিষ্কৃত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল—তাদের সাথে একত্রে এই দলিলে সংশোধনবাদী প্রতারণার কৌশলে পার্টির ঐতিহাসিক শীর্ষ নেতৃত্বদেরকেও যেমন জামিল, মতিন, মাহতাব প্রমুখদেরকেও "বাজে মাল" বলা হয়েছে।

কমরেড জামিল ছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ সম্মেলনে (সেপ্টেম্বর '৭৪ সম্মেলনে) সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত প্রধান সমন্বয়কারী। এবং তিনি '৭৪ সালেই গ্রেফতার হয়ে গিয়েছিলেন। কমরেড মতিন ছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদার পরবর্তী পার্টি কেন্দ্র অস্থায়ী সর্বোচ্চ সংস্থা তথা অ.স.স-র প্রধান সমন্বয়কারী। এবং '৭৫ সালে কমরেড মতিন গ্রেফতার হয়ে যাবার পর একই কেন্দ্রের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন কমরেড মাহতাব।

পার্টির এই তিন শীর্ষ নেতৃত্বকেই কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর গ্যাং মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিল—তাদের বিপ্লব বিরোধী লাইনকে ও তার পক্ষে পার্টির ক্ষমতাদখলের অবৈধ প্রক্রিয়াকে বিরোধিতা করার জন্য। কমরেড মাহতাবকে (এবং আরো অনেক নেতা ও কর্মীকে) হত্যা করেই তারা পার্টির ক্ষমতাদখলকে নিরংকুশ ও বাধামুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। বাকি দুজন শীর্ষ নেতৃত্ব সে সময়ে জেলে থাকার কারণে তাঁদেরকে তারা হত্যা করতে পারেনি—তবে জেলের মধ্যেও তাদেরকে হত্যা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল ও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কামাল হায়দার।

এই তিনজন নেতৃত্বই ছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদারের খুবই ঘনিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং তার নিজের হাতেই তরুণ প্রজন্ম থেকে গড়ে তোলা শীর্ষ নেতৃত্ব। '৭১ পরবর্তী সময়কালে তারাই কমরেড সিরাজ সিকদারের পক্ষে ফিল্ড পর্যায়ে প্রধান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং '৭২ থেকে '৭৪ পর্যন্ত, বিশেষত: '৭৩-'৭৪ সালের অগ্রগতি প্রধানত: তাদের নেতৃত্বেই হয়েছিল।

এদেরকে "বাজে মাল" বলার অর্থ হচ্ছে, কমরেড সিরাজ সিকদারকে এই "বাজে মাল"দের নেতা বলা। যার অর্থ হচ্ছে, কমরেড সিরাজ সিকদার নিজেই ছিলেন সবচেয়ে বড়ো বাজে মাল। বাজে মালদের নেতা হবেন সবচেয়ে বড়ো বাজে মালই—তাতে আর সন্দেহ কি?

সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে '৭৬ সালে কামাল হায়দার আর আনোয়ার কবীর গ্যাং এভাবেই সিরাজ সিকদারকে বিরোধিতা করেছিল। এবং তখন কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে তাকে বিরোধিতা করাটাকে আনোয়ার কবীর এখন বলছে 'বৃদ্ধিকালের পীড়া'।

'৭৬ সালের মতোই এখন আবার আনোয়ার কবীর বলছে যে, সিরাজ সিকদার ছিলেন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী, তার কোনো যুদ্ধের লাইন অর্থাৎ বিপ্লবের লাইন ছিলো না, তার ছিলো খতম লাইন অর্থাৎ গলাকাটার লাইন। যার অর্থ হচ্ছে, কমরেড সিরাজ সিকদার ছিলেন গলাকাটাদের তথা খুনীদের নেতা, অর্থাৎ খুনীদের সর্দার তথা সবচেয়ে বড়ো খুনী। '৭৬ সালের মতোই এখনো এসবকে বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমরেড "ক"। তাই তার বর্তমান বিরোধিতাকে বিদ্রূপ করে আনোয়ার কবীর এখন বলছে 'বার্ধক্যের জ্বরা'।

বাজে মালদের নেতৃত্বে চালিত সংগ্রাম হচ্ছে বাজে সংগ্রাম—একথা স্বত:সিদ্ধ। এবং তাকেই প্রমাণের জন্য কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে '৭৩-'৭৪ সালে দেশব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের উত্থান সম্পর্কে '৭৬ সালের তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলে বলা হয়েছিল, "বিপ্লবী নীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে অর্জিত অনুকূল অবস্থা ...।"[৩৯] একইসাথে এই দলিলে আরো বলা হয়েছিল যে, "মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহের বিশেষ এলাকাসহ বহু গ্রাম এলাকায় মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, ও সাংগঠনিক কাজকে বিসর্জন দিয়ে সাময়িক অনুকূল অবস্থা ও প্রাচুর্যের জোয়ার আনা হয়েছে।"[৪০] একইসাথে এই দলিলে বলা হয়েছিল যে, "এভাবেই গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় থেকে পার্টির পক্ষে ফ্যাসিস্ট ডাকাত দলের কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছে।"[৪১]

'৭৬ সালে এই ছিলো শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের সময়কালের পার্টি-সংগঠনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীসংগ্রাম সম্পর্কে কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীরের অবস্থান। একইসাথে তারা পার্টি-সংগঠনের শ্রেণীভিত্তি সম্পর্কে এই দলিলে বলেছিল যে, "এ যাবত আমাদের পার্টির সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে শহুরে ক্ষুদে বুর্জোয়ার উচ্চ ও মধ্যস্তর এবং গ্রামাঞ্চলের সামন্ত ও ধনী কৃষকদের নিয়ে।"[৪২] "এর ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব শ্রেণী ও ঘনিষ্ঠতম শ্রেণী বন্ধুদের (যথাক্রমে সর্বহারা শ্রেণী ও ভূমিহীন-গরিব-নিম্ন মাঝারী) কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছি।"[৪৩]

এই হচ্ছে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের সময়কাল সম্পর্কে '৭৬ সালে কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীরের সারসংকলন, যাকে আবার তারা "ঐতিহাসিক সারসংকলন" নামকরণ করেছিল, এবং আজকেও এই সারসংকলনকে পার্টির অগ্রগতির ইতিহাসের মাইলফলক হিসেবে আনোয়ার কবীর উর্ধে তুলে ধরেছেন। পার্টির নাম ব্যবহার করে পার্টিরই নামে প্রচারিত এই তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিল পড়ে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের সময়কালের পার্টি ও পার্টির নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীসংগ্রাম সম্পর্কে সকলের কি ধারণা হবে?

তা হবে এই যে, কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামীদের সংগঠন তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদীদের কমিউনিস্ট পার্টি ছিলো না। তা ছিলো শহুরে ক্ষুদে বুর্জোয়া উচ্চ ও মধ্যস্তর এবং গ্রামের সামন্ত ও ধনী কৃষকদের সংগঠন। এর নেতৃত্বে ছিলো জামিল-মতিন-মাহতাবদের মতো বাজে মাল। পার্টির নেতৃত্বে চালিত সংগ্রাম ছিলো নীতি বিবর্জিত প্রাচুর্যের জোয়ার ও ফ্যাসিস্ট ডাকাত দলের কাজ। আর এ সবেরই নেতা ছিলেন সিরাজ সিকদার।

বাহ! চমৎকার ধারণা! কমরেড সিরাজ সিকদার আর পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি সম্পর্কে এ এক চমৎকার ধারণাই বটে! এবং এই চমৎকার ধারণার উদ্ভাবক ও প্রচারক ছিলেন আবার পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির 'মহান নেতা' দাবিদার কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর। এসবের শ্রেণীপ্রকৃতি কি? এসবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিলো? তা ছিলো পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংস করা।

সারসংকলন করাটাই কোনো ইতিবাচক কাজ নয়, তার কোনো শ্রেণীপ্রকৃতিও নেই। কিসের জন্য ও কোন লক্ষ্যে সারসংকলন করা হচ্ছে, এবং সারসংকলন নিজেই কোন রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ করছে, তার দ্বারাই তার শ্রেণীপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়ার জন্যও সারসংকলন করতে হয় এবং বিপ্লবকে বর্জনের জন্যও তথাকথিত সারসংকলন করতে হয়। দু'ধরনের সারসংকলনের দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং তাদের শ্রেণীপ্রকৃতি অবশ্যই পরস্পর বিপরীত। স্তালিন সম্পর্কে ক্রুশ্চভও সারসংকলন করেছিল এবং স্তালিন সম্পর্কে মাওসেতুঙও সারসংকলন করেছিলেন। দুটি সারসংকলন ছিলো পরস্পর বিরোধী, তাদের শ্রেণীপ্রকৃতিও ছিলো পরস্পর বিরোধী এবং তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও ছিলো পরস্পর বিরোধী। ক্রুশ্চভের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সংশোধনবাদী, যা বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছিল, আর মাওসেতুঙ-এর অবস্থান ছিলো মার্কসবাদী—যা সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছিল।

সারসংকলনের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হচ্ছে, সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইন, অনুশীলন ও নেতাদেরকে খারাপ চিত্রিত করে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের বিরোধিতা করা ও তাকে পরিত্যাগ করা। এবং তার মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করা। সারসংকলনের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল-প্রতিবিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি। এর বিপরীতে সারসংকলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হচ্ছে, প্রথমত: ও প্রধানত: সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাইন, অনুশীলন ও নেতাদের পক্ষে দাঁড়ানো, তাকে সমর্থন করা, তাকে দৃঢ়ভাবে উর্ধে তুলে ধরা এবং তার মধ্য দিয়ে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে ভুলগুলোকে চিহ্নিত ও উত্থাপন করা, সেগুলোকে সংশোধনের জন্য চেষ্টা করা—যাতে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকেই আরো ভালভাবে এগিয়ে নেয়া যায়। সারসংকলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বিপ্লবের পক্ষে দাঁড়ানোর দৃষ্টিভঙ্গি, বিপ্লবকে আরো এগিয়ে নেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, বিপ্লবকে আরো ভালভাবে আঁকড়ে ধরার দৃষ্টিভঙ্গি। এ হচ্ছে বিপ্লব বর্জনের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী-বিপ্লব বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে বিপ্লবের পতাকাকে উর্ধে তুলে ধরার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে আঁকড়ে ধরেছিল কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর? কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করেছিল '৭৬ সালের তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলটি? এখনই বা সারসংকলনের ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেছেন আনোয়ার কবীর? এবং তার '৯৫ সালের তথাকথিত সারসংকলন দলিলই বা কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করেছে? এসব নিশ্চিতভাবেই সারসংকলনের ক্ষেত্রে ক্রুশ্চভ মার্কা সংশোধনবাদী, বিপ্লব বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করেছে।

আর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করেন বলেই কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর '৭৬ সালে পার্টির মধ্য থেকে পার্টির সাইনবোর্ড ব্যবহার করে কমরেড সিরাজ সিকদার ও পূর্ববাংলার সর্বাহারা পার্টি সম্পর্কে ঠিক সেই সব কথাই বলেছিল যা পার্টির বাইরে থেকে কমরেড সিরাজ সিকদার ও পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি সম্পর্কে বলতো ও প্রচার করতো তৎকালিন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আর তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বুর্জোয়া প্রচার মিডিয়াগুলো। তাই '৭৬ সালে কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর কর্তৃক সারসংকলনের নামে প্রচারিত বক্তব্যগুলো ছিলো পার্টির বাইরের প্রতিক্রিয়াশীলদের অবস্থানের পক্ষে পার্টির মধ্য থেকে সাফাই গাওয়া এবং পার্টির মধ্য থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রচারণারই প্রতিধ্বনি করা।

যে কোনো সারসংকলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি রাজনীতির পক্ষে দাঁড়ানো এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে সেই রাজনীতিকেই প্রতিষ্ঠা করা। '৭৬ সালের তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিলো? '৯৫ সালের পার্টি-ইতিহাসের তথাকথিত সারসংকলন দলিলেরই বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি ছিলো? উভয়টারই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো অভিন্ন। এবং তা হচ্ছে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করা। সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতিকে পরিত্যাগ করা। বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির বদলে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মসূচির ভিত্তিতে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সংগ্রাম-সংগঠন গড়ে তোলার শ্রেণী সমন্বয়বাদের সুবিধাবাদী বুর্জোয়া রাজনীতিকে গ্রহণ করা ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করা। আইনী কাজকে প্রাধান্য দেয়া এবং তার মধ্য দিয়ে পার্টিকে প্রকাশ্য পার্টিতে পরিণত করার চেষ্টা করা। এর বিরুদ্ধে সংগ্রামটা হচ্ছে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের সংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণীর কাতার থেকে উত্থিত পুঁজিবাদের পথগামীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম। এ হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবকে বর্জন ও বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে সর্বহারা বিপ্লবীদের সংগ্রাম। এ হচ্ছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের সংগ্রাম। এ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সামগ্রিক সংগ্রামেরই নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াইয়ে নেতৃত্বকারী পার্টির রং কি হবে, তার নেতৃত্বই বা কোন শ্রেণীর হাতে থাকবে সেটাই নির্ধারিত হয় এ ধরনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাই এ ধরনের সংগ্রাম হচ্ছে পার্টি ও বিপ্লবের ভাগ্য নির্ধারণের সংগ্রাম। তাই এ ধরনের সংগ্রাম নির্মম ও রক্তক্ষয়ী না হয়েই পারে না। বাস্তবেও ঘটেছিল তাই।

রানা-জিয়া-আরিফের বিপ্লব বিরোধী রাজনীতিকে বিরোধিতা ও প্রতিরোধের ধ্বনি দিয়ে কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর পার্টির একাংশের ক্ষমতাদখল করেছিল এবং নিজেরাও বিপ্লব বর্জনের লাইন গ্রহণ করেছিল। এর বিরুদ্ধে উত্থিত কর্মী-জনগণের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিদ্রোহকে নির্মম ও রক্তাক্ত উপায়ে দমনের চেষ্টা করেছিল। তাদের এই বিপ্লব বিরোধী কাজকে ন্যায্য ও বৈধ করার জন্য তারা তথাকথিত কেন্দ্রিকতা ও একনায়কত্বের শ্লোগান এনেছিল। কেন্দ্রকে না মানার অজুহাতকে সামনে নিয়ে এসেছিল। যার মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের সংশোধনবাদী সুবিধাবাদের বুর্জোয়া রাজনীতিকে আড়াল করার চেষ্টা করেছিল। তারা এ কথা গোপন করার চেষ্টা করেছিল যে, তাদের কেন্দ্রিকতা ও একনায়কত্ব হচ্ছে বুর্জোয়া কেন্দ্রিকতা ও বুর্জোয়া একনায়কত্ব—যা শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণী ও সর্বহারা বিপ্লবীদের উপর, সিরাজ সিকদারের অনুসারীদের ওপরই প্রযোজ্য। তাদের এই তথাকথিত কেন্দ্রিকতা ও একনায়কত্ব এবং তার অনুশীলন পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল, যেমনটি আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বেও এখন হয়েছে।

সেই সময়ে পার্টি ও বিপ্লবকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার কাজে সাফল্যজনকভাবে নেতৃত্ব দেয়ার পর কামাল হায়দার পার্টির সাইনবোর্ডকেও শেষাবধি ত্যাগ করেছিল। এবং প্রেমিকাকে নিয়ে গোপনে তথা পালিয়ে পারিবারিক জীবনে চলে গিয়েছিল। এবং আওয়ামী লীগ রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে সরকার গঠনের পর তাকে পুরুষ্কৃতও করা হয়েছে। আমাদের পার্টির ব্যাপক সংখ্যক নেতা-কর্মীকে হত্যা-বহিষ্কার-সাসপেন্ড করার জন্য, পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়ার জন্য, অতীতে বিশেষ অবদান রাখার কারণে পুরুষ্কার হিসেবে তাকে হাইকোর্টের সহকারী এটর্নী জেনারেলের সরকারী পদ দেয়া হয়েছে। এবং তিনি তা গ্রহণ করে পুরোদস্তর আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ বনে গিয়েছেন। হাইকোর্টের আওয়ামী লীগ পন্থী উকিলদের সদস্য তালিকায় তার নামটা প্রবীর নিয়োগী হিসেবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং আওয়ামী লীগ পন্থী হাইকোর্টের উকিলদের রাজনৈতিক বৈঠকে তার অংশগ্রহণটাও নিয়মিতই হচ্ছে। এটা হচ্ছে তারই অনুসৃত রাজনীতির ধারাবাহিকতা এবং অনিবার্য পরিণতি।

এই কামাল হায়দারের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদ তথা স.বি.প-র দ্বিতীয় প্রধান নেতৃত্ব ছিলেন আনোয়ার কবীর। কামাল হায়দারের পরে তিনিই ছিলেন এই কেন্দ্রের প্রধান নেতৃত্ব। প্রধান নেতৃত্বের পদে আসীন হয়ে কিছুদিন কামাল হায়দার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে পরে পরিস্থিতির চাপে আনোয়ার কবীর কামাল হায়দারকে পরিত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন; কামাল হায়দারের লাইন বিরোধী একটি দুই লাইনের সংগ্রামেরও সূচনা করেছিলেন। এবং তাতে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। কিন্তু এসব যে ছিলো পরিস্থিতির চাপে বাহানা মাত্র, উপরি উপরি, ভেতর থেকে কখনোই তিনি এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করে কামাল হায়দারের লাইনকে ত্যাগ করেননি, তা কিন্তু তিনি নিজেই প্রমাণ করেছেন কামাল হায়দারের লাইনে পরিপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে তার অক্টোবর '৯৩ দলিল ও তার ভিত্তিতে আসা তার '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল। তার এই তথাকথিত সারসংকলন দলিল হচ্ছে '৭৬ সালের তথাকথিত ঐতিহাসিক সারসংকলন দলিলেরই নয়ারূপে পুনঃউপস্থাপন মাত্র। যা সম্পর্কে কমরেড "ক" বলেছিলেন: "এই সারসংকলন দলিলের মধ্য দিয়ে কমরেড আ.ক বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের প্রশ্নে, প্রধানতঃ কমরেড "ক"-কে বিরোধিতা করে করে ২২ বছরে গড়ে ওঠা তার কামাল হায়দার পন্থী অর্থনীতিবাদী, সংস্কারবাদী, শ্রেণী সমন্বয়বাদী, অবিপ্লবী, অমাওবাদী

রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনের বিকশিত, পরিণত, সুসংহত, পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত রূপকে পূর্ণাবয়বে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তার ভিত্তিতে পার্টির বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন ও অনুশীলনের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লেপে-মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এবং পার্টির ইতিহাসকে ভুলভাবে এবং অসত্যভাবে পুনর্লিখনের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন।"[৪৪]

আনোয়ার কবীরের '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল সম্পর্কে কমরেড "ক" আরো বলেছিলেন: "কমরেড আ.ক-র এই সারসংকলন দলিল পার্টিতে প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থ হচ্ছে, কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পার্টি থেকে কমরেড সিরাজ সিকদার এবং তার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন বর্জিত হয়ে যাওয়া। এবং যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আসা যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জন করার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া।"[৪৫]

'৯৫ সালের সারসংকলন দলিল সম্পর্কে কমরেড "ক" আরো বলেছিলেন: "কমরেড আ.ক-র '৯৫ সালের সারসংকলন দলিল হচ্ছে তার অক্টোবর '৯৩ দলিলের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী লাইনের আলোকে ও ভিত্তিতে, পার্টির বিপ্লবীযুদ্ধের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে লেপে-মুছে দেয়া ও অসত্যভাবে পুনর্লিখনের সংশোধনবাদী অপপ্রয়াস।"

"যা হচ্ছে নিজের শিকড় ও মূল থেকে, নিজের বিপ্লবী ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে, পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করার লাইন। এ হচ্ছে একটি নয়া অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী পার্টি গঠন এবং তার অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সংশোধনবাদী ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার লাইন।"

"এ হচ্ছে কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মাওবাদী বিপ্লবী পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির রঙ পরিবর্তনে লাইন।"[৪৬]

ফলে এই লাইনের প্রবক্তা আনোয়ার কবীর পূর্বের মতোই (এবং কামাল হায়দারের মতোই) সিরাজ সিকদার জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে যে সিরাজ সিকদার এবং তার অনুসারী "ক" পন্থী সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে বিরোধিতা করবেন, তাদেরকে 'ডাকাত' হিসেবে চিত্রিত করবেন, "বাজে মাল"দের দল বলবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। তাতে আর নতুনত্বের কি আছে? বিস্ময়েরই বা কি আছে তাতে?

আসল বিষয় হচ্ছে এই যে, যাদের যেমন লাইন তেমন লোকেরাই সমাবেশিত হয় ঐ লাইনের পতাকাকে কেন্দ্র করে। লাইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এমন লোকেরা ভুলক্রমে ভুল লাইনের পতাকাতলে সমাবেশিত হয়ে পড়লে ভুল বুঝবার সাথে সাথেই ভুল লাইনের পতাকা থেকে তারা সরে যান। এ হচ্ছে বাস্তব সত্য। তাই ডাকাতির লাইন যাদের তাদের পতাকাতলে ডাকাতরাই এবং ডাকাতি করতে ইচ্ছুকরাই সমাবেশিত হবেন। আর যাদের লাইন ডাকাতির নয়, তাদের পতাকাতলে ডাকাতরা সমাবেশিত হবে না। আমাদের লাইন হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনৈতিক লাইন। তাই এই রাজনীতিকে যারা সমর্থন করেন, তারপক্ষে সক্রিয় হতে আগ্রহী হন, তারপক্ষে সাহায্য-সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হন—তেমন রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই এই রাজনৈতিক লাইনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, হচ্ছেন ও হবেন। আর বিপরীতে পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতা করা, এবং সে কারণে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার ও বিপ্লবীযুদ্ধকে আর তার সমর্থনকারীদেরকে বিরোধিতা করাটা হচ্ছে আনোয়ার কবীরের লাইন। তাদের লাইন হচ্ছে বিপ্লবকে বিরোধিতা করার রাজনৈতিক লাইন। তাই যারা বিপ্লবকে বিরোধিতা করতে আগ্রহী এবং সে কারণে সিরাজ সিকদারকে, বিপ্লবীযুদ্ধকে আর তার সমর্থনকারীদেরকে বিরোধিতা করতে সক্রিয় তারাই এই লাইনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন ও হবেন। এ কারণেই গণি ওরফে রজব ওরফে ফারুক ওরফে তোরাপ ওরফে শরীফ ওরফে আনোয়ার তাদের কেন্দ্রিয় কমিটির পলিট ব্যুরোর সদস্য হতে পেরেছে, যে কিনা বর্তমান দুই লাইনের সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণ প্রস্তুতির লাইন এনে খুবই দম্ভভরে প্রচার করে বেড়াতো যে, সিরাজ সিকদারকে তিনবার কবর থেকে উঠিয়ে সাতবার কবরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

এসব বিপ্লব বিরোধী, সিরাজ সিকদার বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান, দম্ভোক্তি ও হুংকার আনোয়ার কবীর পন্থীদের নয়া কামাল হায়দার পন্থী বনে যাওয়াটাকেই প্রকাশ ও প্রমাণ করে মাত্র।

এসবের জন্য প্রধানত: দায়ী আনোয়ার কবীর। পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংস করার কাজে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সেই হচ্ছে প্রধান অপরাধী। নিজ অপরাধের জন্য তাকে অবশ্যই আত্মসমালোচনা করতে হবে এবং নিজেকে সংশোধিত করতে হবে। অথবা তার বর্তমান অপরাধ এবং একইসাথে অতীতের অপরাধের জন্যও তাকে অবশ্যই জনগণের কাছ থেকে রাজনৈতিক শাস্তি পেতে হবে। রাজনৈতিকভাবে গণবিচ্ছিন্ন ও নির্মূল হয়ে যেতে হবে। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির সাইনবোর্ডকে পরিপূর্ণভাবে ত্যাগ করতে হবে। এবং তার গুরু কামাল হায়দারের মতোই শাসকশ্রেণীর কোলে আশ্রয় নিতে হবে।

এক্ষেত্রে আমাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। ঘসটানোর বদলে সে যেন তার অনিবার্য পরিণতির দিকেই এগিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত

করার জন্য এবং তার গতির প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই আরো দৃঢ়ভাবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের লাল পতাকাকে আঁকড়ে ধরতে হবে; তার অনুশীলনকে আরো দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিতে হবে। এবং তার মতাদর্শগত তত্ত্বগত হাতিয়ার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ দ্বারা কর্মী-জনগণকে অধিক থেকে অধিকতরভাবে শিক্ষিত ও সজ্জিত করে তুলতে হবে যাতে তারা সবকিছুকে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকেই আরো ভালভাবে আঁকড়ে ধরতে পারেন। তাহলে শুধুমাত্র আ.ক পন্থীদেরই নয়, বরং তাদের সাথে সাথে খ-গ পন্থীদেরও এবং অন্যান্য সংশোধনবাদী-মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদীদেরও রাজনৈতিক বিলোপ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। যা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবকে এগিয়ে নেয়া ও বিজয়ী করার জন্য আজকের পরিস্থিতিতে খুবই প্রয়োজনীয়। ■

নোট:

১. "আমরা এখন কি করছি এবং কি করতে চাই"। সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপ, মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি। লালঝাণ্ডা, তৃতীয় প্রকাশ, সংখ্যা-১, আগস্ট ২০০০। পৃষ্ঠা-৬৭

২. সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "সর্বহারা বিপ্লব এবং ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদ"। মার্চ ৩১, ১৯৬৪। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন। তৃতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৫৯।

৩. সভাপতি মাওসেতুঙ। "শিল্প-বাণিজ্যের নীতি সম্পর্কে", ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়", পিকিং থেকে ১৯৬৮ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের উদ্ধৃতি"। পৃষ্ঠা-৬-৭।

৪. সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক"। ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০। "ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স" ঢাকা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক"। এপ্রিল ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩৬।

৫. "৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি"। প্রথমার্ধ, এপ্রিল '৯৯। লালঝাণ্ডা, তৃতীয় প্রকাশ, সংখ্যা-১, আগস্ট ২০০০, পৃষ্ঠা-২২।

৬. কমরেড এঙ্গেলস। "মার্কস-এঙ্গেলস-এর নির্বাচিত পত্রাবলী"। ইংরেজি, মস্কো, পৃষ্ঠা-৩৪৫। "পিপলস বুক সোসাইটি", কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন। তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৭।

৭. "বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদী আন্দোলন" তথা RIM-এর সাম্প্রতিককালের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সম্মেলনে এই বক্তব্যটি রেখেছিলেন আন্দোলনের একজন নেতৃস্থানীয় কমরেড, যার ইংরেজি ধারা-বিবরণী থেকে এখানে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে—যার সাথে এই সম্মেলনে উপস্থিত আ.ক পন্থীরা এবং খ-গ পন্থীরা ঐক্যমত্য পোষণ করেছে। আমাদের দেশ বহির্ভূত RIM সদস্য পার্টিগুলোর কারো নির্দিষ্ট নাম ধরে এখনো সমালোচনা না করার আমাদের বিরাজমান নীতির ভিত্তিতে এখানে সংশ্লিষ্ট সম্মেলন ও ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট পরিচিতি প্রকাশ থেকে বিরত থাকা হয়েছে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।

৮. কমরেড এঙ্গেলস। "কাল মার্কসের সমাধিপার্শ্বে বক্তৃতা"। নির্বাচিত রচনাবলী, মস্কো, ১৯৫৫, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮। "ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স" ঢাকা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক", এপ্রিল ১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৯।

৯. "ডিক্লারেশন অব দি রেভ্যুলিউশনারি ইন্টারন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড লং লিভ মার্কসিজম-লেনিনিজম-মাওইজম"। "এ ওয়ার্ল্ড টু উইন" কর্তৃক ইংরেজিতে প্রচারিত ১৯৯৮ সালের আগস্ট সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৩২।

১০. সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "লেনিনবাদের সমকালীন সমস্যাবলী (তোগলিয়াত্তি সম্পর্কে আরো বক্তব্য)"। "পিপলস বুক সোসাইটি", কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক", দলিল সংকলন। চতুর্থ খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১০২।

১১. সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী", ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। "পিপলস বুক সোসাইটি", কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪১-৪২।

১২. আনোয়ার কবীরের নিকট লেখা কমরেড "ক"-র নভেম্বর '৯৮-এর পত্র। যা লেখা হয়েছিল ঐক্য সংক্রান্ত RIM কমিটির একটি আনুষ্ঠানিক আহ্বানমূলক বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার প্রেক্ষিতে, সে সম্পর্কে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করে যা RIM কমিটির নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কমরেড "ক"—যা পৌঁছে দেয়নি আনোয়ার কবীর গ্যাং। পরবর্তীতে কমরেড "ক" একই বক্তব্য উত্থাপন করেছিলেন RIM কমিটির প্রতিনিধির নিকট, এপ্রিল '৯৯-এর আলোচনা বৈঠকে। যার ইংরেজি ধারা-বিবরণী থেকে এখানে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা।

১৩ ও ১৪. "৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি"। প্রথমার্ধ, এপ্রিল '৯৯।

১৫. সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক", ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০। "ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স", ঢাকা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক", এপ্রিল ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৩২।

১৬ ও ১৭. কমরেড লেনিন। "সর্বহারা বিপ্লবের যুদ্ধ কর্মসূচি"। নির্বাচিত রচনাবলী, ইংরেজি সংস্করণ, মস্কো, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা-৫৭২। "ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স" ঢাকা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক", এপ্রিল '৯২, পৃষ্ঠা-৩১।

১৮ ও ১৯. সভাপতি মাওসেতুঙ। "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে", মে, ১৯৩৮। "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়" পিকিং কর্তৃক ১৯৬৮ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের উদ্ধৃতি"। পৃষ্ঠা-৬৫-৬৬।

২০ ও ২১. কমরেড লেনিন। "কী করতে হবে?", "প্রগতি প্রকাশন" মস্কো কর্তৃক ১৯৮৪ সালের বাংলা অনুবাদ, পৃষ্ঠা-১০৩।

২২. কাউৎস্কি। "ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা", জার্মান, বার্লিন, ১৯২৭, পৃষ্ঠা-৪৩১। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৫৮।

২৩. সিরাজ সিকদার। "পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের থিসিস", ৮ জানুয়ারি ১৯৬৮। "সিরাজ সিকদারের রচনা সংকলন-১", ফেব্রুয়ারি ১৯৮২, পৃষ্ঠা-২৪-২৫।

২৪. কাল মার্কস। "প্রথম আন্তর্জাতিকের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা"। মার্কস-এঙ্গেলস : "রচনাবলী", জার্মান সংস্করণ, বার্লিন, ১৯৬২, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৪৩৩। "পিপলস বুক সোসাইটি", কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১১৩।

২৫. কমরেড লেনিন। "নির্বাচিত রচনাবলী", খণ্ড-১, অংশ-২, পৃষ্ঠা-৫৭১। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১১৩।

২৬ ও ২৭. সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে দু'টি ভিন্ন লাইন", নভেম্বর ১৯, ১৯৬৩। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা-১১৪।

২৮. সভাপতি মাওসেতুঙ। "যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা", ৬ নভেম্বর ১৯৩৮। "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়", পিকিং কর্তৃক ১৯৭২ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ", পৃষ্ঠা-৩৮৯।

২৯. ঐ। ঐ। পৃষ্ঠা নং-৩৮৮-৩৮৯।

৩০. কমরেড চারু মজুমদার। "পরিমল বাবুর রাজনীতি"। "ঘাস ফুল নদী" কর্তৃক প্রকাশিত "চারু মজুমদার সমগ্র", ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯১-৯২।

৩১. কমরেড লেনিন। "নির্বাচিত রচনাবলী", নিউইয়র্ক, খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা- ১৯৬। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ২৪।

৩২, সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। "সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী", ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্কার, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১৫।

৩৩. ঐ, ঐ, ঐ। পৃষ্ঠা-১৩।

৩৪. ঐ, ঐ, ঐ। পৃষ্ঠা- ১৬-১৭।

৩৫, ৩৬ ও ৩৭. কমরেড "ক"-র নিকট লেখা আ.ক পন্থী সি.সি-র দপ্তরের নামে প্রেরিত এপ্রিল, ১ম সপ্তাহ, ১৯৯৯ সালের কম্পিউটার প্রিন্ট পত্র। পৃষ্ঠা- ৯।

৩৮. কামাল হায়দার ও আনোয়ার কবীর পন্থী ফেব্রুয়ারি '৭৬ সম্মেলনে গৃহিত এবং নভেম্বর '৭৬ সালে সংশোধিত "পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির জিয়াউদ্দীন-রানা চক্র বিরোধী ঐতিহাসিক সংগ্রামের সারসংকলন"। হাতে লেখা দলিল! পৃষ্ঠা- ২১, ২২।

৩৯, ৪০ ও ৪১. ঐ, ঐ। পৃষ্ঠা- ২২।

৪২ ও ৪৩. ঐ, ঐ। পৃষ্ঠা- ২৪।

৪৪. "কমরেড আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধিন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি", প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯। লালঝাণ্ডা, তৃতীয় প্রকাশ, সংখ্যা-১, আগষ্ট ২০০০, পৃষ্ঠা- ১৬।

৪৫. ঐ, ঐ। পৃষ্ঠা- ১৭।

৪৬. ঐ, ঐ। পৃষ্ঠা-২০।

"সংশোধনবাদীরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সারিতে ঘাপটি মেরে থাকা সাম্রাজ্যবাদের দালাল। লেনিন বলেছিলেন, 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সুবিধাবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত না হলে তা হয়ে দাঁড়ায় ভূয়া, ধাপ্পাবাজী'।"

সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

["নয়া উপনিবেশবাদের ফেরীওয়ালা", অক্টোবর ২২, ১৯৬৩। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক", দলিল সংকলন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৯৪]

"সংশোধনবাদের অভ্যন্তরীণ উৎস হচ্ছে বুর্জোয়া প্রভাবের অস্তিত্ব, আর এর বহিঃস্থ উৎস হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী চাপের কাছে আত্মসমর্পণ"।

[১৯৫৭ সালের নভেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত "সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের বৈঠকের ঘোষণা"]

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতি সম্পর্কে সংশোধনবাদী প্রচারণার জবাবে আমাদের অবস্থান

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতি। এ হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতি। যাকে গ্রহণ করে ও নেতৃত্ব দেয় মার্কসবাদীরা। বিপরীতে অর্থনীতিবাদের সংস্কারবাদী রাজনীতি হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনীতি। এ হচ্ছে শ্রেণী-সমন্বয়বাদের সুবিধাবাদী রাজনীতি। যাকে গ্রহণ করে ও নেতৃত্ব দেয় সংশোধনবাদীরা।

তাই সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে সমর্থন করা, তার পক্ষে প্রচার চালানো এবং তাকে সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য চেষ্টা চালানোটা হচ্ছে মার্কসবাদীদের রাজনৈতিক কাজ। বিপরীতে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন ও বিরোধিতা করা, এবং তার বিপক্ষে রাজনৈতিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে বৈরি বেরিকেড গড়ে তোলা ও তাকে বিকশিত করার জন্য চেষ্টা চালানোটা হচ্ছে সংশোধনবাদীদের রাজনৈতিক কাজ।

সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন ও বিরোধিতা করাটাকে তথাকথিত বৈধতা ও ন্যায্যতার প্রলেপ লাগানোর জন্য সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীদের চিরাচরিত রাজনৈতিক কৌশল হচ্ছে, যেনো-তেনো প্রকারে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে খাড়া করানো এবং সেই তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই পাড়া। আর সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জন ও বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে অন্যদেরকে বাধ্য করার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে অজুহাত করাটাও হচ্ছে সংশোধনবাদীদের আরেকটি রাজনৈতিক অপ-কৌশল। যাকে আমাদের দেশে প্রতিনিধিত্ব করছে আনোয়ার কবীরপন্থী ও খ-গ পন্থীদের মতো সংশোধনবাদীরা। সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘুর মেনে চলার নীতি, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূলনীতি থেকেই উদ্ভূত এবং তারই অংশ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার মূলনীতি হচ্ছে সাংগঠনিক নীতি—যার কোনো শ্রেণীপ্রকৃতি বা রাজনৈতিক চরিত্র নেই। যে রাজনীতিকে বাস্তবায়নের জন্য এই সাংগঠনিক নীতিকে অনুশীলন করা হয় তার দ্বারাই এর শ্রেণীপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়।

বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরাও তাদের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকে বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতিকে অনুশীলন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠের মেনে চলার তাদের একটি নীতির প্রকাশ ঘটে তাদের নির্বাচনের রাজনীতির ক্ষেত্রেও। আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলামের মতো ধর্মীয় মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীলরাও তাদের রাজনীতিকে বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করে। আমরাও আমাদের সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতিকে বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করি। যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা ও কর্মের ঐক্যকে বজায় রাখি—যাতে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবের রাজনীতিকেই আরো ভালভাবে এগিয়ে নেয়া যায়। একইভাবে সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বর্জনকারী ও বিরোধিতাকারী সংশোধনবাদীরাও নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করে—যাতে বিপ্লবকে বর্জন ও বিরোধিতার রাজনীতিকে আরো বেশি করে বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে অব্যাহত রাখা যায়। যেমন আ.ক পন্থী সংশোধনবাদীরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতিকে অনুশীলন করছে তাদের তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের রাজনীতিকে বাস্তবায়নের জন্যই। এবং খ-গ পন্থী সংশোধনবাদীরা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতিকে অনুশীলন করছে তাদের তথাকথিত শ্রেণীসংগ্রাম বর্জিত শ্রেণী পুনর্গঠনের নামে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামকে বর্জনের রাজনীতিকে বাস্তবায়নের জন্যই। কাজেই এক রাজনীতির অধীনস্ত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অন্য রাজনীতির অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। একেই আড়াল করে আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের মতো সংশোধনবাদীরা। তাই রাজনীতির প্রশ্নে নিরব থেকে নিছক গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতির প্রশ্নে সরব হয়। যেনো-তেনো প্রকারে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে দাঁড় করায় আর তাকে মেনে নেবার দাবি জানায়। এবং নিজেদের বিপ্লব বর্জনের সুবিধাবাদী রাজনীতিকে মেনে নেবার ক্ষেত্রে অন্যদেরকে বাধ্য করার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক নীতির দোহাই পাড়ে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাজনীতি বিবর্জিত কোনো সাংগঠনিক নীতির অস্তিত্ব নেই। সাংগঠনিক নীতির প্রয়োজন হয় রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্যই। রাজনীতিকে সামনে না এনে সাংগঠনিক নীতিকে সামনে আনার অর্থ হচ্ছে রাজনীতিকে আড়াল করা, তাকে গোপন করা। মার্কসবাদের আবরণে তা হলে তা হয় সংশোধনবাদ। একইভাবে রাজনীতিকে প্রাধান্য না দিয়ে সাংগঠনিক নীতিকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে রাজনীতিকে

অপ্রধান্যে আনা, গৌণ করা। মার্কসবাদের আবরণে তা এলে তা হয় মধ্যপন্থা। দুটোরই সারবস্তু অভিন্ন। এবং তা হচ্ছে রাজনীতিকে আড়াল করা, গৌণ করা এবং রাজনীতির বিপরীতে সাংগঠনিক নীতিকে সামনে আনা, প্রাধান্য দেয়া। যার অর্থ হচ্ছে গোপনে অন্য রাজনীতিকে সামনে আনা, তাকে প্রাধান্য দেয়া ও একমাত্র করা। এ হচ্ছে অন্যদেরকে অন্ধকারে রেখে তাদেরকে নিজেদের রাজনীতিতে জড়িয়ে ফেলা ও তাকে স্থায়ী করার সংশোধনবাদী প্রতারণা। যাকে ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করছে আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা।

আমরা হচ্ছি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির সদস্য। পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি হচ্ছে পূর্ববাংলার শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীদের রাজনৈতিক সংগঠন। আমাদের রাজনীতি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণীদের রাজনীতি। যা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি। বিপ্লবের জন্য যে রাজনীতি তাই হচ্ছে বিপ্লবী রাজনীতি। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে বাস্তবায়ন করার রাজনীতি। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম হচ্ছে কর্মসূচি—যাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ হচ্ছে সহিংস বিপ্লবের পথ—যার মধ্য দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে। কর্মসূচিকে আঁকড়ে ধরা কিন্তু তার বাস্তবায়নের পথকে আঁকড়ে না ধরার অর্থ হচ্ছে কর্মসূচির বাস্তবায়নকেই আঁকড়ে না ধরা। যার অর্থ হচ্ছে কর্মসূচিকেই আঁকড়ে না ধরা। তাই কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ থেকে সরে যাওয়া বা তাকে বর্জন করার অর্থ হচ্ছে কর্মসূচি [redacted] থেকেই সরে যাওয়া বা তাকে বর্জন করা।

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কর্মসূচিকে সরাসরি পরিত্যাগ করলে এবং তার বিপক্ষে দাঁড়ালে সে হয়ে যায় খোলামেলা পুঁজিবাদী। তখন সে যে পুঁজিবাদী তা প্রমাণ করার জন্য উন্মোচনের আর কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সংশোধনবাদীরা হচ্ছে মার্কসবাদের আলখেল্লাধারী পুঁজিবাদী। তাই তাদেরকে উন্মোচন ও খণ্ডনের প্রয়োজন হয়। এবং তার মধ্য দিয়ে দেখাতে ও প্রমাণ করতে হয় যে, এরা হচ্ছে ভণ্ড মার্কসবাদী, এরা হচ্ছে মার্কসবাদের আলখেল্লাধারী পুঁজিবাদী, এরা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে লুকায়িত বুর্জোয়া এজেন্ট—তাদেরই সেবাদাস, [redacted] এরা হচ্ছে প্রতারক এবং দলত্যাগী বেঈমান।

এ কারণে আপাত:ভাবে ও বাহ্যত: সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা দু'পৃথক মেরুতে বিভক্ত হয় না। কেননা এই কর্মসূচিকে গ্রহণ না করলে তো নিজেদেরকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেয়াই যায় না। তাই এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করার পথ সহিংস বিপ্লবকে কেন্দ্র করেই মার্কসবাদীরা ও সংশোধনবাদীরা দু'পৃথক মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

সহিংস বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। তাই এই যুদ্ধের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই সংশোধনবাদীরা ও মার্কসবাদীরা দু'পৃথক মেরুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সংশোধনবাদীরা বিভিন্ন অজুহাতে এই যুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে বাধা দেয়, তাকে বিরোধিতা ও বর্জন করে। এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়াকেই অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকেই বাধা দেয়, বর্জন ও বিরোধিতা করে। এভাবে তারা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের রাজনীতির বিরোধী হিসেবে নিজেদেরকে প্রকাশিত ও প্রমাণিত করে। যা একইসাথে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিপরীতে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানকেও প্রকাশ ও প্রমাণ করে। বিপরীতভাবে মার্কসবাদীরা সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয় যুদ্ধকে গড়ে তুলতে ও বিকশিত করতে সবিশেষ মনোযোগী হন এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে বাস্তবায়ন করার একমাত্র পথকে আঁকড়ে ধরেন। যার অর্থ হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকেই আঁকড়ে ধরা। ফলে সংশোধনবাদী ও মার্কসবাদীদের মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রাম প্রধানত: ঘনিভূত ও কেন্দ্রিভূত হয় এই যুদ্ধের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই।

তাই মার্কসবাদ ও সংশোধনবাদ এবং মার্কসবাদী ও সংশোধনবাদীদের মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রামের কেন্দ্রিয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানত: যুদ্ধেরই প্রশ্ন। যুদ্ধকে কেনো আঁকড়ে ধরা সম্ভব নয়, যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য কেনো প্রধান মনোযোগ-সময়-শ্রম ও সামর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়, যুদ্ধের শুরু করার জন্য কেনো বিশাল সব প্রস্তুতি প্রয়োজন, কেনো তার জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ সময় অপচয় করা প্রয়োজন, কেনো দীর্ঘ দীর্ঘ সময়ের জন্য যুদ্ধকে আঁকড়ে ধরার প্রশ্নটিকে শিকেয় তুলে রাখা প্রয়োজন—তার পক্ষে যুক্তি খোজা এবং সে সবকে অজুহাত হিসেবে সামনে আনাটাই হচ্ছে সংশোধনবাদীদের রাজনৈতিক কাজ। এবং তা অন্যদের দ্বারা গ্রহণ করানোর জন্য সংগ্রাম চালানোটাই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম। এবং এর পক্ষে বিপরীত লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোটাই হচ্ছে তাদের লাইনগত সংগ্রাম। এসবকে বিরোধিতা করা, এসবকে খণ্ডন করা, এসবের রাজনৈতিক প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে উন্মোচন করা, যুদ্ধের প্রশ্নকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং অন্যদের কাছেও তা গ্রহণযোগ্য করে তোলাটাই হচ্ছে মার্কসাবাদীদের রাজনৈতিক কাজ। তার পক্ষে সংগ্রাম চালানোটাই হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম। এবং এসবের বিরোধী লাইনগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোটাই হচ্ছে তাদের লাইনগত সংগ্রাম। কেবলমাত্র এর

মধ্য দিয়েই মার্কসবাদীরা দেখাতে ও প্রমাণ করতে পারেন যে, যারা যুদ্ধের প্রশ্নকে আঁকড়ে ধরে না, তাকে প্রধান করে না, তাকে বর্জন ও বিরোধিতা করে তারা আসলে তার মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের রাজনীতির বিপক্ষেই দাঁড়াচ্ছে, এবং যার অর্থ হচ্ছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়ানো।

তাই সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কর্মসূচিকে গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য লড়াই করাটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি—যাকে গ্রহণ ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয় মার্কসবাদীরা। বিপরীতে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের কর্মসূচি মৌখিকভাবে গ্রহণ করা কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য লড়াই না করাটা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে উত্থিত পুঁজিবাদের পথগামীদের বিপ্লব বিরোধী সুবিধাবাদের রাজনীতি—যাকে গ্রহণ করে ও নেতৃত্ব দেয় সংশোধনবাদীরা।

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতিকে বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি-সংগঠনের প্রয়োজন হয়। এবং সেই পার্টি-সংগঠনকে পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক নীতিমালার প্রয়োজন হয়। এই সাংগঠনিক নীতিমালাকে সংক্ষিপ্তসারে খুবই ঘনিভূত ও সূত্রায়িতভাবে উপস্থাপন করেছিলেন সভাপতি মাওসেতুঙ—যা গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সাংগঠনিক মূলনীতি থেকেই উদ্ভূত এবং তার সাথে সম্পর্কিত। এগুলো হচ্ছে : ১। ব্যক্তি সংগঠনের অধীন ; ২। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অধীন ; ৩। নিম্নস্তর উচ্চতর স্তরের অধীন ; ৪। সমগ্র সংগঠন কেন্দ্রিয় কমিটির অধীন। এসব সাংগঠনিক নীতিমালা যে রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করার জন্য অনুশীলিত হয় তার সাথে যুক্তভাবে এসব হচ্ছে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালা। যতক্ষণ পর্যন্ত তা শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করার রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালার প্রকৃতি ধারণ, বহন ও প্রতিনিধিত্ব করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মেনে চলাটা সর্বহারা বিপ্লবীদের দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য।

আর শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতি বর্জিত হলে উপরিউক্ত সাংগঠনিক নীতিমালার রাজনৈতিক প্রকৃতিও বদলে যায়। তখন তা বিপ্লব বর্জনের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালায় পরিণত হয়। এবং তা বিপ্লব বর্জনের রাজনীতিকে সেবা করে। তাই তখন তাকে মেনে না চলা, তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে বিরোধিতা করা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাই হচ্ছে সর্বহারা বিপ্লবীদের দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য। এ কারণেই সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছিলেন যে, কেন্দ্র যদি সংশোধনবাদী হয় তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন। যার মধ্য দিয়ে তিনি সংশোধনবাদী-সুবিদাবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কেন্দ্রিকতাকে প্রত্যাখ্যান করতে ও বিপরীত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার শিক্ষাই দিয়েছিলেন।

সংশোধনবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে সুবিধাবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তাদের কেন্দ্রিকতা হচ্ছে সুবিধাবাদীদের কেন্দ্রিকতা এবং তাদের একনায়কত্ব হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব —যা সর্বহারা বিপ্লবী ও জনগণের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয়। বিপরীতে মার্কসবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হচ্ছে বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, তাদের কেন্দ্রিকতা হচ্ছে বিপ্লবীদের কেন্দ্রিকতা এবং তাদের একনায়কত্ব হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব —যা বুর্জোয়াশ্রেণীসহ গণনিপীড়ক শ্রেণীগুলো এবং তাদের সেবাদাস সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয়।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি। এখানে কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বই প্রযোজ্য—বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্ব নয়। এখানে কেবলমাত্র মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কেন্দ্রিকতাই ন্যায্য, বৈধ ও পার্টি-সংবিধান স্বীকৃত—সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কেন্দ্রিকতা এই পার্টিতে অচল, অন্যায্য, অবৈধ ও পার্টি-সংবিধান বিরোধী। তাই সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীরা পার্টি-সংগঠনের ক্ষমতা কখনো দখল করে নিতে পারলে বা তার কোনো স্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলে, নীতিভিত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালানোটা হচ্ছে মার্কসবাদী সর্বহারা বিপ্লবীদের অবশ্য করণীয়। একথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে কোনো ফোরাম ও কোনো সংস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ শিক্ষাই আমাদেরকে দিয়েছেন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মহান শিক্ষকরা। সমগ্র বিপ্লবী কউমিউনিস্ট আন্দোলনের শিক্ষাই তাই।

যেমন, প্রথম আন্তর্জাতিক—ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিং মেনস এসোসিয়েশন-এ একসময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সংশোধনবাদী বাকুনিন পন্থীরা। নীতিভিত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস। এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে বাকুনিন পন্থাকে বিতাড়িত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন তারা। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকেও একসময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সংশোধনবাদী কাউৎস্কি পন্থীরা। নীতিভিত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন লেনিন এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের। এবং তার মধ্য দিয়ে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে কাউৎস্কি পন্থীদের বিতাড়িত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তৃতীয় আন্তর্জাতিকেও একসময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল ক্রুশ্চভ পন্থী সংশোধনবাদীরা। নীতিভিত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে প্রকৃত মার্কসবাদীরা। এবং আন্তর্জাতিক

কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে ক্রুশ্চভ পন্থীদেরকে বিতাড়িত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি, কেন্দ্রিয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রিয় মুখপত্রের ক্ষমতাদখল করে নিয়েছিল মেনশেভিকরা। সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলো। কিন্তু তাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছিলেন লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা। এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে মেনশেভিকদের বিতাড়িত করার নীতিভিত্তিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা। লিউ শাওচি আর তার অনুসারীরাও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ও চীনের রাষ্ট্রযন্ত্রের উচ্চ পর্যায়ে কম ক্ষমতাশালী ও কম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো না। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মাওসেতুঙ এবং আহ্বান জানিয়ে ছিলেন হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগানোর জন্য। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চ পর্যায়ে ডাঙ্গে আর নাম্বুদ্রিপদের অনুসারীরা কম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো না। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন চারু মজুমদার আর তাদেরকে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে বিতাড়িত করার সংগ্রামেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিতে একদিকে মনি সিংরা এবং অন্যদিকে হক-তোয়াহারা কম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো না। কিন্তু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কমরেড সিরাজ সিকদার। এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করার সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এবং সেই সংগ্রামেরই ফসল হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি।

তাই রাজনীতি বর্জিত কোনো সাংগঠনিক নীতিমালা নেই। সবকিছুই রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত এবং তা থেকেই উদ্ভূত। তাই যাকে সাংগঠনিক নীতিমালা বলা হয় তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালা। যা দিয়ে কোনো না কোনো রাজনীতিকেই বাস্তবায়ন করা হয়। একেই আড়াল করে আ.ক পন্থী এবং খ-গ পন্থীরা। তাই তারা নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থানকে গোপন করে নিছক সাংগঠনিক নীতিমালাকে সামনে আনে—তা দিয়ে কর্মী-জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা চালায়। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের বিপ্লব বর্জনের রাজনীতিকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে এবং অন্যদেরকেও অসচেতনভাবে তাতে জড়িয়ে ফেলতে কোশেষ করে। এ সবকে অবশ্যই বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এবং এসবের স্বরূপকে উন্মোচন করতে হবে—যাতে তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হওয়া কমরেডরাও তা বুঝতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে তারাও তাদেরকে বিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম হন।

আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের সাংগঠনিক নীতিমালা হচ্ছে তাদের রাজনীতিকেই বাস্তবায়ন করার সাংগঠনিক নীতিমালা। এ হচ্ছে আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থী রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালা। যাকে গ্রহণ ও অনুশীলন করার অর্থ হচ্ছে তাদের রাজনীতিকেই গ্রহণ ও অনুশীলন করা, তাকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখা।

আ.ক পন্থীদের রাজনীতি হচ্ছে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি। যা হচ্ছে যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের রাজনীতি। আর খ-গ পন্থীদের রাজনীতি হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রাম বর্জিত শ্রেণী পুনর্গঠনের রাজনীতি। যা হচ্ছে তথাকথিত শ্রেণী পুনর্গঠনের নামে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের রাজনীতি। তাই আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের রাজনীতি হচ্ছে সারবস্তুতে অভিন্ন রাজনীতি এবং তা হচ্ছে বিপ্লব বর্জনের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতি। এই রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত এবং তার অধীনস্ত সাংগঠনিক নীতিমালাকে মেনে চলার অর্থ হচ্ছে, তাদের বিপ্লব বর্জনের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতিকেই মেনে চলা। তাই তাদের বিপ্লব বর্জনের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালাকেও প্রত্যাখ্যান করা ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

এক রাজনীতির পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কেন্দ্রিকতা অন্য রাজনীতির অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়, তাকে আড়াল করার জন্য সংশোধনবাদীরা সর্বদাই দুয়ে মিলে একের তত্ত্বকে সামনে আনে। এবং তার ভিত্তিতে সংশোধনবাদের সাথে মার্কসবাদের সংগ্রামকে, বিপ্লবকে বর্জনের সাথে বিপ্লবকে আঁকড়ে ধরার সংগ্রামকে দু'পরস্পর বিপরীত বস্তুর মধ্যকার সংগ্রাম হিসেবে না দেখিয়ে তাকে দেখানোর চেষ্টা করে একই বস্তুর মধ্যকার অনগ্রসরতার সাথে অগ্রসরতার সংগ্রাম হিসেবে। সেজন্য তারা আপেক্ষিকতার পক্ষে দাঁড়ায় এবং গতির প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে। এবং আপেক্ষিকভাবে কোন অবস্থানটি এখন সুসংহত, শক্তিশালী তা দেখতে বলে, তার পক্ষে দাঁড়াতে বলে এবং বিপরীতটাকে বিরোধিতা করতে বলে। এভাবে তারা পরস্পর বিপরীত দুটো বস্তুর মধ্যকার সারবস্তু ও গতির প্রক্রিয়ার ওপর মনোযোগ দেয়াটাকে বিরোধিতা করে দু'পরস্পর বিপরীত বস্তুর মধ্যকার সারবস্তুগত বৈপরীত্বকে উড়িয়ে দেয়। এবং পরস্পর বিরোধী দুটো বস্তুর মধ্যকার ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক ও গৌণ বহিরঙ্গের রূপ দেখেই সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য কর্মী-জনগণকে প্ররোচিত করে। এভাবে তারা ঐতিহাসিক দ্বান্দিক বস্তুবাদের বিপরীতে অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহাসিক ভাববাদকে সমানে আনে, তা দিয়ে কর্মী-জনগণকে শিক্ষিত ও সজ্জিত করার চেষ্টা চালায় ; তার ভিত্তিতে যেনো-তেনো প্রকারে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে দাঁড় করায়। এবং সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার

দোহাই দিয়ে নিজেদের বিপ্লব বর্জনের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতিকে তার বিরোধিতাকারীদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ঠিক যেমনটি আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা করছে।

নিজেদের বিপ্লব বিরোধী রাজনীতিকে অসংখ্য কথার মারপ্যাচে আড়াল করে, ঝাপসা করে সে সম্পর্কে কর্মী-জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করে, বিভিন্ন ধরনের উপদলীয় চক্রান্ত করে, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পদের ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে গ পন্থীদের সাথে একটি সমঝোতায় এসে আ.ক পন্থীরা ১৯৯৬ সালের বর্ধিত অধিবেশনে নে.গু স্তরে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের পক্ষে আপাত:ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে নে.গু স্তরে আপাত:ভাবে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। তথাকথিত ভোট কাঠামোর বিতর্ক তুলে ভোটদানে বিরত থেকে তখন আ.ক পন্থীদেরকেই সহযোগিতা করেছিলেন খ পন্থীরা। কিন্তু দুই লাইনের সংগ্রামের সমাপ্তি হয়নি, তা বজায় আছে, তাকে অব্যাহত রাখা হবে এবং তার সমাপ্তি ঘটানো হবে—সর্বসম্মত এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ও অধীনে অন্তর্বর্তীকালিন সময়ে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুর যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে ও অনুশীলনে নিতে রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু বর্ধিত অধিবেশনের পর থেকেই আ.ক পন্থীরা বর্ধিত অধিবেশনে সমঝোতার মূল ভিত্তি যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সেই দুই লাইনের সংগ্রামকেই অব্যাহত রাখতে, তাকে বাধামুক্তভাবে এগিয়ে যেতে দিতে অস্বীকার করেছিল। দুই লাইনের সংগ্রামকে শুকিয়ে মারার তত্ত্ব এনেছিল। দুই লাইনের সংগ্রাম চালানোটাকে নিরুৎসাহিত ও বাধাগ্রস্ত করেছিল। দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালনাকারীদের ওপর নিগ্রহ-নিপীড়ন চালিয়েছিল। তাদেরকে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ ও স্তর থেকে একের পর এক বিভিন্ন অজুহাতে অপসারণ করেছিল। তাদেরকে হুমকি-ধমকি দিয়েছিল। তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করেছিল। কমরেড "ক"-কে তার ও তার স্ত্রী-সন্তানের পেট চালানোর জন্য চাকুরি নিতে বাধ্য করেছিল। দুই লাইনের সংগ্রামের দলিলগুলোকে বাক্সবন্দি করে রেখেছিল। দুই লাইনের সংগ্রাম পরিচালনার পার্টির নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজেদের সুবিধা সৃষ্টির জন্য পরিবর্তন করেছিল। পূর্বেই উন্মুক্ত করে দেয়া দুই লাইনের সংগ্রামকে তার সমাপ্তির পূর্বেই নে.গু স্তরে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। পরে দুই লাইনের সংগ্রামকে কেন্দ্রিয় স্তরে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছিল। এবং সর্বশেষে তা সম্পাদকের তথা আনোয়ার কবীরের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা মর্জির ওপর নির্ভরশীল করে ফেলেছিল। এর পক্ষে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নির্দেশ জারি করেছিল।

এভাবে আ.ক পন্থীরাই '৯৬ সালের বর্ধিত অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত দুই লাইনের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্তকে কার্যত: বাতিল করেছিল। তা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। এবং তার বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেয়া যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্তটি মেনে নেবার জন্য তার বিরোধিতাকারীদের প্রতি একতরফা দাবি জানিয়েছিল। এবং তার ভিত্তিতে আ.ক পন্থীরাই '৯৬ সালের বর্ধিত অধিবেশনের সিদ্ধান্তের বৈপরীত্বের একত্বকে তথা দুই লাইনের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এবং অন্তর্বর্তীকালিন সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গৃহিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামকে অনুশীলনে নেবার সিদ্ধান্তের মধ্যকার বৈপরীত্বের একত্বকে ভেঙে ফেলেছিল। এবং তার মধ্য দিয়ে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তকে দাঁড় করিয়েছিল। এবং তার ভিত্তিতে দুই লাইনের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার পক্ষের কমরেডদেরকে একটি বস্তুতে পরিণত করেছিল। এবং দুই লাইনের সংগ্রামকে অব্যাহত রাখার বিরোধিতাকারীদেরকে তথা যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের সমর্থনকারীদেরকে পৃথক আরেকটি বস্তুতে পরিণত করেছিল। এবং তার ভিত্তিতে এই লাইনগত নিরিখকে সামনে এনেছিল, যারা সম্পাদকের লাইনকে তথা আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে সমর্থন করবে—তারাই পার্টির লোক বলে অর্থাৎ তাদের সংগঠনের লোক বলে গণ্য হবে। এবং যারা এই লাইনকে সমর্থন করবে না ও বিরোধিতা করবে—তারা পার্টির অর্থাৎ তাদের নেতৃত্বাধীন সংগঠনের লোক বলে গণ্য হবে না। এই লাইনগত নিরিখকে মৌখিকভাবে তারা পূর্ব থেকেই উত্থাপন করে এসেছিল, তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক পদক্ষেপও নিচ্ছিল—যা একই পার্টি-সংগঠনকে কার্যত: দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল। যা পার্টি-সংগঠনের মধ্যে আ.ক পন্থী শিবিরের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। যা অনিবার্যভাবেই আ.ক পন্থার বিরোধিতাকারীদেরকে পৃথক শিবিরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, পৃথক শিবির গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে তাদেরকে বাধ্য করেছিল। নিজেদের অবস্থা কে রাজনৈতিক-সাংগঠনিকভাবে গুছিয়ে তুলে, তাকে সংহত ও দৃঢ় করে আ.ক পন্থীরা শেষ পর্যন্ত তাদের লাইনগত নিরিখকে খোলাখুলিভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করেছিল সার্কুলার নং-৮/৯৮ দলিলের মধ্য দিয়ে। ফলে এর পর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবেই এই রাজনৈতিক মানদণ্ড তারা গ্রহণ করলো যে, যারা "সম্পাদকের সঠিক লাইন" তথা "যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের" লাইনকে সঠিক বলে গ্রহণ করবে তারাই তাদের নেতৃত্বাধীন পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হবেন, অন্যরা নয়, অন্যরা হবে তাদের পার্টি-সংগঠনের বাইরের লোক।

এই রাজনৈতিক-সাংগঠনিক লাইনের ভিত্তিতে আ.ক পন্থীরা '৯৮

সালের শেষ দিকে একটি পৃথক কেন্দ্র গঠন করে। যারা যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনৈতিক-সংগ্রামিক লাইনকে সঠিক বলে মনে করে শুধুমাত্র তাদের নিয়েই এই কেন্দ্রটি গঠিত হয়েছে। এবং যারা বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের বিরোধিতায় সর্বোচ্চ সক্রিয়তা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে কেবলমাত্র তারা এই কেন্দ্রে প্রাধান্য পেয়েছে। তাই এই কেন্দ্রটি হচ্ছে পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধের এবং সে হিসেবে পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে বিরোধিতার হেড কোয়ার্টার। এই কেন্দ্রকে সমর্থন করে নয় বরং এই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়েই পূর্ববাংলার বিপ্লবীযুদ্ধকে তথা পূর্ববাংলার সর্বহারা সহিংস বিপ্লবকে রক্ষা করা ও তাকে এগিয়ে নেয়া যায়।

অথচ এই বিপ্লববিরোধী আ.ক পন্থী কেন্দ্রটিকেই পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্বকারী পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির কেন্দ্র হিসেবে মেনে নেবার জন্য সকলের প্রতি দাবি জানায় আ.ক পন্থীরা। তা মেনে নেবার জন্য পার্টির নেতা-কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের ওপর বলপ্রয়োগ করে। কর্মী-জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার চেষ্টা চালায়। এজন্য '৯৮ সালে গঠিত তাদের কেন্দ্রকে '৯২ সালে জাতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটি বলে ভূয়া প্রচার চালায়। দুই লাইনের সংগ্রামের অনেক অপূর্ণাঙ্গ ও অবিকশিত অবস্থায় '৯৬ সালে অনুষ্ঠিত বর্ধিত অধিবেশনে নে.গু স্তরে আপাত:ভাবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তাকেই অজুহাত করে, তারই দোহাই পাড়ে।

কিন্তু আ.ক পন্থীরা কখনো ভুলক্রমেও একথা প্রচার করে না যে, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গোপন ব্যালট ভিত্তিক ভোটে নির্বাচিত তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের মধ্যে আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি ছিলো সংখ্যালঘু। কেন্দ্রিয় কমিটির পাঁচজন পূর্ণাঙ্গ সদস্যের মধ্যে তিনজনই ছিলেন তার বিরোধী। আ.ক পন্থীরা কখনো একথাও প্রচার করে না যে, তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটির পলিট ব্যুরোর মধ্যেও আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি ছিলো সংখ্যালঘু। পলিট ব্যুরোর তিনজন সদস্যের মধ্যে দু'জনই ছিলেন তার বিরোধী। আ.ক পন্থীরা কখনো একথাও প্রচার করে না যে, পার্টির কেন্দ্রিয় মুখপত্র স্ফুলিঙ্গের সম্পাদনা বোর্ডেও আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি ছিলো সংখ্যালঘু। তারা কখনো এ কথাও প্রচার করে না যে, আরেকটি কেন্দ্রিয় অর্গান—পার্টির আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভাগেও আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি ছিলো সংখ্যালঘু। এবং একইভাবে গণযুদ্ধ সম্পাদনা বোর্ডেও আ.ক-র লাইনটি ছিলো সংখ্যালঘু। আ.ক পন্থীরা কখনো একথাও প্রচার করে না যে, পার্টির ঐতিহাসিক শীর্ষ নেতৃত্বদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের বিরোধী ছিলেন ও আছেন। তারা কখনো একথাও প্রচার করেন না যে, কমরেড সিরাজ সিকদারের সময়কালিন কর্মী-সহানুভূতিশীলদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের ঘোর বিরোধী। আ.ক পন্থীরা কখনো ভুলক্রমেও একথা প্রচার করে না যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যারাই তাদের যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের কথা শোনেন তারাই একে ভুল বলেন, তাকে বিরোধিতা এবং প্রত্যাখ্যান করেন। আ.ক পন্থীরা কখনো একথাও প্রচার করে না যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সর্বত্র তারা নন প্রো এস.এস এবং কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন সর্বহারা বিপ্লবীরা প্রো এস. এস বলে বিবেচিত হন। তারা কখনো একথাও প্রচার করে না যে, দীর্ঘদিন আইনী কাজ, আইনী সংগঠন ও আইনী তৎপরতাতে যারা নিয়োজিত ছিলেন, প্রকাশ্য রাজনীতির সুবিধাবাদ যাদের সমগ্র সত্ত্বায় জড়িয়ে ও ছড়িয়ে ছিলো, '৮৮-'৮৯ সালের বিপর্যয় ও ক্ষয়ক্ষতির পর গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামী নেতৃত্বদের অনুপস্থিতির ঘাটতি মোকাবেলায় যাদেরকে প্রধানত: '৯২ সালের কংগ্রেসের পরই কেবলমাত্র নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল—তাদের মধ্যেই আ.ক-র লাইন ছিলো সংখ্যাগুরু এবং প্রধানত: তাদের ভোটেই '৯৬ সালের বর্ধিত অধিবেশনে আ.ক-র লাইন আপাত:ভাবে সংখ্যাগুরু হয়েছিল। এবং কেন্দ্রিয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের মধ্যে একমাত্র সেই সদস্যই আ.ক-র লাইনকে সমর্থন করেছিলেন—যিনি ছিলেন আইনী কাজ, আইন সংগঠন ও আইনী তৎপরতাতে দীর্ঘদিন যাবত নিয়োজিত এবং পার্টির মধ্যে ডানপন্থী হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

আ.ক পন্থীরা কখনো একথাও প্রচার করে না যে, নিম্নস্তরের ব্যাপক সংখ্যক কর্মী-জনগণের মধ্যে আ.ক-র যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি সংখ্যালঘু হবে মনে করেই তারা উন্মুক্ত দুই লাইনের সংগ্রামের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এবং কমরেড "ক"-র বারংবার প্রস্তাব ও দাবি সত্ত্বেও দুই লাইনের সংগ্রামে কর্মী-জনগণ থেকে আসা ও যাওয়ার মাওবাদী কর্মনীতিকে অনুশীলন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের নির্ধারণ করার অধিকার থেকে কর্মী-জনগণকে বঞ্চিত করেছিল। সর্বসাধারণের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করেছিল। এভাবে বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিকতার রাজনীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে টেনে এনেছিল ও তাকে চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত করেছিল। যার মধ্য দিয়ে পার্টি ও বিপ্লবের তথা শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকসহ ব্যাপক সংখ্যক জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার সর্বদাই একজন ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। যার মধ্য দিয়ে একজন হিটলার, একজন মুসোলিনী, একজন শেখ মুজিবের পুনরুত্থান ও পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই তারা করেছিল।

আনোয়ার কবীর পন্থীরা কখনো একথাও প্রচার করার কোনো প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না যে, তাদের কর্তৃক পার্টি-সংগঠনের বিভক্তির পর তথা সদলবলে তাদের দলত্যাগের পর, কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে যখন দুই লাইনের সংগ্রাম উন্মুক্ত হলো, তাতে কর্মী-জনগণ থেকে আসা ও যাওয়ার মাওবাদী কর্মনীতির অনুশীলন হওয়া শুরু করলো তখন ক্রমবর্ধিতভাবে ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে আ.ক-র তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটিই ব্যাপক সংখ্যক কর্মী-জনগণের মধ্যে সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। এবং বিপরীতে কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনটিই ক্রমবর্ধিতভাবে ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক সংখ্যক কর্মী-জনগণের মধ্যে, জেলাওয়ারী হিসেবে বেশিরভাগ জেলায় এবং শাখাওয়ারী হিসেবে বেশিরভাগ পার্টি শাখায় ইতোমধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে, হচ্ছে এবং তা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

একসময়ে নিজেদের শক্তি-সামর্থের খুব বড়াই করলেও এবং তা নিয়ে বিপুল প্রচারণা চালালেও এখন আর আ.ক পন্থীরা একথা প্রচার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না যে, তাদের ফাঁপা বেলুন ইতোমধ্যেই চুপসে গেছে, রাজনৈতিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক শক্তি-সামর্থ ও তার বিকাশের গতির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এখন আর তাদের মতো সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীদের সাথে কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন সর্বহারা বিপ্লবীদের কোনো তুলনাই চলে না।

আ.ক পন্থীরা একথাও প্রচার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে না যে, লাইন সঠিক হলে কিছু না থাকলেও পর্যায়ক্রমে সবকিছুই অর্জিত হয় এবং লাইন ভুল হলে পূর্বে অর্জিত ফলও খোয়া যায়। না, এসবের কিছুই তাদের প্রচার করার মতো কোনো বিষয় নয় ; তাদের প্রচার করার মতো বিষয় হচ্ছে মাত্র একটাই এবং তা হচ্ছে দুই লাইনের সংগ্রামের অপূর্ণাঙ্গ ও অবিকশিত অবস্থায় কোনকালে কোন সময়ে হাজারো অপতৎপরতার মধ্য দিয়ে তারা যে নে.গু স্তরে সাময়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল—তাকেই প্রচার করা। পদ্মা নদীতে অনেক জল গড়িয়ে যাবার পরও এখনো তারই দোহাই পাড়া। '৯৮ সালে আ.ক পন্থীদের পৃথক কেন্দ্র গঠনের পর এবং সেই কেন্দ্র কর্তৃক সার্কুলার নং-৮/৯৮'কে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণের পর, এখনো সেই '৯৬ সালের পুরানো সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দেবার অর্থ হচ্ছে '৯৮ সালে গঠিত আ.ক পন্থী কেন্দ্রের অধীনে নিজেদেরকে স্থাপন করা এবং সেই কেন্দ্রের বিপ্লব বিরোধী কেন্দ্রিকতাকে সকলের মেনে নেবার জন্য দোহাই পাড়া। যার অর্থ হচ্ছে তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে আসা যুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী রাজনীতিকে মেনে নেয়া এবং সেই রাজনীতির কেন্দ্রিকতার অধীনে নিজেদেরকে স্থাপন করা। এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেরাও সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদী হয়ে যাওয়া। যা বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির অনুসারী সর্বহারা বিপ্লবীদের পক্ষে মেনে নেয়াটা কখনোই সম্ভব নয়। বরং তাকে বিরোধিতা ও বর্জন করাটাই হচ্ছে মার্কসবাদী সর্বহারা বিপ্লবীদের প্রধান কাজ।

খ-গ'দের প্রচারিত "শীর্ষ নেতৃত্বের" তত্ত্বও হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই পাড়ারই ভিন্ন একটি রূপ এবং সারবস্তুতে তা অভিন্ন—রাজনীতির মাপকাঠিকে সামনে না এনে সাংগঠনিক মাপকাঠিকে সামনে আনা, এবং তার মধ্য দিয়ে অন্য রাজনীতিকে সামনে আনা, তাকে প্রধান ও একমাত্র করা।

খ-গ পন্থীদের প্রচারিত শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, গত ২৪ বছরে পার্টির যা কিছুই অর্জিত হয়েছে তা চারজন শীর্ষ নেতৃত্বের নেতৃত্বেই হয়েছে। এই চারজন শীর্ষ নেতৃত্ব হচ্ছেন আ.ক, খ,গ ও ক। শামীম আহমেদ তার অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা সে সেই মাপের নয় এবং আ.ক-র ক্ষেত্রে সর্বদাই Yes ভোট, স্বাধীন নেতৃত্বের কোনো যোগ্যতাই তার মধ্যে নেই—তার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে সে আ.ক-র প্রিয়পাত্র ও লেজুড়। তাই চারজনই হচ্ছে পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব। যা করার তা চারজন শীর্ষ নেতৃত্বের মতামত ও সমঝোতার ভিত্তিতেই করা উচিত। কিন্তু আ.ক তার থেকে নিজেকে বাইরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং তার সমর্থকদেরকে অন্য তিনজন শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। তাই নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং এর প্রতিরোধ করার জন্য বাকি তিনজন শীর্ষ নেতৃত্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিকে কঠোরভাবে অনুশীলন করতে হবে, আ.ক যেমন ব্যক্তিকে সংগঠনের অধীনে স্থাপন করেনি, নিজেকে সংগঠনের উর্ধে স্থাপন করেছে, তেমনটা হলে চলবে না। আমাদেরকে অবশ্যই ঐক্য, সমঝোতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠকে মেনে চলার নীতিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করতে হবে। তাহলে আ.ক পন্থীদেরকে মোকাবেলা করে পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা করা যাবে ও তাকে এগিয়ে নেয়া যাবে।

খ-গ পন্থীদের প্রচারিত শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বের শ্রেণীপ্রকৃতি হচ্ছে বুর্জোয়া। এ হচ্ছে বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিকতার রাজনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি প্রকাশ মাত্র। নিজেদেরকেই শীর্ষ মনে করা এবং সব সফলতার কৃতিত্ব নিজেরাই নেয়ার আ.ক পন্থী বুর্জোয়া আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিরই একটি ভিন্নরূপী প্রকাশ হচ্ছে খ-গ পন্থীদের শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্ব। যা খ-গ পন্থীদের পাল্টা-পাল্টির অর্থনীতিবাদী রাজনীতিরই সাংগঠনিক প্রকাশ।

যেহেতু যেনো-তেনো প্রকারে নে.গু স্তরে আ.ক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে তাই অন্য কোনো ফোরামে আ.ক-র লাইনের

বিরোধিতাকারীদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে হবে—এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ রয়েছে এই তথাকথিত শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বে। শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে দেখানো যাবে যে, এই স্তরে আ.ক খুবই সংখ্যালঘু, এবং তা দেখানো ও প্রমাণ করাটা হচ্ছে এই তত্ত্বের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

লাইনগত সংগ্রামের বদলে সাংগঠনিক-সংগ্রামিক শক্তি সামর্থকে একত্রিত করে তা দিয়ে আ.ক পন্থীদেরকে মোকাবেলা ও পরাজিত করার অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রকাশ রয়েছে এই শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বে। এ কারণেই এই তত্ত্বের প্রবক্তা খ খুব হিসেব করার চেষ্টা করতেন ও হিসেব মেলাতে চেষ্টা করতেন যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার নিজের পরিচিতি ও প্রভাব কতখানি, শহর শাখাগুলোতে গ'র প্রভাব কতখানি এবং সিরাজ সিকদারের সময়কালের কর্মী-সহানুভূতিশীলদের মাঝে ও গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক সামর্থের মাঝে কমরেড "ক"-র প্রভাব কতখানি এবং সে সবকে একত্র করলে তার ফল কি দাঁড়াবে, তা দিয়ে আ.ক পন্থীদেরকে কতখানি মোকাবেলা করা যাবে ইত্যাদি। এ হিসেব তিনি যতো বেশি করতেন ততই তিনি আশাবাদী হয়ে উঠতেন এবং ততই জোরে-শোরে শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্ব প্রচার করতেন। ফলে তিনি লাইন সংগ্রামকে অপ্রধান্যে এনে, তিন শীর্ষ নেতৃত্বকে একত্রিত করতে, তাদের প্রভাব ও শক্তি-সামর্থকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করা, তার জন্য সময়-শ্রম-সামর্থ বিনিয়োগ করাটাকে প্রধান্যে এনেছিলেন। যা তাকে আরো বেশি করে অর্থনীতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গির গহ্বরে নিমজ্জিত হতে সহায়তা করেছে।

শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বের অন্যতম প্রধান একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো আ.ক-কে মোকবেলা করার পাশাপাশি কমরেড "ক"-কেও মোকাবেলা করা ; কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের পক্ষে লাইনগত সংগ্রামকে দুর্বল ও স্থবির করে দেয়া এবং তার মধ্য দিয়ে তাকে বিলিন করে দেয়া। কেননা শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্ব অনুযায়ী সবকিছুই আগে শীর্ষ নেতৃত্বদের কাছে পেশ করতে হবে, তাদের সমঝোতা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যাবতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আর শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্ব অনুযায়ী শীর্ষ নেতৃত্বদের মধ্যে খ-গই যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু তাদের মতামত, সিদ্ধান্ত ও নির্দেশই অন্যদেরকে মেনে চলতে হবে। এটাও হচ্ছে যেনো-তেনো প্রকারে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে দাঁড় করানো এবং তাকে মেনে নেবার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির দোহাই পাড়া।

এই তথাকথিত শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বের ভিত্তিতেই খ-গ দাবি করেছিলেন যে, কমরেড "ক"-র উচিত তার দুই লাইনের সংগ্রামের দলিল পার্টিতে পেশ করার পূর্বে আগে অন্য দুইজন শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পেশ করতে হবে, তাদের মতামতের ভিত্তিতে যা করার তা করতে হবে। যাকে প্রত্যাখান করেছিলেন কমরেড "ক"। তিনি শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। খ-গ'র তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে মেনে নিতেও অস্বীকার করছিলেন। তাদের কোনো সিদ্ধান্ত ও নির্দেশকে বৈধ বলে মেনে নেয়া ও তাকে কার্যকর করা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত বলে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন। এবং তিনি উন্মুক্ত দুই লাইনের সংগ্রাম এবং তাতে কর্মী-জনগণ থেকে আসা ও যাওয়ার কর্মনীতির পক্ষে তার পূর্বাপর অবস্থানকেই অব্যাহত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন।

কমরেড "ক"-র অবস্থানটিই সঠিক ছিলো। এবং এখনো তাই আছে। লাইনগত সংগ্রামকে, রাজনীতির বিপক্ষে রাজনীতির সংগ্রামকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার সাংগঠনিক নীতি দ্বারা অবদমন করা উচিত নয়। এবং তা শেষাবধি করা যায়ও না। বরং তা করার চেষ্টার ফল খারাপ হতে বাধ্য।

আমাদেরকে অবশ্যই রাজনীতিকে প্রধান করতে হবে। রাজনৈতিক সংগ্রামকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাজনীতির ভিত্তিতেই সবকিছুকে দেখতে হবে, মূল্যায়ন করতে হবে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হবে। রাজনীতির ভিত্তিতেই কোনো কিছুকেই সমর্থন করা বা বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাজনীতি বিবর্জিত নিছক সাংগঠনিক নীতিমালা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতার নীতি বলে কিছু নেই। তাই এ সম্পর্কিত সবকিছুই হচ্ছে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালা। রাজনীতিকে গ্রহণ বা বর্জনের ভিত্তিতেই তার সাথে সম্পর্কিত রাজনৈতিক-সাংগঠনিক নীতিমালাকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমাদেরকেও সর্বদাই তাই করতে হবে। এজন্য সর্বদাই রাজনীতিকে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়াটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এবং তার ভিত্তিতেই অন্যসব সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ হচ্ছে সবকিছুকেই রাজনীতির অধীনে স্থাপন করা এবং সবকিছুকেই রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত করে দেখার শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। এ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি। এ হচ্ছে মার্কসবাদী সর্বহারা বিপ্লবীদের দৃষ্টিভঙ্গি। এ হচ্ছে সংশোধনবাদী-সুবিধাবাদীদের অর্থনীতিবাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। ■

"আধুনিক সংশোধনবাদীদের লক্ষ্য হল সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে রক্ষা করা, আর সর্বহারা শ্রেণী ও সমস্ত মেহনতী জনগণকে তারা চিরস্থায়ী পুঁজিবাদী দাসত্বের অধীনেই রেখে দিতি চায়।"

সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

["লেনিনবাদ দীর্ঘজীবী হোক", ১৬ এপ্রিল, ১৯৬০। "ইন্টান্যাশনাল পাবলিশার্স" ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা অনুবাদ, এপ্রিল ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৩৩]

চার নীতিকে অনুশীলন করুন

আমাদের চার নীতিকে অনুশীলনের জন্য প্রথমে নীতিগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে হবে। তাহলে নীতিগুলোকে সঠিকভাবে অনুশীলন করা যাবে। আমাদের চার নীতি হচ্ছে :

১. তিনকে বর্জন করা ও তিনকে আঁকড়ে ধরার নীতি।

২. চারটি ভালো কাজ করা ও চারটি মন্দ কাজ না করার নীতি।

৩. দ্বন্দ্ববাদকে আঁকড়ে ধরার নীতি।

৪. বিপ্লবী তত্ত্বে সজ্জিত হবার নীতি।

এই নীতিগুলোকে আহবান আকারে কর্মী-জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। এবং নীতিগুলো দ্বারা কর্মী-জনগণকে ভালভাবে সজ্জিত করতে হবে। এর সুবিধার্থে নীতিগুলোকে আহবান আকারে উপস্থাপন করা হলো।

তিনকে বর্জন করুন এবং তিনকে আঁকড়ে ধরুন

১. সবকিছুকেই বিশ্বব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত করে দেখুন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা সহায়ক তাকে বর্জন করুন। এবং কমিউনিজমের বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যা প্রয়োজনীয় তাকে আঁকড়ে ধরুন।

২. সবকিছুকে বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত করে দেখুন। যা কিছু বিপ্লবের জন্য ক্ষতিকর তাকে বর্জন করুন। এবং যা কিছু বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় তাকে আঁকড়ে ধরুন।

৩. সবকিছুকেই জনগণের সাথে সম্পর্কিত করে দেখুন। যা কিছু জনগণের জন্য ক্ষতিকর তাকে বর্জন করুন। এবং যা কিছু জনগণের জন্য উপকারী তাকে আঁকড়ে ধরুন।

চারটি ভালো কাজ ও চারটি মন্দ কাজ

১. মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরাটা হচ্ছে ভালো কাজ। এবং সংশোধনবাদকে গ্রহণ করাটা হচ্ছে মন্দ কাজ।

২. জনগণের সেবক হওয়াটা হচ্ছে ভালো কাজ। এবং জনগণের মাথার উপর চড়ে বসা আমলা হওয়াটা হচ্ছে মন্দ কাজ।

৩. শ্রেণীসংগ্রামকে আঁকড়ে ধরাটা হচ্ছে ভালো কাজ। এবং শ্রেণী-সমন্বয়বাদকে গ্রহণ করাটা হচ্ছে মন্দ কাজ।

৪. সিরাজ সিকদারকে উর্ধে তুলে ধরাটা হচ্ছে ভালো কাজ এবং সিরাজ সিকদারকে নিন্দা করাটা হচ্ছে মন্দ কাজ।

দ্বন্দ্ববাদকে আঁকড়ে ধরুন

আপনার যোগ্যতা কম বা বেশি যাই হোক না কেনো, আপনি যদি দ্বন্দ্ববাদকে আঁকড়ে ধরেন, তাহলে তা জনগণের জন্য ও বিপ্লবের জন্য খুবই উপকারী হবে।

বিপ্লবী তত্ত্বে সজ্জিত হোন

বিপ্লবী তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরুন, বিপ্লবী তত্ত্বকে অধ্যয়ন করুন, বিপ্লবী তত্ত্ব দ্বারা সজ্জিত হোন এবং বিপ্লবী তত্ত্ব দ্বারা অন্যদেরকেও সজ্জিত করুন, কেননা বিপ্লবী তত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী আন্দোলন হয় না।

দু'টি ভিন্ন পথ, দু'টি ভিন্ন ফল

[নোট : শিরোনামসহ এই অধ্যায়টি নেয়া হয়েছে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত "সর্বহারা বিপ্লব এবং ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদ" শীর্ষক দলিল থেকে। যা প্রকাশিত হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটির খোলা চিঠি প্রসঙ্গে অষ্টম মন্তব্য হিসেবে "পিপলস ডেইলি" ও "রেড ফ্লাগ" পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ হিসেবে মার্চ ৩১, ১৯৬৪ সালে। এর বাংলা অনুবাদটি আমরা নিয়েছি "পিপলস বুক সোসাইটি", কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা-৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ থেকে। —সম্পাদনা বোর্ড লালঝাণ্ডা]।

ইতিহাসই হলো সবচেয়ে স্পষ্টবাদী সাক্ষী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। সফলতা ও বিফলতা এই উভয় ধরনের অভিজ্ঞতাই সঞ্চিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত টানা সকল দেশের কমিউনিষ্ট এবং বিপ্লবী জনগণেরই কর্তব্য।

পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার যে সব দেশের যুদ্ধের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদিত হয়েছে, তা বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এবং অক্টোবর বিপ্লবের পথ অনুসরণ ক'রেই হয়েছে। এখন অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চীন, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলো, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং কিউবার বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এসে যুক্ত হয়েছে। এই সব দেশের বিজয়ী বিপ্লব মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ ও বিকশিত ক'রে তুলেছে।

চীন থেকে কিউবা পর্যন্ত এই সমস্ত বিপ্লবই সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী অভিযান ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সম্পাদিত হয়েছে, এর কোনোই ব্যতিক্রম নেই।

তিন বছরের গণমুক্তি যুদ্ধ সহ বাইশ বছর ধরে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সর্বাত্মকভাবে সমর্থিত চিয়াং কাই শেকের প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত ক'রে চীনের জনগণ বিপ্লবে জয়লাভ করেন।

কোরিয়ার জনগণ ১৯৩০ সাল থেকে শুরু ক'রে পনেরো বছর ধরে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা ক'রে তাদের সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে ও জোরদার ক'রে তোলেন, এবং অবশেষে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সহায়তায় বিজয় অর্জন করেন। কোরীয় গণতান্ত্রিক জনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর তিন বছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সশস্ত্র আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে তবেই তারা তাদের বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

ভিয়েতনামী জনগণ ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ঠিক তার পরেই, আট বছর ধরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক হস্তক্ষেপকে পরাজিত ক'রে তবেই তারা উত্তর ভিয়েতনামে বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হন। দক্ষিণ-ভিয়েতনামের জনগণ এখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের সাহসিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিউবার জনগণ ১৯৫৩ সালে তাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করেন এবং তারপর দু'বছরেরও বেশী জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার ক্রীড়নক বাতিস্তার শাসন উচ্ছেদ করেন। তাদের বিজয়ী বিপ্লবের পর কিউবার জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে সৈন্যদের সশস্ত্র হামলাকে চুরমার ক'রে তাদের বিপ্লবের ফলকে রক্ষা করেন।

অন্যান্য সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে চীন থেকে কিউবা পর্যন্ত যে সমস্ত সাফল্যমণ্ডিত সর্বহারা বিপ্লবগুলো সংগঠিত হয়েছে, তার প্রধান প্রধান শিক্ষাগুলো কী কী?

এক। হিংসাত্মক বিপ্লব হলো সর্বহারা বিপ্লবের একটা সার্বজনীন নিয়ম। সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সাধনের জন্য সর্বহারা শ্রেণীকে সশস্ত্র সংগ্রাম করতেই হবে, পুরোনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে হবে এবং সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

দুই। কৃষকেরাই হলো সর্বহারা শ্রেণীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্র। সর্বহারা শ্রেণীকে অবশ্যই কৃষকদের ওপর ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করতে হবে, শ্রমিক-কৃষক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে এবং বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব গুরুত্বসহকারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিন। সকল দেশের ক্ষেত্রেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হলো জনগণের বিপ্লবের প্রধান শত্রু। সর্বহারা শ্রেণীকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধের পতাকাকে উচ্চে তুলে ধরতে হবে এবং নিজ দেশে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং ক্রীতদাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সাহস থাকতে হবে।

চার। নিপীড়িত জাতিসমূহের বিপ্লব হলো সর্বহারা বিপ্লবের অপরিহার্য মিত্র। দুনিয়ার সকল দেশের শ্রমিককে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এবং সকল নিপীড়িত জাতি এবং সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরোধী সকল শক্তির সঙ্গেই ঐক্য গড়ে তুলে একটি ব্যাপক আন্তর্জাতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে।

পাঁচ। বিপ্লবে করতে হলে অবশ্যই চাই একটি বিপ্লবী পার্টি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী তত্ত্ব এবং রীতিনীতি অনুযায়ী গঠিত একটি বিপ্লবী সর্বহারা পার্টি–যা সংশোধনবাদ ও সুবিধাবাদকে অনমনীয়ভাবে বিরোধিতা করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী ও

তাদের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতি বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে না থাকলে সর্বহারা বিপ্লবের ও সর্বহারা একনায়কত্বের বিজয় সম্ভব নয়।

শুধু সর্বহারা বিপ্লবই নয়, নিপীড়িত জাতিসমূহের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষেও বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। আলজিরীয় জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের বিজয় এই ক্ষেত্রে একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে সর্বহারা পার্টিগুলোর সমগ্র ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে, যে সমস্ত পার্টি বিপ্লবের পথ অনুসরণ করেছে, সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করেছে এবং সক্রিয়ভাবে জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, তারাই বিপ্লবী লক্ষ্যকে ধাপে ধাপে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যেতে এবং বিপুল শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে। বিপরীত দিকে, যে সমস্ত পার্টি অ-বিপ্লবী সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করেছে, এবং ক্রুশ্চভের 'শান্তিপূর্ণ উত্তরণে'র পথ অনুসরণ করেছে, তারাই বিপ্লবী লক্ষ্যের গুরুতর ক্ষতি সাধন করেছে। এবং নিজেদের নিষ্প্রাণ সংস্কারবাদী পার্টিতে পরিণত করেছে অথবা সম্পূর্ণভাবে অধঃপতিত হয়ে সর্বহারা শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এক সময়ে ইরাকের কমিউনিষ্ট পার্টির কমরেডগণ বিপ্লবী প্রেরণায় ছিলেন প্রাণবন্ত। কিন্তু বাইরে থেকে চাপ দিয়ে তাদের ওপর ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদী লাইন চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা তাদের জাগ্রত চেতনা হারিয়ে ফেলেন। সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের সময় নেতৃস্থানীয় কমরেডগণ বীরের মতো জীবন বির্সজন দিয়েছেন, হাজার হাজার ইরাকী কমিউনিষ্ট ও বিপ্লবীগণকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে, শক্তিশালী ইরাকী কমিউনিষ্ট পার্টিকে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দেওয়া হয়েছে, এবং ইরাকের বিপ্লবী লক্ষ্য এক মারাত্মক আঘাত খেয়েছে। এটা হচ্ছে বিশ্বের সর্বহারা বিপ্লবের ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লেখা এক বিয়োগান্তক বিষাদময় শিক্ষা।

আলজিরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা ক্রুশ্চভ ও ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের ছড়ি ঘোরানোর তালে তালে নৃত্য করেছিলেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা ক'রে সংশোধনবাদী পথ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আলজিরীয় জনগণ এই সব বুজরুকিতে কান দিতেই অস্বীকার করেন। তারা সাহসিকতার সঙ্গে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে থাকেন, এবং সাত বছরেরও বেশী সময় ধরে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে ফরাসী সরকারকে আলজিরীয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। কিন্তু যে আলজিরীয় কমিউনিষ্ট পার্টি সি.পি.এস.ইউ'র নেতৃত্বের সংশোধনবাদী নীতি অনুসরণ করেছিলো, তা আলজিরীয় জনগণের আস্থা এবং আলজিরীয় রাজনৈতিক জীবনে তাদের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

কিউবার বিপ্লবের সময়, পপুলার সোশালিষ্ট পার্টির কয়েকজন নেতা বিপ্লবী মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পথ, বিপ্লবী সশস্ত্র সংগ্রামের পথ অনুসরণ করতে অস্বীকার করেন, এবং অন্যদিকে ক্রুশ্চভের সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ ক'রে ও 'শান্তিপূর্ণ উত্তরণে'র পক্ষে ওকালতি ক'রে সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধিতা করেন। এই পরিস্থিতিতে কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর মতো কিউবার পার্টির ভিতরের এবং বাইরের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা সঠিকভাবেই ঐ সব সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী নেতাদের এড়িয়ে বিপ্লবী কিউবান জনগণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লব সম্পাদন করেন এবং অবশেষে বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয় অর্জন করেন।

ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির কয়েকজন নেতা–থোরেজ যাদের মুখপত্র–দীর্ঘকাল ধরে একটি সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ ক'রে আসছেন। তারা ক্রুশ্চভের ছড়ি ঘোরানোর সঙ্গে তাল রেখে 'পার্লামেন্টারী পথে'র প্রচার ক'রে আসছেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টিকে একটি সমাজ গণতান্ত্রিক পার্টিরও পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন। তারা জনগণের বিপ্লবী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সক্রিয় সমর্থন জ্ঞাপন বন্ধ করেছেন এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধের পতাকাকে গুটিয়ে ফেলেছেন। এই সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ করার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, একদিন যে কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণের মধ্যে বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিলো, তা আজ ক্রমেই জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে এবং উত্তরোত্তর অধ:পতনের পথে চলছে।

ডাঙ্গের মতো ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু কিছু নেতা দীর্ঘকাল ধরে একটি সংশোধনবাদী পথ অনুসরণ ক'রে আসছেন। বিপ্লবের পতাকাকে তারা টেনে নীচে নামিয়েছেন এবং জনগণকে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ডাঙ্গেচক্র উত্তরোত্তর সংশোধনবাদের পথ ধরে নীচে নেমে যাচ্ছে এবং উগ্রজাত্যভিমানী হয়ে উঠেছে, ভারতের বড়ো বড়ো বুর্জোয়া ও জমিদারদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এবং সর্বহারা শ্রেণীর দলত্যাগী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই তথ্যাবলী থেকে দেখা যাচ্ছে, দু'টি মূলগতভাবে ভিন্ন পথ মূলগতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি পরিণতিতে নিয়ে যায়। এই সমস্ত শিক্ষাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে। ■

"যদি কমিউনিস্টরা সুবিধাবাদের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হতে থাকে, তাহলে তারা ক্রমশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদে অধ:পতিত হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের তাঁবেদার হয়ে দাঁড়াবে।"

সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

["আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব", ১৪ জুন, ১৯৬৩ । "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক" দলিল সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ২৭]।

সঠিক লাইনের অনেক বিষয় আত্মসাৎ করার প্রসঙ্গে

*[নোট : শিরোনামসহ বিষয়বস্তুসমূহ নেয়া হয়েছে জুন '৯৬-এর বর্ধিত অধিবেশনের উদ্বোধনী বৈঠকে প্রদত্ত কমরেড "ক"-র লিখিত ভাষণ থেকে। যে ভাষণকে আ.ক পন্থীরা আখ্যায়িত করেছিল "পার্টির সদর দরজায় নেকড়ের হিংস্র পদচারণা", গ-পন্থীরা বলেছিল "বর্জনীয়" এবং তথাকথিত ভোট কাঠামোর বিতর্ক তুলে খ-পন্থীরা ছিলো ভোট দানে বিরত। এই ভাষণের তথাকথিত অপরাধে আ.ক পন্থীরা ও গ পন্থীরা মিলিতভাবে কমরেড "ক"-কে কেন্দ্রিয় কমিটি থেকে অপসারণ করেছিল,যার ধারাবাহিকতায় পার্টির সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ ও স্তর থেকেও তারা যৌথভাবে কমরেড "ক"-কে অপসারণ করেছিল, পেট চালানোর জন্য তাকে চাকরি নিতেও বাধ্য করেছিল। খ পন্থীরা অবশ্য তখন কমরেড "ক"-কে কেন্দ্র থেকে অপসারণের বিরোধিতা করেছিল, এবং এর পরিণাম হবে মারাত্মক বলে ঘোষণা করেছিল। কমরেড "ক"-কে সমর্থনকারী নেতাদের বাইরে থেকে অধিবেশেনের পর একমাত্র কমরেড Y কমরেড "ক"-র ভাষণকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থন করেছিলেন। এই ভাষণের প্রদত্ত লাইন-অবস্থান ও তত্ত্বগত বিতর্ককে বর্ধিত অধিবেশনে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে পারাটাকে আ.ক পন্থীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছিল "ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বিজয়" বলে –যা প্রকৃতপক্ষে তাদের ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী পরাজয়েরই সূচনা করেছিল। কমরেড "ক"-র লিখিত ভাষণটি ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান এবং এখানো প্রয়োজনীয়। এই ভাষণের দুটো অংশ লালঝাণ্ডা'র গত সংখ্যায় "বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণ ও বিশেষ সমস্যার বিশেষ সমাধান সম্পর্কে সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীর পন্থীদের বিতর্কের জবাবে" এবং "গোঁড়ামিবাদের তথাকথিত বিরোধিতার বিপক্ষে মাওবাদের ওপর জোড়ালো শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে প্রকাশ করা হলো "সঠিক লাইনের অনেক বিষয় আত্মসাৎ করার প্রসঙ্গ "। ভাষণ থেকে আগামীতেও লালঝাণ্ডা'য় বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করা হবে। —**সম্পাদনা বোর্ড লালঝাণ্ডা**।]*

এ বক্তব্য দ্বারা ঠিক কি বুঝানো হয়েছে, তা খোলাসা করে বলা প্রয়োজন। আমি মনে করি, বিপ্লবের জন্য আমাদের পার্টি অদ্যাবধি প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাইন ও অনুশীলনে বিভিন্ন সময়কার ভুল-বিচ্যুতি সত্ত্বেও, পার্টি সামগ্রিক অর্থে বিপ্লবী চরিত্র বজায় রেখেছে এবং পূর্ববাংলার সবচেয়ে অগ্রসর পার্টি হিসেবে নিজের অবস্থানকে ধরে রেখেছে, তাই এর বিভিন্ন সময়কার ইতিবাচক দিকগুলোকে "আত্মসাৎ" অর্থাৎ গ্রহণ ও ধারণ করতেই হবে—নতুন বিকাশের জন্য।

বিপ্লবী পার্টির বিপ্লবী অনুশীলনে অর্জিত বিষয়গুলো হচ্ছে সমষ্টিগত সাধারণ অনুশীলনের ফসল, এগুলো তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় যে, গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আত্মসাতের প্রশ্নটি উঠবে। এ হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়াসুলভ ক্ষিপ্ততার প্রকাশ।

পূর্ববাংলায় শূন্য থেকে গেয়ু সূচনার লাইনে, গেয়ু-কে কিভাবে গড়ে তোলা ও বিকশিত করা যায়, তার বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন হয়েছে কম. SS-এর সময়কালে। সেগুলো কিন্তু আমরা গ্রহণ ও ধারণ করেছি দশ বছরে—লাইনের সারবস্তু পরিবর্তন করে যুদ্ধপূর্ব সস'র সূচনার লাইনে। এক্ষেত্রেই আত্মসাতের প্রশ্নটি উঠলে উঠতে পারে—কেননা এক লাইনের জিনিস অন্য লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আত্মসাতের প্রশ্নটি উঠেনি, উঠছে না, উঠবে না। কেননা, আমরা সেভাবে বিষয়টিকে দেখছি না এবং উপস্থাপনাও করছি না। কেননা, আমরা মনে করি, গোটাটা মিলিয়েই পার্টির বিভিন্ন সময়কাল, অগ্রগতি-পশ্চাদগতি মিলিয়েই পার্টির ইতিহাস। এক সময়কালের প্রয়োজনীয় বহু জিনিস অন্য সময়কালে যাবে, ধারণ করবে—সেটাই স্বাভাবিক। আবার যা পরিবর্তন করার দরকার হবে, তাও পরিবর্তিত হবে—এটাও স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, শূন্য থেকে গেয়ু'র লাইন গ্রহণ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে, এমনকি আমরা গ্রহণ ও অনুশীলনের প্রস্তাব আনছি, যা গ্রহণ ও অনুশীলন অনুচিত? সুনির্দিষ্ট করে বলুন, আপনার কথা যদি সঠিক হয়, শূন্য থেকে গেয়ু গড়ে তোলা ও বিকাশের জন্য যদি তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা আমরা অবশ্যই পরিবর্তন করবো।

আর যদি আপনার বক্তব্যটি, শূন্য থেকে গেয়ু গড়ে তোলার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে তা পরিবর্তনের প্রশ্নই আসে না। কেননা, তা গেয়ু'র লাইনের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ–গেয়ু পূর্ব সস লাইনের সাথে নয়।

গম যিনি বুনবেন, তিনি জমিতে চাষ, নিড়ানী, সেচ ও সার দেবেন। তাই বলে তিনি ধান চাষের চাষীকে গালমন্দ করতে পারেন না—সেও কেনো চাষ-নিড়ানী-সেচ-সার দিচ্ছে বলে। দুজন দুটো/ দু'ধরনের ফসল ঘরে তোলার জন্য যার যার কাজ করেন—বাহ্যিক কিছু মিল সত্ত্বেও সারবস্তুতে তা আলাদা।

যুদ্ধের লাইনে আমরা প্রয়োজনীয় সবকিছুই পর্যালোচনা করতে চাই এবং গ্রহনীয় জিনিসগুলো গ্রহণ এবং বর্জনীয় জিনিসগুলো বর্জন করতে চাই।

প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তানি আর্মির নিয়মবিধি পর্যালোচনা করে আমরা রাত্রিকালিন বাহিনী মুভমেন্ট, কমান্ডো ও ওয়েভ এ্যাটাকের নিয়মবিধি আবিষ্কার ও গ্রহণ করেছিলাম এবং আমাদের মতো করে তার সৃজনশীল অনুশীলন করেছিলাম ও করছি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়াশীল মুক্তিবাহিনীর স্কুল ও বাজার কেন্দ্রিক ক্যাম্প সিস্টেম সেল্টার ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে আমরা জনগণের ওপর নির্ভরশীল বাহিনীর সেল্টার সিস্টেম উদ্ভাবন ও অনুশীলন করেছিলাম এবং এখনো করছি। ভিয়েতনামের গেরিলাযুদ্ধের পর্যালোচনা থেকে আমরা জানতে ও শিখতে পারি সশস্ত্র প্রচার টিম তৎপরতা, সশস্ত্র হরতাল, হ্যারাসিং এ্যাটাক প্রভৃতি এবং আমাদের মতো করেই সে সবকে অনুশীলনে নিয়েছিলাম ও নিচ্ছি। পৃথিবীর সবার কাছ থেকেই আমরা শিখতে চাই, শিখি এবং আমাদের মতো করে তা অনুশীলনে নেই—আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো। এই যখন অবস্থা, সেখানে একই দেশের পার্টির ঘনিষ্ঠতম কমরেডদের কাছ থেকেও শিখবো না কেনো? প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো গ্রহণ ও ধারণ তথা "আত্মসাৎ" করবো না কেনো? ■

"সংক্ষেপে, কমিউনিস্টরা হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধের প্রবক্তা"।

আর.আই.এম "ডিক্লারেশন"।

যুদ্ধ ও রাজনীতি

[নোট : "যুদ্ধ ও রাজনীতি" অধ্যায়টি হচ্ছে সভাপতি মাওসেতুঙ কর্তৃক মে ১৯৩৮ সালে লিখিত "দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" নিবন্ধের অংশ। যার বাংলা অনুবাদ আমরা নিয়েছি "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়" পিকিং কর্তৃক ১৯৭২ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ"-এর পৃষ্ঠা নং-২৯৫, ২৯৬ ও ২৯৭ থেকে।—সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]।

"যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ", এই অর্থে যুদ্ধই হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধ নিজেই রাজনৈতিক প্রকৃতির কার্যকলাপ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে এমন একটা যুদ্ধও ঘটেনি, যার কোনো রাজনৈতিক প্রকৃতি ছিল না। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধটি হচ্ছে গোটা জাতির বিপ্লবী যুদ্ধ আর তার বিজয় হচ্ছে যুদ্ধের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে অর্থাৎ জাপানী সাম্রাজ্যবাদকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা ও সাম্যের এক নয়া চীন গড়ে তোলা থেকে অবিচ্ছেদ্য, প্রতিরোধ যুদ্ধে ও যুক্তফ্রন্টে অটলভাবে প্রচেষ্টা চালানোর সাধারণ নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, গোটা দেশের জনগণের সক্রিয়করণ থেকে, অফিসার ও সৈনিকদের ঐক্য, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ঐক্য এবং শত্রুবাহিনীকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি রাজনৈতিক নীতি থেকে অবিচ্ছেদ্য, আর অবিচ্ছেদ্য হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট নীতির কার্যকরী প্রয়োগ থেকে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সক্রিয়করণ থেকে এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন ও জাপানের ভেতরকার জনগণের সমর্থন লাভের প্রচেষ্টা থেকে। এক কথায়, ক্ষণকালের জন্যও যুদ্ধকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারা যায় না। জাপানবিরোধী সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যদি রাজনীতিকে তুচ্ছ করে দেখবার ঝোঁক থাকে, রাজনীতি থেকে যুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করে যুদ্ধের ধারণাটি নিরংকুশ হিসেবে গণ্য করবার প্রবণতা থাকে, তা'হলে এটা ভুল বলে মনে করা উচিত এবং শুধরে নেওয়া উচিত।

কিন্তু যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে এবং এ অর্থে যুদ্ধ সাধারণ রাজনীতির সমান নয়। "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ"[১]। রাজনীতি যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে এবং আগের মতো আর এগুতে পারে না, তখন যুদ্ধ বাধে রাজনৈতিক পথের বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্য। ধরা যাক, চীনের আধা-স্বাধীন অবস্থা ছিল জাপানী সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বিকাশের পথের বাধা, তাই জাপান সেই বাধাটিকে ঝেঁটিয়ে দূর করবার জন্য এই আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করেছে। আর চীনের ব্যাপারটি কি? চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে অনেকদিন থেকেই বাধা হয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন ; তাই এ বাধাটিকে ঝেঁটিয়ে দূর করবার প্রয়াসে অনেকবার মুক্তিযুদ্ধ চালানো হয়েছে। চীনকে উৎপীড়ন করে চীনা বিপ্লবের গতিপথকে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করবার জন্য জাপান এখন যুদ্ধকে ব্যবহার করছে, তাই এই বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে চীন বাধ্য হয়েছে এই জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ চালাতে। বাধা যখন দূর হয় এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য যখন অর্জিত হয়, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু বাধা পুরোপুরি দূর না হলে, যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যেতেই হবে, যাতে পুরোপুরি লক্ষ্য অর্জিত হয়। যেমন, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের কাজ সম্পন্ন হবার আগেই যদি কেউ আপোষের চেষ্টা করে, তা'হলে ব্যর্থ হতে সে বাধ্য ; কারণ কোনো না কোনো কারণে একটা আপোষ-রফা হলেও যুদ্ধ আবার বেধে উঠবেই, ব্যাপক জনসাধারণ বশ্যতা স্বীকার করবেন তো না-ই, পরন্তু তাঁদের যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য পুরোপুরিভাবে অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। অতএব, একথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি।

যুদ্ধের বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত হয় যুদ্ধের একটা বিশেষ সংগঠনব্যবস্থা, একটা বিশেষ পদ্ধতিমালা ও এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। এই সংগঠন হচ্ছে সৈন্যবাহিনী ও তার সঙ্গে জড়িত সব কিছু। এ পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ-পরিচালনার রণনীতি ও রণকৌশল। আর এই প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক কার্যকলাপের এক বিশেষ রূপনীতি যার মধ্যে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীগুলি নিজদের পক্ষে অনুকূল ও শত্রুর পক্ষে প্রতিকূল রণনীতি ও রণকৌশল প্রয়োগ ক'রে একে অপরকে আক্রমণ করে অথবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজদের প্রতিরক্ষা করে। তাই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটা বিশেষ ধরনের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সবাইকে অবশ্যই প্রথাগত অভ্যাস থেকে নিজদের বিমুক্ত করে নিতে হবে আর যুদ্ধের ব্যাপারে নিজদের অভ্যস্ত করে নিতে হবে, শুধু এইভাবেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে। ■

নোট :

১. ভি.আই.লেনিন, "সমাজতন্ত্র ও যুদ্ধ"-এর প্রথম অধ্যায় এবং "দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পতন"-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

"সাধারণভাবে বলতে গেলে, বর্তমান কালে সশস্ত্র সংগ্রাম বলতে গেরিলা যুদ্ধই বোঝায়। গেরিলা যুদ্ধ কি? এটা হ'ল সংগ্রামের সেই অপরিহার্য, এবং সেজন্য সর্বোত্তম রূপ, যা একটা পশ্চাৎপদ, একটা বৃহৎ আধা-উপনিবেশিক দেশের জনগণের সশস্ত্র বাহিনী দীর্ঘকাল ধরে অবলম্বন করে থাকে ; এর উদ্দেশ্য হ'ল সশস্ত্র শত্রুর পরাজয় ঘটান এবং নিজেদের স্থায়ী ঘাঁটি অঞ্চল গড়ে তোলা। এতকাল অবধি আমাদের পার্টির রাজনৈতিক লাইন এবং আমাদের পার্টি গঠন সংগ্রামের এই রূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে এসেছে। সশস্ত্র সংগ্রাম, তথা গেরিলা যুদ্ধ থেকে আলাদা করে আমাদের রাজনৈতিক লাইন এবং পরিণামে আমাদের পার্টি গঠনকে ভালোভাবে বুঝতে পারা অসম্ভব। সশস্ত্র সংগ্রাম আমাদের রাজনৈতিক লাইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আঠারো বছর ধরে আমাদের পার্টি ক্রমান্বয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করতে শিখেছে এবং অবিচলভাবে তা চালিয়ে এসেছে। আমরা শিখেছি চীন দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সর্বহারাশ্রেণী, জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি কেউই কোন স্থান পাবে না এবং বিপ্লবে জয়লাভ করাও সম্ভব হবে না। এই আঠারো বছর ধরে আমাদের পার্টির বিকাশ, সংহতিসাধন ও বলশেভিকীকরণ বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি আজ যা হয়েছে তা হতে পারত না। রক্তের বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি, গোটা পার্টির কমরেডগণকে কিছুতেই তা ভুললে চলবে না।"

সভাপতি মাওসেতুঙ। "কমিউনিস্ট" পত্রিকার উদ্বোধন উপলক্ষে। ৪ অক্টোবর, ১৯৩৯।
["বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়" পিকিং কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "মাওসেতুঙের রচনাবলীর নির্বাচিত পাঠ", প্রথম সংস্করণ, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৭২]

আপনি কি বিপ্লব চান? তাহলে লালঝাণ্ডা পড়ুন। এবং অন্যদেরকে পড়তে দিন। আপনি কি বিপ্লবকে সহযোগিতা করতে চান? তাহলে লালঝাণ্ডা'র প্রচার করুন।

লালঝাণ্ডা'র প্রতি সংখ্যা প্রকাশের জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয়। যার সবটাই আপনাদের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। তাই শুভেচ্ছা মূল্যে লালঝাণ্ডা কিনুন। লালঝাণ্ডা'র জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্য করুন। এবং এভাবে লালঝাণ্ডা'র প্রকাশনাকে অব্যাহত রাখতে ও নিয়মিত করতে সাহায্য করুন।

চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ

[নোট : "চীনের বৈশিষ্ট্য ও বিপ্লবী যুদ্ধ" অধ্যায়টি হচ্ছে সভাপতি মাওসেতুঙ কর্তৃক ৬ নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে লিখিত "যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা" নিবন্ধের অংশ। যার বাংলা অনুবাদ আমরা নিয়েছি "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়" পিকিং কর্তৃক ১৯৭২ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের ছয়টি সামরিক প্রবন্ধ"-এর পৃষ্ঠা নং-৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪ ও ৩৮৫ থেকে। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]।

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য, তা চীন দেশেই হোক আর বিদেশেই হোক।

কিন্তু নীতি এক হলেও সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি ভিন্ন পরিবেশে একে ভিন্নভাবেই প্রয়োগ করে। যে সব পুঁজিবাদী দেশ ফ্যাসিবাদী নীতি অনুসরণ করে না ও যুদ্ধাবস্থায় নেই, তারা দেশের ভেতরে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু রাখে, সেখানে সামন্ততন্ত্র থাকে না। আর বাইরে তারা অন্যান্য জাতির দ্বারা অত্যাচারিত হয় না, বরং নিজেরাই অন্যান্য জাতির ওপর নির্যাতন চালায়। এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণেই, পুঁজিবাদী দেশগুলোর সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির কর্তব্য হচ্ছে দীর্ঘকাল বৈধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের শিক্ষিত করা, শক্তি সঞ্চয় করা আর এরই মাধ্যমে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই সব দেশে দীর্ঘকাল ধরে বৈধ সংগ্রাম চালানো, পার্লামেন্টকে মত প্রকাশের একটি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী ও শ্রমিকদেরকে শিক্ষাদান করাই হল সমস্যা। সেখানকার সংগঠনের রূপ হচ্ছে বৈধ আর সংগ্রামের রূপ হচ্ছে রক্তপাতহীন (যুদ্ধ নয়)। যুদ্ধের প্রশ্নে, পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি তাদের নিজ নিজ দেশের দ্বারা পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করে ; এ ধরনের যুদ্ধ যদি বেধে যায় তবে নিজ নিজ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পরাজয় ঘটানোই হচ্ছে এই সব পার্টির নীতি। যে যুদ্ধ তারা লড়তে চায় সেটা শুধু গৃহযুদ্ধ, যার জন্য তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে[১]। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না বুর্জোয়াশ্রেণী সত্যি সত্যি অসহায় হয়ে পড়ছে, সর্বহারাশ্রেণীর বেশীর ভাগ যতক্ষণ না সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষকসাধারণ সর্বহারাশ্রেণীকে স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে না আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করা উচিত নয়। এবং যখনই অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করার সময় আসে তখন প্রথমে শহরগুলোকে দখল করে তারপর গ্রামাঞ্চলে অভিযান চলে। এর বিপরীত নয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টি এমনি করেছিল এবং রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব এটা সঠিক বলে প্রমাণিত করেছে।

চীনের অবস্থা কিন্তু অন্য ধরনের। চীনের বৈশিষ্ট্য হল, সে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ নয়, বরং একটি আধা-ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ ; আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, বরং সে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারে জর্জরিত ; আর বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার জাতীয় স্বাধীনতা নেই বরং সে সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত। সুতরাং পার্লামেন্টকে ব্যবহার করার কোনো সুযোগই আমাদের নেই এবং ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের সংগঠিত করারও কোনো আইনসঙ্গত অধিকার আমাদের নেই। মূলত:, এখানে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্যটি কিন্তু অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ শুরু করবার আগে দীর্ঘকাল বৈধ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া নয়, প্রথমে শহরগুলি দখল ও পরে গ্রামাঞ্চলগুলোকে অধিকার করে নেওয়া নয়, বরং পার্টিকে এর ঠিক বিপরীত পথ অনুসরণ করা উচিত।

যখন সাম্রাজ্যবাদের কোনো সশস্ত্র আক্রমণ আমাদের দেশের ওপর পরিচালিত হচ্ছে না, তখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধবাজদের (সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুরদের) বিরুদ্ধে ১৯২৪-২৭ সালে কুয়াংতোং প্রদেশের যুদ্ধ[২] এবং উত্তর অভিযানের যুদ্ধের মতো গৃহযুদ্ধ চালানো উচিত, নতুবা কৃষক ও শহরের পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯২৭-৩৬ সালের ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধের মতো জমিদারশ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের (এরাও সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী কুকুর) বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ চালানো উচিত। যখন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়, তখন পার্টিকে স্বদেশে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরোধী সকল শ্রেণী ও স্তরের সাথে মিলিত হয়ে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ চালানো উচিত, বর্তমানের জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে যেমন করা হচ্ছে।

এ সবই পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে চীনের পার্থক্যকেই দেখিয়ে দিচ্ছে। চীনে সংগ্রামের প্রধান রূপ হচ্ছে যুদ্ধ আর সংগঠনের প্রধান রূপ হচ্ছে সৈন্যবাহিনী। গণসংগঠন ও গণসংগ্রামের মতো অন্যান্য সমস্তও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত অপরিহার্য, কোনো অবস্থাতেই এদের উপেক্ষা করা উচিত নয় ; কিন্তু এগুলো সবই যুদ্ধের জন্য। যুদ্ধ বেধে ওঠার আগে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামই হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য, যেমন ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলন[৩] থেকে ১৯২৫ সালের ৩০শে মে আন্দোলন[৪] পর্যন্ত সময়কালে ঘটেছিল। যুদ্ধ বাধার পর এই সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করে, উদাহরণ স্বরূপ, উত্তর অভিযানের যুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামই প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল, এবং উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের শাসনাধীন এলাকাগুলিতে সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। আবার ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধেও লাল এলাকার ভেতরকার সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল এবং লাল এলাকার বাইরের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রাম পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করেছিল। একই ভাবে, যেমন বর্তমান কালে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে জাপ-বিরোধী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্বর্তী এলাকার এবং শত্রুর অধিকৃত অঞ্চলের সমস্ত সংগঠন ও সংগ্রামও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুদ্ধকে সাহায্য করছে।

"চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে। এটা

চীন বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।"[৫] কমরেড স্তালিনের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক, এবং এটা উত্তর অভিযানের যুদ্ধে, ভূমি-বিপ্লবের যুদ্ধে কিংবা বর্তমান জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে—সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সব যুদ্ধ হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ, এ সব যুদ্ধই প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চালিত, এবং এতে অংশ নিয়েছে প্রধানত: বিপ্লবী জনগণ ; এদের মধ্যে তফাৎ যেটুকু তা হল গৃহযুদ্ধের সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধের তফাৎ এবং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে চালিত যুদ্ধের সাথে কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত শক্তিতে চালিত যুদ্ধের যেটুকু তফাৎ। অবশ্য, এই পার্থক্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে শক্তি যুদ্ধ চালনা করে তা কখনো ব্যাপক হয়, কখনো বা সংকীর্ণ হয় (শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী, অথবা শ্রমিক, কৃষক ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মৈত্রী), এবং বোঝা যায় যুদ্ধে যারা আমাদের বিপক্ষ তারা স্বদেশী, অথবা বিদেশী (যুদ্ধটি দেশী শত্রু অথবা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ; আর যদি দেশী শত্রুর বিরুদ্ধে হয়, তা'হলে যুদ্ধটি উত্তর অঞ্চলের যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে অথবা কুওমিনতাঙের বিরুদ্ধে) ; এ সব পার্থক্য থেকে আরো বোঝা যায় যে, চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের বিষয়বস্তু তার ইতিহাসের গতিপথের বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন রকম। অথচ এ সব যুদ্ধই হচ্ছে সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের যুদ্ধ, এগুলি সবই হচ্ছে বিপ্লবী যুদ্ধ আর এই সবই চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রদর্শন করে দেয়। বিপ্লবী যুদ্ধ "চীন বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব"—এই বক্তব্য চীনের অবস্থার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়। চীনের সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির প্রধান কর্তব্য—জন্মের প্রায় প্রথম দিন থেকেই পার্টিকে যে কর্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছে—তা হচ্ছে জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি অর্জনের জন্য যথাসম্ভব বেশী মিত্রবাহিনীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, সশস্ত্র সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং অবস্থা অনুসারে দেশের অথবা দেশের বাইরের সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। চীনে সশস্ত্র সংগ্রাম বাদ দিলে সর্বহারাশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টির দাঁড়াবার স্থান থাকবে না এবং কোনো বিপ্লবী কর্তব্যই সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

আমাদের পার্টি গঠনের পর প্রথম পাঁচ বা ছয় বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৬ সালের উত্তর অভিযানের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় পর্যন্ত এই বিষয়টিকে পার্টি যথেষ্ট উপলব্ধি করতে পারে নি। চীনের সশস্ত্র সংগ্রামের অসীম গুরুত্বের কথা পার্টি তখন বোঝে নি, মনোযোগ দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সৈন্যবাহিনীকে সংগঠিত করে নি, সামরিক রণনীতি ও রণকৌশলের পর্যালোচনার ওপরেও গুরুত্ব আরোপ করে নি। উত্তর অভিযানের সময়ে সৈন্যবাহিনীকে স্বপক্ষে টেনে নেবার কাজে পার্টি অবহেলা করেছে, এবং গণ-আন্দোলনের ওপর একপেশে জোর দিয়েছে। এর ফলে যখনই কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠল, তখনই সমস্ত গণ-আন্দোলন ভেঙ্গে পড়ল। ১৯২৭ সালের পর, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনেক কমরেডই শহরের মধ্যে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং শ্বেত এলাকায় কাজকর্ম চালানোকে পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে মনে করতেন। ১৯৩১ সালে শত্রুর তৃতীয় 'পরিবেষ্টনী দমন' অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় অর্জনের পর কিছু কিছু কমরেড এই প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন করেন। কিন্তু গোটা পার্টির তখনও এই প্রশ্ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় নি, তখনও কোনো কোনো কমরেড আমরা এখন যেভাবে ভাবি সেইভাবে ভাবতেন না। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, সশস্ত্র শক্তি ছাড়া চীনের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। এ কথাটি উপলব্ধি করতে পারলে ভবিষ্যতে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধকে সাফল্যজনকভাবে চালাবার ব্যাপারে আমাদের সুবিধা হবে। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে সমগ্র জনগণই যে সশস্ত্র প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, এই বাস্তব ঘটনা গোটা পার্টিকে আরো ভালোভাবে এই প্রশ্নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শিক্ষা দেবে, প্রতিটি পার্টিসদস্যকেই যে কোনো মুহূর্তে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধফ্রন্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অধিকন্তু, আমাদের বর্তমান অধিবেশন স্থির করেছে যে, পার্টির প্রধান কর্মক্ষেত্র হবে যুদ্ধ-অঞ্চলে ও শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে, আর এইভাবে অধিবেশন একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করেছে। কোনো কোনো পার্টিসদস্য পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলনের কাজ করতে ইচ্ছুক হলেও যুদ্ধের পর্যালোচনা করতে ও যুদ্ধে অংশ নিতে অনিচ্ছুক, কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধফ্রন্টে যাবার জন্য ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে মনোযোগী হয় নি—এ সব অভিব্যক্তি ও এ রূপ অন্যান্য অভিব্যক্তিকে শুধরাবার জন্য এই নীতি এক চমৎকার ঔষধ। চীনের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলনের কাজ প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত, একাকী ও বিচ্ছিন্নভাবে পার্টির কোনো কাজ বা গণ-আন্দোলন হয় না এবং হতেও পারে না। এমন কি যুদ্ধ-অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে দূরবর্তী পশ্চাৎ-এলাকায় (যেমন, ইয়ুন্নান, কুইচৌ, সিছুয়ান) ও শত্রুর নিয়ন্ত্রণাধীন কোনো কোনো এলাকায়ও (যেমন, পেইপিং, থিয়ানচিন, নানকিং ও শাংহাই) পার্টির সাংগঠনিক কাজ ও গণ-আন্দোলন যুদ্ধের সঙ্গে সহযোগিতা করে, সেগুলি শুধু যুদ্ধফ্রন্টের চাহিদাকে পূরণ করার ব্যাপারে নিয়োজিত হতে পারে এবং শুধু তাই করা উচিত। এক কথায়, গোটা পার্টিকেই যুদ্ধের দিকে গভীরভাবে মনোযোগী হতে হবে, সামরিক বিষয় শিখতে হবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ■

টীকা :

১. ভি. আই. লেনিন—"যুদ্ধ এবং রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসী", "আর. এস. ডি. এল. পি-এর বিদেশস্থ শাখাগুলির সম্মেলন", "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজের সরকারের পরাজয় সম্পর্কে", "রাশিয়ার পরাজয় ও বিপ্লবী সঙ্কট" দ্রষ্টব্য। লেনিনের এই প্রবন্ধগুলি ১৯১৪-১৫ সনে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত। এগুলি ছাড়া, "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসের, সংক্ষিপ্ত পাঠ্যপুস্তক"-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ "যুদ্ধ, শান্তি ও বিপ্লবের প্রশ্নে বলশেভিক পার্টির তত্ত্ব ও কৌশল" দ্রষ্টব্য।

২. কমিউনিস্ট পার্টি ও বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে ড. সুন ইয়াৎ-সেন ১৯২৪ সালে মুৎসুদ্দি ও জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী— "সদাগর বাহিনীকে" পরাজিত করেছিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশে এরা সেই সময়ে কুয়াংচৌতে প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপে নিয়োজিত ছিলো। কুওমিনতাঙ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতার ভিত্তিতে স্থাপিত বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে কুয়াংচৌ থেকে রওনা হয়ে পূর্বমুখী অভিযানে লড়ল আর কৃষকদের সাহায্যে ও সমর্থনে পরাজিত করল যুদ্ধবাজ ছেন চিয়োং-মিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে। তারপরে কুয়াংচৌতে ফিরে এসে ধ্বংস করল উয়ুন্নান ও কুয়াংসীর যুদ্ধবাজদেরকে, যারা কুয়াংচৌতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। সেই বছরের শরৎকালে এই বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান চালাল আর ছেন চিয়োং-মিংয়ের সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিল। এই সব যুদ্ধাভিযানের পুরোভাগে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও

কমিউনিস্ট যুবলীগের সদস্যরা। এই যুদ্ধাভিযানগুলিই কুয়াংতোং প্রদেশের ঐক্যসাধন ঘটিয়ে উত্তর অভিযানের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল।

৩. ৪ঠা মে আন্দোলনটি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলন যা ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে শুরু হয়েছিল। সেই বছরের প্রথমার্ধে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা অর্থাৎ বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জাপান, ইটালী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্যারিসে এক বৈঠকে মিলেছিল লুঠের মাল ভাগাভাগি করে নেবার জন্য, আর এই বৈঠকে তারা স্থির করেছিল যে, চীনের শানতোং প্রদেশে আগের দিনে জার্মানী যে সব সুযোগসুবিধে ভোগ করত সে সবই জাপান পাবে। ৪ঠা মে তারিখে, পিকিংয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করে দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। এই আন্দোলনকে দমন করবার চেষ্টায় উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার ত্রিশ জনেরও বেশী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছিল। প্রতিবাদে ধর্মঘট করেছিল পিকিংয়ের ছাত্ররা, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্ররাও এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছিল। ৩রা জুন তারিখে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজ সরকার পিকিংয়ে আরো ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু করল, দুই দিনের মধ্যে প্রায় হাজার খানেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল। ৩রা জুনের ঘটনা সারা দেশের জনগণের ক্রোধকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুলল। ৫ই জুন থেকে শুরু করে শাংহাই ও অন্যান্য অনেক জায়গার শ্রমিকরা পরপর ধর্মঘট করল, আর ব্যবসায়ীরাও তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখল। শুরুতে যা ছিল মুখ্যত: বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন, সেটি অবিলম্বেই হয়ে উঠল দেশব্যাপী স্বদেশপ্রেমী আন্দোলন। তাতে যোগ দিল সর্বহারাশ্রেণী, পাতি বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীও। এই স্বদেশেপ্রেমী আন্দোলনের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে ৪ঠা মে'র আগে আরম্ভ করা নব সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি যা শুরু হয়েছিল সামন্ততন্ত্রবিরোধী আর বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের উন্নতিবিধায়ক এক আন্দোলন হিসেবে, তা এক ব্যাপক আকারের বলিষ্ঠ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বিকশিত হয়ে উঠল। আর এর প্রধান প্রবাহটি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রচার।

৪. ১৯২৫ সালের ৩০শে মে শাংহাইয়ে বৃটিশ পুলিশ কর্তৃক চীনা জনগণকে হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সারা দেশের জনগণ যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন চালিয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৫ সালের মে মাসে ছিংতাও ও শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলগুলোতে পরপর ধর্মঘট হয়, এই ধর্মঘট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল ; জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা ও তাদের পদলেহী কুকুর—উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধবাজরা এটা দমন করতে আসে। ১৫ই মে শাংহাইয়ের জাপানী সূতাকলের মালিক কু চেং-হোং নামক একজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করে এবং দশ জনেরও বেশী শ্রমিক আহত হয়। ২৮শে মে তারিখে ছিংতাওয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার আট জন শ্রমিককে হত্যা করে। ৩০শে মে শাংহাইয়ে দু'হাজারেরও বেশী ছাত্র বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদেশীদের এলাকাগুলোতে শ্রমিকদের সমর্থনে প্রচার চালায় এবং এই সব এলাকা ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান জানায়, এর পরেই বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বৃটিশ এলাকার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সম্মুখে দশ হাজারেরও অধিক লোক জমায়েত হয় এবং বজ্রনির্ঘোষে "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক!", "সমগ্র চীনা জনগণ, এক হও!" ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ জনতার উপর গুলী চালায়, ফলে বহু ছাত্র হতাহত হয়, এই ঘটনাই "৩০শে মে'র হত্যাকাণ্ড" বলে পরিচিত। এই বিরাট হত্যাকাণ্ডে সমগ্র দেশের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, দেশের সর্বত্রই বিক্ষোভ মিছিল ও হরতাল এবং ছাত্র, শ্রমিক ও ব্যবসায়ী ধর্মঘট শুরু হয় যা বিরাটাকারের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

৫. জে. ভি. স্তালিন, "চীনে বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে" থেকে উদ্ধৃত।

"সুবিধাবাদের সঙ্গে চূড়ান্ত কাটান-ছিঁড়েন ছাড়া, এবং সেটার অবশ্যম্ভাবী কলংককর পরিণতিটাকে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করা ছাড়া সমাজতন্ত্রের এখনকার সময়ের লক্ষ্য সাধন করা যাবে না, শ্রমিকদের প্রকৃত আন্তর্জাতিক ঐক্য হাসিল করা যাবে না।"

কমরেড লেনিন, "যুদ্ধ এবং রুশী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি"। ["প্রগতি প্রকাশন" মস্কো কর্তৃক ১৯৭৯ সালে বাংলায় প্রকাশিত লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩]।

"এটা যুক্তিসম্মত যে, সুবিধাবাদকে কেবল কর্মসূচী দিয়ে পরাস্ত করা যায় না কখনও, এটাকে পরাস্ত করা যায় শুধু কাজ দিয়ে। দেউলিয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সবচেয়ে বড় এবং মারাত্মক ভুলটা ছিল এই যে, সেটার কথা সেটার কাজের সঙ্গে মানানসই ছিল না, সেটা কপট এবং অবিবেকী বৈপ্লবিক বুলি-কপচানির অভ্যাস অনুশীলন করেছিল...।"

কমরেড লেনিন, "প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচী"। ["প্রগতি প্রকাশন" মস্কো কর্তৃক ১৯৭৯ সালে বাংলায় প্রকাশিত লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৭]।

"একটামাত্র দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীর বুর্জোয়াদের আমরা উচ্ছেদ করে, চূড়ান্তরূপে পরাস্ত করে বেদখল করার পরেই শুধু যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমাজতন্ত্রে **উত্তরণের** ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে কঠিন কাজ, যাতে আবশ্যক সবচেয়ে বেশী পরিমাণ লড়াই, সেটা হল বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ চূর্ণ করা—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা চাপা দেওয়াটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে হবে একেবারেই বেঠিক—এবং ডাহা অবৈপ্লবিক। ভবিষ্য শান্তিপূর্ণ সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন রচনা করতে 'সামাজিক' যাজকেরা আর সুবিধাবাদীরা সদা প্রস্তুত। কিন্তু ঠিক যে জিনিসটা তাদের পৃথক করে দেয় বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের থেকে সেটা হল এই যে, সেই সুন্দর ভবিষ্যত লাভ করার জন্যে আবশ্যক যে প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রাম আর শ্রেণী-**যুদ্ধ** সে সম্বন্ধে ভাবতে এবং গভীরভাবে বিবেচনা করতে তারা নারাজ।"

কমরেড লেনিন, "প্রলেতারিয়ান বিপ্লবের সামরিক কর্মসূচী"। ["প্রগতি প্রকাশন" মস্কো কর্তৃক ১৯৭৯ সালে বাংলায় প্রকাশিত লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭০]

২৯ শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের সারসংকলন সম্পর্কিত কিছু মতামত

[নোট : শরীয়তপুর জেলায় চাঁদসার বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ২৯ মার্চে। তাকে কেন্দ্র করে কমরেড "ক"-র এই দলিলটি লেখা হয়েছিল মে-জুন '৯৮-এ। এবং তা তৎকালিন উচ্চস্তরে জমা দেয়া হয়েছিল ২৪.৬.৯৮ তারিখে। দলিলটির সাথে কমরেড "ক" নিজেই তখন এই নোটটি যুক্ত করে দিয়েছিলেন যে, "সামরিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা থাকার কারণে, এই বক্তব্যটি পার্টির বাইরে প্রচার হওয়া উচিত নয়।" কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পার্টির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির যেসব পরিবর্তন ঘটেছে—তাতে এই দলিলটি এখন জনসমক্ষে প্রকাশ্যেই প্রচার করা যায়। এবং তা করা উচিত। কেননা দলিলটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিতভাবে আনোয়ার কবীরের লাইনকে খণ্ডন করা হয়েছিল এই দলিলে। তাই তা ছিলো খুবই মূর্ত ও গণবোধ্য। একইসাথে এই দলিলে বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনগত ও অনুশীলনগত একটি দিক-নির্দেশনাকেও উপস্থিত করেছিল। তা যারা গ্রহণ করেছিলেন তাদেরই একটি অনুশীলন ছিলো কুমীরপুর যুদ্ধ—যা সংঘটিত হয়েছিল ২০০০ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে, পাবনা জেলার বেড়া থানার ঢালার চর ইউনিয়নে। চাঁদসার বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের অধীনে। যেখানে অটোমেটিক অস্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত কমরেডরা আগ্নেয়াস্ত্র বিহীন স্থানীয় শত্রুদের আক্রমণে বিনাযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন এবং গণভিত্তি সম্পন্ন এলাকাতেও পার্টির পক্ষে জনগণ ছিলেন নিষ্ক্রিয়। বিপরীতে কুমীরপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কমরেড "ক"-র নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের অধীনে। যেখানে বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদে আটকে পড়ে অপ্রস্তুত ও অসহায় হয়ে পড়া কমরেডরা সামান্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শতাধিক পুলিশের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঘের মতো লড়াই করেছিলেন এবং পুলিশ বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিলেন। গণভিত্তি সম্পন্ন এলাকার জনগণও ছিলেন পার্টির পক্ষে খুবই সক্রিয়। এই হচ্ছে পরস্পর বিরোধী দুটি লাইনের ও অনুশীলনের পার্থক্য। লাইন কিভাবে অনুশীলনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, লাইন কিভাবে নিজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মী ও জনগণ গড়ে তোলে—তা চাঁদসার বিপর্যয় ও কুমীরপুর যুদ্ধ—দু'বিপরীত দিক থেকে প্রমাণ করেছে। এর একটি দিক তথা আনোয়ার কবীরের লাইন ও অনুশীলনকে এবং তার গতির প্রক্রিয়াকে বুঝবার জন্য, তাকে বর্জন ও বিরোধিতা করার জন্য, এবং তা থেকে নিজেরা মুক্ত থাকার জন্য—এই দলিলকে বারংবার অধ্যয়ন করা এখনো প্রয়োজন। এবং সে প্রয়োজনকে পূরণের লক্ষ্যেই দলিলটির পুনঃপ্রকাশ করা হলো।

—সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]।

কমরেডগণ,

২৯ শে মার্চ '৯৮, পার্টির দক্ষিণাঞ্চল শাখার জন্য, এবং একইসাথে তা সমগ্র সংগঠনের জন্যও একটি রক্তঝরা দিন।

এইদিনে আমরা হারিয়েছি তিনজন তরুণ সম্ভাবনাময় কমরেডকে। একইসাথে খোয়া গিয়েছে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামরিক উপকরণ।

শাসকশ্রেণী ও রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষতঃ পুলিশের প্রশ্রয়ে ও মদদে, পার্টি ও জনগণের শত্রু রাজ্জাক, টুটুল, মকবুল গ্যাং-এর প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে সংগঠিত হয়েছে এই বিপর্যয়।

এই বিপর্যয়ে আমরা রাজনৈতিক, সাংগঠনিক, সামরিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত: হয়েছি, যার তীব্র ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব সংশ্লিষ্ট এলাকা শাখা, অঞ্চল শাখা এবং সমগ্র সংগঠনের জন্যই দীর্ঘ মেয়াদীভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে বলে আমার ধারণা।

এ ধরনের একটি রণনৈতিক বিপর্যয়ের রণনৈতিক ধরনের সারসংকলন হওয়াটা খুবই প্রয়োজনীয়, অত্যাবশ্যকীয় ও জরুরি বলে মনে করি।

সৃষ্ট বিপর্যয়ের ওপর, পার্টির দক্ষিণাঞ্চল শাখা এবং অঞ্চলের উচ্চস্তর, ইতোমধ্যেই প্রাথমিক ধরনের সারসংকলনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এবং বেশকিছু প্রাথমিক সারসংকলন করেছে।

যা প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়েছে, দক্ষিণাঞ্চল কমিটির দপ্তর থেকে প্রচারিত, ৪.৪.৯৮ ইং তারিখের "সার্কুলার নং-৬ (২য় খণ্ড)-এ।" যার শিরোনাম হচ্ছে, "পার্টির কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে", "পালং থানার চাঁদসার গ্রামে পার্টির তিনজন কমরেডের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অঞ্চল কমিটির প্রাথমিক বিবৃতি"।

এছাড়াও কিছু প্রাথমিক সারসংকলনমূলক মতামত ও মন্তব্য রয়েছে, দক্ষিণাঞ্চল শাখার পরিস্থিতির ওপর, অঞ্চলের উচ্চস্তরের পক্ষে কেন্দ্রিয় কমিটির কমরেড সম্পাদক প্রদত্ত পত্র নং-১ (৩.৪.৯৮ ইং), পত্র নং-২(১২.৪.৯৮ ইং) এবং পত্র নং-৩ (২৮.৪.৯৮ ইং)-এ।

এ ছাড়াও রয়েছে দক্ষিণাঞ্চল শাখা কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট। এসবের ওপর ও ভিত্তিতে, আমার কিছু বক্তব্য রয়েছে। যা, কেন্দ্রিয় কমিটি এবং দক্ষিণাঞ্চল শাখাসহ সমগ্র সংগঠনের বিবেচনার জন্য, পেশ করা হচ্ছে।

কমরেডগণ,

কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছে, এবং বিকশিত হয়েছে, বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে।

তাই এই সত্যকে আমরা খুব ভালভাবে জানি যে, "সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য এবং মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক।"

সংগ্রাম করা এবং শহীদ হওয়া, আমাদের পার্টিতে নতুন কিছু নয়। গঠন থেকে বর্তমান পর্যন্ত পার্টির বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে, আমাদের অনেক শ্রেষ্ঠ কমরেডই শহীদ হয়েছেন। যার নামের মিছিলে এখন যুক্ত হয়েছে কম. তপন, কম. কুদ্দুস এবং কম. বকুলের নাম।

শহীদ কমরেডদের আত্মবলিদান সার্থক হয় এবং হতে পারে, তাদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত রক্তাক্ত অমূল্য শিক্ষাগুলোকে বিপ্লবের লক্ষ্যে যথাসম্ভব সর্বোচ্চভাবে অনুধাবন করা ও কাজে লাগানোর মধ্য দিয়েই।

যথপোযুক্ত সারসংকলনের মধ্য দিয়েই, ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের নেতিবাচক ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে, পরিণত করা যায় ইতিবাচক ঘটনা ও অভিজ্ঞতাতে। যার মধ্য দিয়ে ব্যর্থতাই পরিণত হয় সফলতার জননীতে।

২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়।

কমরেডগণ,

সারসংকলনের ক্ষেত্রে সর্বদা প্রথম ও প্রধান জোর দিতে হয়, ঘটনার অভ্যন্তরীণ কারণ তথা তার প্রধান দিকের ওপর। বর্তমানে পার্টিতে দু'বিপরীতধর্মী লাইন ও প্রবণতার সংগ্রাম চলছে। নি:সন্দেহেই এর কিছু প্রভাব ও ফলাফল রয়েছে ২৯শে মার্চের ঘটনাটির ওপর। বিশেষত: দুই লাইনের সংগ্রাম, ভিন্নমত ও ভিন্নমতকারীদের প্রতি বিরাজমান ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও তার অনুশীলনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এই বিপর্যয়টির সাথে।

যা স্থূলভাবে প্রকাশিত হয়েছে বিপর্যয়ের পূর্বের দীর্ঘ সময়কালব্যাপী অঞ্চলের প্রধান কাজ নির্ধারণ এবং তার জন্য সময়, সামর্থ ও শ্রম বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে।

দুঃখজনকভাবে এটাই সত্য যে, পার্টিতে বিরাজমান ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অধীনে ও ভিত্তিতে, অঞ্চলেরও প্রধান সামর্থ নিয়োজিত ছিলো দুই লাইনের সংগ্রাম, ভিন্নমত ও ভিন্নমতকারীদের প্রতি নেতিবাদী প্রচারণা ও পদক্ষেপ চালানোর ক্ষেত্রে।

ফলে উপেক্ষিত হয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজ। শত্রুর প্রতি নজরদারী হয়েছে খর্বিত। শত্রুরা প্রস্তুতি নিতে পেরেছে নির্বিঘ্নে। সংগঠিত হতে পেরেছে। এবং শেষে আমাদের ওপর আক্রমণে আসতে পেরেছে। এবং সংঘটিত হতে পেরেছে ২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়।

এসব নিশ্চিতভাবে সংগ্রাম, সংগঠন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার ক্ষেত্রে পার্টির মূল লাইন, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা ও অনুশীলনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং তার থেকেই উৎসারিত।

কমরেডগণ,

সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য আমাদের পার্টির সুনির্দিষ্ট লাইন রয়েছে। তার ভিত্তিতে রয়েছে পরিকল্পনাও। এবং প্রধানত: গৃহিত লাইন ও পরিকল্পনারই অনুশীলন হচ্ছে পার্টিব্যাপী। এবং দক্ষিণাঞ্চলেও।

ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের সাথে বিদ্যমান লাইন, পরিকল্পনা এবং তার অনুশীলন, বিভিন্নভাবে অতি অবশ্যই সম্পর্কিত না হয়েই পারে না। অথচ, সৃষ্ট বিপর্যয়ের সাথে গৃহিত ও অনুশীলিত লাইন ও পরিকল্পনার কোনো আন্ত:সম্পর্ক, প্রভাব ও ফলাফল আছে কিনা, থাকলে তা কী, বা না থাকলে তা কেনো নয়, প্রভৃতির সারসংকলনের কোনো প্রচেষ্টা, ইতোমধ্যে আসা প্রাথমিক সারসংকলনগুলোতে অনুপস্থিত।

ফলে সফলতা ও বিফলতার জন্য লাইনই হচ্ছে প্রধানভাবে দায়ী এ সত্যের পথে, আমরা এখনো পা রাখতে সক্ষম হইনি।

বরং উল্টো, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন সংশ্লিষ্ট কমরেডদের, ঘটনার সময়কার টেকনিক্যাল সতর্কতা ও অসতর্কতার বিভিন্ন বিষয়কে, আমরা খুটিয়ে দেখার ও দায়ী করার চেষ্টা করেছি।

এবং একইসাথে পার্টির মধ্যকার দুই লাইনের সংগ্রাম এবং বিশেষত: ভিন্নমত ও ভিন্নমতকারীদের প্রতিও, সৃষ্ট বিপর্যয়ের দায় চাপানোর মতো অঙ্গুলি নির্দেশ করেছি।

এসব, '৮৯ সালের দেশব্যাপী আমাদের বিরাটাকার বিপর্যয়ের সারসংকলনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই, পুনরায় সামনে নিয়ে এসেছে।

সে সময়ে আমরা, দেশব্যাপী বিপর্যয়ের কারণ, লাইন ও পরিকল্পনার মধ্যে প্রধানত: না খুঁজে, ফিল্ড-ওয়ার্কে নিয়োজিত নেতৃত্বদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-অযোগ্যতা এবং সতর্কতা-অসতর্কতার মধ্যে খুঁজেছিলাম।

এবং একইসাথে, বিপর্যয়ের কারণ লাইন ও পরিকল্পনার মধ্যে খোঁজার চেষ্টাকে, কঠোরভাবে বিরোধিতা করেছিলাম। এবং সেই প্রচেষ্টা চালনাকারীদের প্রতি, তীব্র কষাঘাত করেছিলাম।

এসব আমাদের জন্য শেষাবধি শুভ হয়নি।

সারসংকলনের ক্ষেত্রে এই ভুল অমাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পুনরাবৃত্তি, প্রকৃত সত্যে পৌছানোর ক্ষেত্রে এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত শিক্ষাসমূহকে অনুধাবন, অনুশীলন ও আত্মস্থ: করার ক্ষেত্রে, এবারো আমাদেরকে পুনরায় ব্যর্থ করে তুলতে পারে।

তাই সারসংকলনের ক্ষেত্রে অমাওবাদী ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই, আমাদেরকে প্রথমে পরিবর্তন করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে মাওবাদী সারসংকলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

মাওবাদী সারসংকলনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ হচ্ছে—সফলতা ও বিফলতার কারণ, প্রথমত: ও প্রধানত, গৃহিত ও অনুশীলিত লাইন ও পরিকল্পনার মধ্যে খোঁজা। বহিরঙ্গের বদলে অভ্যন্তরীণ কারণের ওপর জোর দেয়া এবং অভ্যন্তরীণ কারণের মধ্যে প্রধান দিকের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা। ভিত্তি ও শর্তের মধ্যে ভিত্তিকে প্রাধান্য দেয়া। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্যে আত্মসমালোচনার ওপর জোর দেয়া, দায় এড়ানো ও কাঁধে নেয়ার মধ্যে, দায় কাঁধে নেয়াকে গুরুত্ব দেয়া প্রভৃতি। এসবের

একেবারেই অনুপস্থিতি রয়েছে, ইতোমধ্যে আসা, ২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের প্রাথমিক সারসংকলনমূলক বক্তব্য, মতামত ও মন্তব্য সমূহে।

কমরেডগণ,

২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আসল সত্যটা কী?

আমার মতে তা হচ্ছে, একদল পার্টি ও গণবিরোধী শত্রু সংগঠিত হয়ে আমাদের ওপর প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ করেছে। আমাদের বেশকিছু কমরেড ও অস্ত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও, একেবারেই অপ্রস্তুত ও অসহায় অবস্থায় আমরা বিনা লড়াইয়ে আমাদের লোক ও জিনিস হারিয়েছি।

এটা হচ্ছে ঘটনার একটি দিক। যাতে প্রকাশিত হচ্ছে যে, রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের উপযোগীভাবে আমরা সচেতন, সতর্ক ও প্রস্তুত ছিলাম না। ফলে অপ্রস্তুত ও অসহায় অবস্থায় বিনা লড়াইয়ে মার খেয়েছি।

এছাড়াও ঘটনার অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় আমাদের বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, তা রক্তাক্ত সংগ্রামের উপযোগীভাবে সচেতন, সতর্ক, সংগঠিত ও সক্রিয় ছিলো না।

ফলে ঘটনার সময়ে বিশাল সংখ্যক জনগণ শোকাভিভূত কিন্তু প্রতিরোধ ও পাল্টা আক্রমণে মূলতঃ নিষ্ক্রিয় ছিলো।

যা, শত্রুপক্ষের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণকে সম্ভবপর এবং প্রধানতঃ সফল করে তুলেছে।

আমার মতে ঘটনার এ দুটো দিকই হচ্ছে প্রধানতঃ রাজনৈতিক দিক। যা "যুদ্ধ" ও "গণ"-র প্রশ্নের সাথে অর্থাৎ, গণযুদ্ধের রাজনৈতিক প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত।

যা একইসাথে গণযুদ্ধের রাজনীতির মতাদর্শিক এবং সংগ্রামিক-সাংগঠনিক দিকের সাথেও সম্পর্কিত।

কেনো আমরা যুদ্ধ তথা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামে অপ্রস্তুত ও অসহায় অবস্থায় বিনা লড়াইয়ে মার খাচ্ছি? এবং কেনইবা আমাদের রাজনৈতিক মতাবস্থানের পক্ষে জনগণের মরিয়া লড়াই সংঘটিত হচ্ছে না?

এ দুটো প্রশ্নের উত্তরই আমাদের খুঁজে বের করা দরকার। এবং তা করতে গেলেই, অনিবার্যভাবে তার সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে যুদ্ধ ও গণ'র প্রশ্নে গৃহিত ও অনুশীলিত পার্টির বিদ্যমান লাইন ও পরিকল্পনা।

তা না করে বহিরঙ্গ বা গৌণ বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটি করাটা, আমাদের জন্য কোনো ইতিবাচক স্থায়ী সুফল আনবে না।

এটা সত্য যে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত কমরেডদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং টেকনিক্যাল সতর্কতার কম-বেশি মাত্রা, ঘটনার ওপর হয়তো কম-বেশি প্রভাব ফেলতে পারতো। এমনকি তাতে হয়তো এই নির্দিষ্ট বিপর্যয়টি এড়ানোও যেতে পারতো।

কিন্তু তাতে পার্টির লাইন ও অনুশীলন পরিস্থিতির সমগ্রতার খুব বেশি হের-ফের হতো না। কেননা এ ধরনের ঘটনা ও বিপর্যয়, আগেও ঘটেছে। এবং ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে।

ফলে ব্যক্তিগত যোগ্যতার এবং টেকনিক্যাল সতর্কতার কম-বেশি মাত্রা দিয়ে, এ ধরনের ঘটনা ও বিপর্যয়কে, সামগ্রিকভাবে ও স্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করা যাবে না।

তা করতে গেলে, এর জন্য দায়ী বিদ্যমান লাইন-পরিকল্পনাকেই, প্রথমে পরিবর্তন করতে হবে। নতুবা একই প্রকৃতির ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে না।

কমরেডগণ,

পূর্বে সংঘটিত দক্ষিণাঞ্চলেরই গোসাইরহাট থানা এলাকায় কমরেড রফিকদের বিপর্যয়ের দিকে আমরা যদি পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে কি দেখতে পাবো?

আমরা দেখতে পাবো যে, সেখানেও আমাদের অস্ত্রসজ্জিত কমরেডরা ছিলো, কিন্তু বিনা সংগ্রামে আমাদের বিপর্যয় হয়েছিল। স্থানীয় শত্রুদের হাতে আমাদের লোক ও জিনিস খোয়া গিয়েছিল। সেখানেও আমাদের পক্ষে জনসমর্থন বেশি ছিলো, কিন্তু শত্রুপক্ষের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ প্রতিরোধে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি।

আমরা যদি আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল তথা উত্তরাঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে একই পরিস্থিতি সেখানেও দেখতে পাবো।

উত্তরাঞ্চলে আমাদের অন্যতম নেতা কমরেড কিসমত এবং তার সঙ্গী, আচমকাই নিখোঁজ হয়ে গেলেন, দুটো জিনিসসহ। আজো আমরা তাদের প্রকৃত ভাগ্য সম্পর্কে জানতে পারিনি। ঘটনাটা আমাদের পুরানো গণ এলাকাতেই হয়েছে। নিশ্চিতভাবেই সেখানে আমাদের পক্ষে জনসমর্থন বেশি ছিলো। এবং আমাদের কমরেডরাও অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন। কিন্তু আচমকাই যেন তারা পৃথিবী থেকে উবে গেলেন।

নিকটবর্তী সময়ে উত্তরাঞ্চলেই একজন গুরুত্বপূর্ণ কমরেড, অপ্রস্তুত ও অসহায় অবস্থায় বিনা লড়াইয়ে, ডাকাতদের হাতে নৃশংসভাবে আহত হয়েছিলেন। অথচ তিনি অস্ত্র সজ্জিত ছিলেন। এবং এলাকায় আমাদের পক্ষে জনসমর্থনও ছিলো।

উত্তরাঞ্চলে অটোমেটিক অস্ত্রসহ কমরেড লিয়াকতরাও, অপ্রস্তুত ও অসহায় অবস্থায় বিনা সংগ্রামেই গ্রেফতার হয়েছিলেন, স্থানীয়

শত্রুদের হাতে। সারাদিন আটকা থাকার পর সন্ধ্যায় তারা যেভাবে মুক্ত হয়েছেন, শত্রুর অযোগ্যতা ও অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে অস্ত্র হস্তগত করেছেন, এবং সংগ্রাম করে বেরিয়ে এসেছেন, তা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় এবং অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তার ফলে গ্রেফতারের সময়কার ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত রাজনৈতিক-সংগ্রামিক প্রকৃতি উবে যায় না। এখানেও চারিপাশে জনসমর্থন ছিলো, জিনিস সজ্জিত কমরেডরা ছিলেন, বিনা সংগ্রামে তা প্রথমাবস্থায় লস্ হয়ে গিয়েছিল।

উত্তরাঞ্চলেই পুলিশের নিকট জিনিসসহ কর্মী গ্রেফতারের ঘটনাতেও একই রাজনৈতিক-সংগ্রামিক ধরন প্রকাশিত হয়েছিল। এলাকাতে জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, তা সতর্কীকরণ ও প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখেনি। এবং অপ্রস্তুত ও অসহায় অবস্থায় অস্ত্রসজ্জিত কমরেড গ্রেফতার হয়ে গেলেন বিনা লড়াইয়ে। এবং নিকটেই অবস্থানরত অস্ত্র সজ্জিত অন্য কমরেডরা ছিলেন অসহায় দর্শক, সৃষ্টি হলো না কোনো প্রতিরোধ।

উত্তরাঞ্চলে কমরেড জাহাঙ্গীরদের নিদারুণ রক্তাক্ত বিপর্যয়ের মধ্যেও এই রাজনৈতিক-সামরিক প্রকৃতির কিছু প্রকাশ ছিলো। যা বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ঘটনাকালিন সময়ে নির্ধারক অভ্যন্তরীণ কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। যা শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষেত্রে আমাদের অপ্রস্তুত ও অসহায় এবং শেষাবধি কমরেডদেরকে বিভক্ত করে ফেলেছিল। যারা লড়াই করতে চেয়েছিলেন, পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবার পরও তারা শেষাবধি লড়াই করেই একাংশকে নিরাপদ করেছিল। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ লস্ হয়ে গিয়েছিল।

সংগ্রামের ক্ষেত্রে এমন অপ্রস্তুতি ও অসহায়ত্বের ঘটনাগুলো এভাবে ঘটছে ও ঘটেছে। সংখ্যায় তা কম নয়। আমাদের বর্তমান দলীয় সামর্থে এই ঘটনাগুলো পরিমাণে ও গুণে মোটেই উপেক্ষনীয় নয়।

বিপর্যয়ের ঘটনাগুলো ছাড়াও, একই রাজনৈতিক-সংগ্রামিক প্রকৃতিকে প্রকাশ করে এমন আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। যাতে চরম বিপর্যয় হয়নি। ব্যক্তি বিশেষদের টেকনিক্যাল সতর্কতা, ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যতার কারণে আমরা রেহাই পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু তাতে এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত রাজনৈতিক-সংগ্রামিক প্রকৃতি উবে যায় না।

যেমন উত্তরাঞ্চলে, গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বসহ পার্টি কমরেডদের অস্ত্রসজ্জিত একটি শক্তিশালী গ্রুপ, স্থানীয় ডাকাতদের আক্রমণের মধ্যে চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল মাত্র একজন কমরেডের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, চৌকষতা ও সতর্কতার কারণে। বিপর্যয় না হলেও, এই ঘটনাতেও যে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রকৃতি প্রকাশিত হয়েছিল, তা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী পূর্বাপর ঘটনাসমূহেরই অনুরূপ। আমাদের পক্ষের জনসমর্থন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। এবং অস্ত্রসজ্জিত কমরেডরা ছিলেন সংগ্রামের অনুপযোগী, অপ্রস্তুত, অসতর্ক ও শত্রুর আক্রমণের মুখে প্রথমাবস্থায় প্রায় অসহায়।

দক্ষিণাঞ্চলেও একই ধরনের অনেক ঘটনা রয়েছে। যা একই রাজনৈতিক-সামরিক প্রকৃতিকে ধারণ ও প্রকাশ করে।

ডামুড্যা-গোসাইরহাট এলাকায় একসময়ে পুলিশী টহলদারী জোরদার হয়েছিল এবং স্থানীয় শত্রুরাও তৎপর হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। এসময়ে এই এলাকায় অন্যতম নেতা কম. বরকতের নেতৃত্বে আমাদের একটি শক্তিশালী গ্রুপ চলাফেরা করতো। একরাতে কাছাকাছি টর্চের আলো দেখে পুরো গ্রুপটাই প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কম. বরকত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত "নিখোঁজ" থাকেন। কম. রবির ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও নৈপুণ্যতার কারণে, শেষাবধি গ্রুপটা একত্রিত হতে পারলেও, তা থেকে ঘটনায় প্রকাশিত আমাদের অসংগ্রামিক অপ্রস্তুতি ও অসহায়ত্ব, আড়াল হয়ে যায় না। এ ধরনের ঘটনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে আরো ঘটেছে।

ভেদরগঞ্জ থানা এলাকার একটি শক্তিশালী গণগ্রামে অবস্থান করছিলেন কম. বরকত ও কম. রবি। নিকটবর্তী গণগ্রাম ও গণপাড়াগুলোতে অবস্থান করছিল আরো অনেক কমরেড ও অস্ত্র। এসময়ে পুলিশ আসছে শুনে কম. বরকত নিজেকে নিরাপদ করেছিলেন দ্রুত সরে পড়ে। কিন্তু অপ্রস্তুত, অসতর্ক ও অসহায়ভাবে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন নিজ দায়িত্বাধীন দুটো অস্ত্র ও কম. রবিকে। যদি সত্যিই পুলিশ আসতো, তাহলে আরেকটি বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিলো।

ভেদরগঞ্জের একটি শক্তিশালী গণ এলাকাতে, পার্টির বর্তমান দুজন শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে, পুলিশ আসার খবর শুনে, আমাদের কমরেডদের মধ্যে যে বিশৃংখলা ও হট্টগোল শুরু হয়েছিল, তা আরেকটি বিপর্যয় ডেকে আনতে পারতো। একটি ছোট উঠোনের মধ্যে, দুজন শীর্ষ নেতৃত্ব অস্থির ও উত্তেজিতভাবে ঘুরেছেন, পরস্পরকে ডাকাডাকি ও অন্যদের জন্য হাকাহাকি করেছেন, পরস্পরের সামনে দিয়ে বারবার যাতায়াত করেছেন, কিন্তু দুজন দুজনকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। ফলে অস্ত্র সজ্জিত শক্তিশালী পার্টি গ্রুপটা নেতৃত্বহীন, অপ্রস্তুত ও অসহায় হয়ে পড়েছিল কিছু সময়ের জন্য। অথচ পুলিশ খুব নিকটেই এসেছিল এবং অন্যদিকে চলে গিয়েছিল। বিপর্যয় না হওয়াটা ছিলো আমাদের জন্য সৌভাগ্য।

পুলিশ আসছে বা আসবে শুনলে, সাম্প্রতিককালে আমাদের মধ্যে যে অস্থিরতা, বিশৃংখলা ও অপ্রস্তুতির অসহায়ত্বের প্রকাশ ঘটছে, তার বহু ঘটনা শক্তিশালী দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে। যা নিয়ে জনগণ এবং পুরানো কর্মীরা, হাসি-ঠাট্টা করে।

এমনকি আমরা যখন সত্যিকারভাবেই পরিকল্পিত আক্রমণে যাচ্ছি, তখনো তাতে অব্যাহত বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক অপ্রস্তুতির প্রকাশ ঘটছে।

উত্তরাঞ্চলের হাসান চেয়ারম্যান খতম, কম. জাহাঙ্গীরদের বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অপারেশন প্রভৃতি সবগুলোতেই তার প্রকাশ ছিলো। এবং সবগুলো ঘটনাতেই আমাদের কম-বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দক্ষিণাঞ্চলের অপারেশনগুলোতেও, যেমন পেটকাটা কাসেম অপারেশন, রফিক চেয়ারম্যান খতম অপারেশন, রুস্তম খতম অপারেশন, এবং উৎরাইলে আনসারদের নিকট থেকে অস্ত্র দখলের অপারেশন, সবগুলোতেই গুরুতর বিশৃংখলা হয়েছিল। ব্যক্তি বিশেষদের ব্যক্তিগত সতর্কতা, যোগ্যতা, চৌকষতা ও নৈপুণ্যের কারণে, এসব ঘটনাতে বিপর্যয় না হলেও তার সম্ভাবনা প্রতিটি ঘটনাতেই ছিলো।

যুদ্ধ অর্থাৎ রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অপ্রস্তুতি এতদূর পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে যে, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে বাধা প্রদান করতে ইচ্ছুক একদল নেতা-কর্মী-সমর্থক জনগোষ্ঠিও আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে।

যার একটি প্রকাশ হচ্ছে এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সক্রিয় কর্মীদের নিকট গোপন রেখে, বহিরাগত কর্মীদের ওপর নির্ভর করে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অপারেশনের পরিকল্পনা করতে হয়।

জুন '৯৬-এর বর্ধিত অধিবেশনের পরে, উত্তরাঞ্চলে, একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রিয় অপারেশন পরিকল্পনা, শেষ মুহূর্তে বাতিল করতে হয়েছে তাতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একজন কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের শেষ মুহূর্তে অপারগতা জানানোর ফলে।

গত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে দক্ষিণাঞ্চলে, আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা, বাহিনী রওয়ানা দেবার পরও শেষ পর্যন্ত পরিত্যাক্ত হয়েছিল, সামনে একটি খাল পড়ে যাবার কারণে। অথচ বাহিনী যেখানে পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিল, তার থেকে খালটির দূরত্ব বেশি দূরে নয়। এ সত্ত্বেও আমরা খালটির অবস্থান ও তার প্রকৃতি আগে জানিনি, বা জানলেও তার ভিত্তিতেই পরিকল্পনা করেছি। এবং রওয়ানা দিয়েও খালকে অজুহাত করে পরে তা বাতিল করেছি।

ধান তোলা বা ফসল সাহায্য সংগ্রহের অভিযানগুলো, যা একনাগাড়ে চালিত কয়েকদিনের ঝুঁকিপূর্ণ বহু অপারেশনের সমষ্টি, তা চালিত হয় এমনভাবে, যাকে আমাদের মধ্যকার অনেকেই বলে থাকেন, "পিকনিক পার্টি"-র অভিযান।

বৈঠক, সমাবেশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাধারণত: আমরা বাড়তি প্রস্তুতি ও সতর্কতা নিয়ে থাকি। বৈঠক ও সমাবেশের গুরুত্ব অনুযায়ী, এই বাড়তি প্রস্তুতি ও সতর্কতাও, পরিমাণে ও গুণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও যে রাজনৈতিক ও সংগ্রামিক প্রকৃতির প্রকাশ ঘটছে, তার সাথে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলোতে প্রকাশিত রাজনৈতিক-সামরিক প্রকৃতির কোনো পার্থক্য নেই।

যেমন কোনো এক অঞ্চলে C.C-র ৭ম অধিবেশন চলাকালিন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে মহা অঘটন ঘটে যেতে পারতো। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ রোড ও ব্রিজের কাছে এসে আমাদের অস্ত্র ও কমরেড বহনকারী পাঁচটি নৌকার জটলা বেধে গিয়েছিল। এখানে কোনো পূর্ব পাহারাদারীর ব্যবস্থা এবং এমনকি অগ্রগামী কোনো ইউনিটের ব্যবস্থাও ছিলো না। এই রোড ও ব্রিজের ওপর দিয়ে প্রায়শ:ই পুলিশ যাতায়াত করে। এবং গাড়িপথে, রোডের দুদিকেই ৫/৭ মিনিটের দূরত্বে দুটো শক্তিশালী পুলিশী অবস্থান রয়েছে। আমাদের জটলাটা বেশকিছু সময় স্থায়ী হয়েছিল। এসত্ত্বেও কোনো দুর্ঘটনা না ঘটাটাকে সৌভাগ্য প্রসূতই বলতে হবে।

চলাফেরা, থাকা-খাওয়া, নৈশ মুভমেন্ট, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই এই রাজনৈতিক ও সংগ্রামিক প্রকৃতির প্রকাশ রয়েছে।

যার ফলশ্রুতিতে কিছু ঘটনায় আমাদের বিপর্যয় হয়েছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের ব্যর্থতা এবং আমাদের কারো ব্যক্তিগত সতর্কতা, টেকনিক্যাল যোগ্যতা ও নৈপুণ্যতার কারণে রেহাই পেয়ে গেছি।

আমরা রেহাই পাই বা না পাই, সবগুলো ঘটনাতেই এই অদ্ভুত সামঞ্জস্যতা রয়েছে যে, আমাদের অস্ত্র সজ্জিত শ্রেষ্ঠ কমরেডরা, রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রধানত: অপ্রস্তুত থাকছেন। ফলে শত্রুদের আক্রমণের মুখে প্রধানত: অসহায় অবস্থায় বিনা লড়াইয়ে পরাভূত হচ্ছেন। ফলে আমাদের লোক ও জিনিস খোয়া যাচ্ছে বা তার সম্ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে। এবং ঘটনাসমূহের মধ্যে আরেকটি অদ্ভুত সামঞ্জস্যতা এখানে যে, ঘটনাস্থল সমূহে বা তার চারিপাশে আমাদের পার্টির পক্ষে বিপুল জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও, তা প্রয়োজনীয় সময়গুলোতে রক্তপাতময় সংগ্রামে কার্যকর হয়ে উঠতে পারছে না। এবং তার ওপর আমরা কার্যকরভাবে নির্ভরও করতে পারছি না।

২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের ঘটনাতেও, এই দুটো অবস্থাই প্রকাশিত হয়েছে।

এ দুটো অবস্থার পরিবর্তন ব্যতিরেকে, এ ধরনের পরিস্থিতি ও দুঃখজনক বিপর্যয় এবং তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা থেকে, আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি না।

এ কারণে এ দুটো পরিস্থিতির জন্য দায়ী কী, কেনো ও কিভাবে, তা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। সেগুলো পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু তা করার ক্ষেত্রে, ইতোমধ্যে আসা প্রাথমিক সারসংকলনগুলো, প্রধানত: ও মূলত ব্যর্থ হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

কমরেডগণ,

সংঘটিত বেশ কয়েকটি বিপর্যয়ে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের কমরেডগণ এবং আমাদের সমর্থক জনগোষ্ঠি, সার্বক্ষণিক যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং যুদ্ধ সতর্কতার মধ্যে নেই। ফলে প্রতিবিপ্লবী আক্রমণগুলোর মুখে আমরা অপ্রস্তুত ও অসহায় হয়ে পড়ছি, এবং বিপর্যস্ত: হয়েছি ও হচ্ছি।

লাইন বিবর্জিতভাবে টেকনিক্যাল যোগ্যতা ও সতর্কতা সাধারণত: গড়ে ওঠে না এবং বিকশিত হয় না। লাইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ গাইড প্রদানের আরোপিত পদ্ধতিতে কিছু টেকনিক্যাল যোগ্যতা ও সতর্কতা ক্ষেত্র বিশেষে গড়ে উঠলেও তা স্থায়ী হয় না, বিকশিত হয় না, সাধারণ হয় না, সর্বদা অনুশীলিত হয় না, আত্মস্থ: হয় না, অভ্যাসে পরিণত হয় না।

যুদ্ধ তথা রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যমান লাইন হচ্ছে উত্তরণের লাইন। যা নিজেকে প্রকাশ করে, "সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেরিলাযুদ্ধে উত্তরণের" লাইন সূত্রায়নে।

এই লাইন, "সশস্ত্র সংগ্রাম" এবং "বিপ্লবীযুদ্ধ"-কে, সে হিসেবে বিপ্লবীযুদ্ধের আজকের পর্যায়ে অনুশীলনযোগ্য রূপ "গেরিলাযুদ্ধ"-কে, দু'পৃথক বস্তু হিসেবে উপস্থাপন করে। এবং যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের বিকাশের মধ্য দিয়ে যুদ্ধে উত্তরণের মতাবস্থানকে সামনে আনে। যা যুদ্ধকে পরের কর্তব্য করে ফেলে।

ফলে এই লাইনের অধীনে, রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে আমরা যুদ্ধকে পরের কর্তব্য মনে করছি। এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন, নীতি, পদ্ধতি, পরিকল্পনা, গাইড, প্রস্তুতি, সতর্কতা ও অভ্যাস গড়ে উঠছে। ফলে যখন সত্যিকার রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রাম আমাদের ওপর চেপে বসে তখন প্রধানত: আমরা ব্যর্থ হচ্ছি, বিপর্যস্ত: হচ্ছি। এবং প্রায়শ:ই বিনা সংগ্রামে আমাদের লোক ও জিনিস খোয়া যাচ্ছে।

বিদ্যমান যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের ভিত্তিতে, আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ। যার মধ্য দিয়ে কর্মী, গেরিলা, নিগেদ (বাহিনী), এলাকা, লাগাতার এলাকা, গণভিত্তি ও অস্ত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করতে হবে। এবং তার বিকাশের প্রক্রিয়ায় যুদ্ধে উত্তরণ ঘটাতে হবে।

এই সাধারণ লাইন, পরিকল্পনা ও করণীয়-এর ভিত্তিতে আমরা যে অনুশীলন চালাচ্ছি, তাতে রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ নীতি, পদ্ধতি, পরিকল্পনা, গাইড, প্রস্তুতি, সতর্কতা ও অভ্যাস অবশ্যই গড়ে উঠছে। কিন্তু তা দিয়ে রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামকে মোকাবেলা করা যাচ্ছে না। এবং সম্ভবও নয়। অথচ সমাজে বিরাজমান রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছে আমাদের ইচ্ছামুক্ত অনিবার্য বাস্তবতা।

ফলে যুদ্ধ সম্পর্কিত আমাদের বিদ্যমান অযুদ্ধের লাইন এবং তা থেকে আসা অযুদ্ধের পরিকল্পনা ও করণীয় সমূহ, বিদ্যমান রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামপূর্ণ বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। তা আমাদেরকে সঠিকভাবে গাইড করতে পারছে না। ফলে তার অনুশীলন করতে গিয়ে আমাদেরকে মার খেতে হচ্ছে।

২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়টি, ওখানে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের প্রকাশ নয়। বরং তা ওখানে ইতোপূর্বেই বিরাজমান রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের একটি প্রকাশ মাত্র।

এই ধরনের রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতাকে, রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের তথা যুদ্ধের লাইনে মোকাবেলা না করে আমরা মোকাবেলা করছি অযুদ্ধের তথা রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজ প্রধানের যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের ভিত্তিতে।

নামে যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন হলেও কাজে এটা বাস্তবে প্রচার তৎপরতা চালানো ও সাংগঠনিক কাজ গড়ে তোলার লাইন। যা যথাসম্ভব সশস্ত্রভাবে করতে হবে। এর মধ্যে "সংগ্রাম" নেই, "সশস্ত্র" আছে। কেননা, অধিকাংশ এলাকাতেই আজকের যুগে "সশস্ত্র" না হয়ে চলাফেরাও করা যায় না।

এই লাইন, বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে গড়ে তোলার বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে, পরিবর্তিত করেছে প্রচার তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে সবকিছু গড়ে তোলার অসংগ্রামিক রাজনীতি ও তার সাংগঠনিক নীতিতে।

এই লাইন, দশ বছরে অনুসৃত যুদ্ধের প্রশ্নে সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন, যার খতম স্তরে অনুসৃত হতো খতমের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে গড়ে তোলার রাজনীতি ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি, তাকেও পরিবর্তিত করেছে অসংগ্রামিক প্রচার তৎপরতা ও সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে গড়ে তোলার অসংগ্রামিক রাজনীতি ও সাংগঠনিক নীতিতে।

যা আমাদেরকে বিপ্লবীযুদ্ধ তথা শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বিশেষত পুলিশ-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে, এবং এমনকি স্থানীয় চোর-ডাকাত-ক্ষুদে শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রেও, অপ্রস্তুত ও অসহায় করে ফেলছে।

ফলে এই লাইনের অনুশীলনে ২৯শে মার্চের বিপর্যয়, বা এটা না হলেও এ ধরনের বিপর্যয়, আমাদের অনিবার্য নিয়তি বলেই আমার ধারণা।

কমরেডগণ,

বিপ্লবীযুদ্ধের লাইন গ্রহণ ব্যতিরেকে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সাংগঠনিক, সামরিক লাইন, নীতি-পদ্ধতি, গাইড, পরিকল্পনা, অনুশীলন, প্রস্তুতি, সতর্কতা ও অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে না।

এসব আকাশ থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। এসব মস্তিষ্কজাত সহজাত প্রবণতাও হতে পারে না। এটা আসতে পারে এবং বিকশিত হতে পারে কেবলমাত্র বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে এবং তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে গ্রহণ করে। এবং তার অব্যাহত অনুশীলন ও সারসংকলনের মধ্য দিয়ে।

ফলে ২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়, এবং একই প্রকৃতির পূর্বের অন্যান্য বিপর্যয়, এবং অনেক ঘটনায় বিপর্যয় না হলেও প্রায় বিপর্যয়ের সম্মুখিন হবার পরিস্থিতিগুলোর, সত্যিকার সারসংকলন যদি আমরা করতে চাই, সে সময়গুলোতে অস্ত্রসজ্জিত কমরেডদের অপ্রস্তুতি, অসতর্কতা ও অসহায়ত্বের মূল কারণ যদি আমরা উদঘাটন করতে চাই, বিনা লড়াইয়ে বারবার পরাজিত হবার কারণকে যদি চিহ্নিত ও সংশোধন করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অতি অবশ্যই বিদ্যমান ও অনুশীলিত "সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেরিলাযুদ্ধে উত্তরণের লাইন"-কেই পুন:পর্যালোচনা ও পরিবর্তন করতে হবে। এবং কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনকে গ্রহণ করতে হবে।

এটা প্রয়োজন, বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সাংগঠনিক-সামরিক লাইন, নীতি-পদ্ধতি, পরিকল্পনা, গাইড, অনুশীলন ও অভ্যাস গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য তার ভিত্তিতে কর্মী-জনগণ তথা সমগ্র পার্টিকে সজ্জিত, শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে গড়ে তুলবার জন্য। এবং বাস্তব বিপ্লবীযুদ্ধকে ও বিপ্লবী বাহিনীকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য।

এর মধ্য দিয়েই আমাদের পার্টি, প্রকৃত বিপ্লবীযুদ্ধের নেতৃত্বকারী পার্টি হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে।

এবং কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পার্টিতে, যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সাংগঠনিক-সামরিকভাবে প্রস্তুত নয়—এমন লোক, নেতা-কর্মী, সমর্থকদের ভীড় জমানো, নেতৃত্বে আসীন হওয়া, বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির পক্ষের মতাবস্থান ও তার সমর্থকদের ওপর ছড়ি ঘোরানো ও "একনায়কত্ব" চালানোকে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হবে।

ফলে এই পার্টিতে যারা যোগদান করবে এবং পার্টিকে যারা সমর্থন করবে, তারা রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সাংগঠনিক-সামরিকভাবে যুদ্ধের চেতনায় সজ্জিত হয়েই আসবে। এবং অনবরত তাতে সজ্জিত হবে।

ফলে আমরা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের মুখে অনবরত অপ্রস্তুতি ও অসহায়ত্বের মধ্যে পড়বো না, এবং বিনা লড়াইয়ে অনবরত মার খাবো না।

কমরেডগণ,

যুদ্ধের প্রশ্নে অযুদ্ধের যে রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন আমরা গ্রহণ করেছি ও তার অনুশীলন চালাচ্ছি, তাতে আমাদের নেতা ও কর্মীদের মতো আমাদের সমর্থক জনগণও যুদ্ধের জন্য, রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের জন্য অপ্রস্তুত থাকছেন।

ফলে রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা এ্যাকশন যখন সামনে এসে পড়ছে, তখন আমাদের নেতা ও কর্মীদের মতো জনগণও, উপযুক্তভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারছেন না। ২৯শে মার্চের ঘটনাসহ সাম্প্রতিক বিপর্যয়গুলোতে এটা ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

অন্যদিকে জনগণকে, বিপ্লবের মূল মিত্রশ্রেণীর জনগণকে সচেতন, সংগঠিত, সক্রিয় ও সংগ্রামী করে তুলবার জন্য যে লাইন বা কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি, তাও তাদেরকে সচেতন, সংগঠিত, সক্রিয় ও সংগ্রামমুখিন করার জন্য উপযুক্ত ও সঠিক নয়।

যেমন, আমরা বর্তমানে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে বলছি বিকৃত পুঁজিবাদী। বাজার অর্থনীতিকে সেন্টার করেছি। কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাসকে প্রধান বিষয়ে পরিণত করেছি।

ফলে এর দ্বারা, অর্থাৎ কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস ও কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি দ্বারা, ধনী ও উচ্চমধ্য কৃষকশ্রেণী সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় বা হবে।

ফলে এই কর্মসূচির অধীনে যে লড়াই, সংগ্রাম বা তার চেষ্টা হবে, তা প্রধানত: ধনী ও উচ্চমধ্য কৃষকশ্রেণীর স্বার্থকে সেবা করবে। এর দ্বারা ক্ষেতমজুর, গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক জনগণ কিছুটা উপকৃত হলেও, এবং ফলে তাতে তাদের সমর্থন ও অংশগ্রহণ থাকলেও, এটা প্রধানত: তাদের শ্রেণীস্বার্থের কর্মসূচি ও লড়াই নয়। ফলে এর দ্বারা তাদের মরিয়া লড়াইয়ের উপযোগী রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সাংগঠনিক, সামরিক সচেনতা, প্রস্তুতি, সতর্কতা ও অভ্যস্ততাও গড়ে উঠতে পারে না, আমরা যতো প্রাণান্তকর চেষ্টাই চালাই না কেনো।

এই লাইন, পরিবর্তন ঘটিয়েছে কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আমাদের পার্টির পূর্বের আধাসামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নকে। এবং তার কেন্দ্রিয় বিষয় কৃষিবিপ্লব এবং প্রধান দিক ভূমি বিপ্লবের লাইনকে।

অথচ পূর্বের লাইন ও কর্মসূচিতে, সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতো ও হবে ক্ষেতমজুর, গরিব কৃষক ও নিম্নমাঝারী কৃষকশ্রেণী। ফলে এটা হতো প্রধানত তাদের শ্রেণীস্বার্থের লড়াই।

ফলে লাইন ও কর্মসূচির অধীনে ও ভিত্তিতে, শ্রেণীগতভাবেই তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে মরিয়া যুদ্ধের জন্য রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সাংগঠনিক ও সামরিকভাবে সচেতন, সজ্জিত, শিক্ষিত, সতর্ক, প্রস্তুত, সক্রিয় ও অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারতো।

অন্তত: মূল লাইনের দিক থেকে তা অবারিত ছিলো। রাজনৈতিক-সংগ্রামিকভাবে সে সম্ভাবনা ছিলো। '৭১ সালের পেয়ারা বাগানের সংগ্রাম, তার এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ অনুশীলন দেখিয়েছে।

তবে আমাদের ভুলও ছিলো। যুদ্ধের রাজনীতি এবং তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে, আমরা আপেক্ষিক কেন্দ্রিভবনের মাধ্যমে বিপ্লবীযুদ্ধ ও সংগ্রামকে গড়ে তুলতে পেরেছিলাম, শত্রুর প্রচণ্ড দমনাভিযানের সময়ে নিজেদের সামর্থকে ছড়িয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা ও সংগ্রামকে বিস্তৃত করতে পেরেছিলাম, কিন্তু পুনরায় কেন্দ্রিভবনের প্রক্রিয়াতে আমরা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলাম। এটা '৭১ সালে এবং '৭৪-'৭৫ সালে, উভয় ক্ষেত্রেই সত্য।

অন্যদিকে বিশেষত: '৭৩-'৭৪-'৭৫ সালে, আমরা কৃষিবিপ্লবের কর্মসূচিকে আঁকড়ে ধরতে ও বিকশিত করতেও ব্যর্থ হয়েছিলাম।

এগুলো ছিলো খোদ গণযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির ক্ষেত্রে বিরাজমান অস্পষ্টতা ও সমস্যার প্রকাশ। যার সাথে যুক্ত ও মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল, উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে আমাদের লাইন এবং তা থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক সমস্যাবলী।

এ অবস্থায় আমাদের প্রয়োজন ছিলো, যে মূল ভুলগুলোর জন্য সে সময়ে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম তার সারসংকলন করে ভুলগুলোকে কাটানো এবং আমাদের মূল বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির অনুশীলনকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করে তোলা।

এজন্য প্রয়োজন ছিলো যুদ্ধ ও গণ'র প্রশ্নে, আমাদের আরো সঠিক লাইন, নীতি, পদ্ধতি, গাইড, পরিকল্পনার উদ্ভাবন ও বিকাশ করা।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে এই যে, ভুলগুলোকে বের করতে যেয়ে, সেগুলোকে অতিক্রম করতে যেয়ে, আমরা আরো বেশি ভুলের ফাঁদে আটকে পড়েছি।

কামাল হায়দারের নেতৃত্বে আমরা খোদ বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকেই বিসর্জন দিয়েছিলাম। এবং আঁকড়ে ধরেছিলাম সশস্ত্র গণসংগ্রাম-গণসংগঠনবাদের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে।

যা এক পর্যায়ে স্থূল প্রকাশ্য গণসংগ্রামবাদ-গণসংগঠনবাদের রাজনীতি ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিতে বাঁক নিয়েছিল।

তখন তাকে প্রতিহত করে আমরা গ্রহণ করেছিলাম, প্রথমে তিনস্তর ও পরে দু'স্তর বিশিষ্ট যুদ্ধের লাইন। যা ছিলো যুদ্ধের প্রশ্নে সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী সশস্ত্র গণসংগ্রামবাদ-গণসংগঠনবাদের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইন।

যা, সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত আমাদের মতো দেশে, বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবকিছু গড়ে তোলা ও বিকশিত করার বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি এবং তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে, পরিবর্তিত ও অধ:পতিত করেছিল খতম স্তরের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিতে।

যা, খতমের মধ্য দিয়ে এবং খতম স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সবকিছুকে গড়ে তোলার রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে সামনে এনেছিল।

যা, শাসকশ্রেণী, রাষ্টযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আক্রমণের মুখে আমাদেরকে অসহায় ও অপ্রস্তুত করে রেখেছিল। এবং ফলশ্রুতিতে '৮৮-'৮৯ সালে দেশব্যাপী বিপর্যয় হয়েছিল।

এখন আমরা গ্রহণ করেছি ও অনুশীলন করছি, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন। যা হচ্ছে প্রধানত: প্রচার তৎপরতা চালানো ও সাংগঠনিক কাজ গড়ে তোলার অসংগ্রামিক তৎপরতার লাইন।

যার অধীনে ও ভিত্তিতে, এখন আমরা শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বাহিনীর আক্রমণের মুখেই নয়, অধিকন্তু স্থানীয় ক্ষুদে শত্রুদের আক্রমণের মুখেও অপ্রস্তুত থাকছি। এবং অসহায় অবস্থায় প্রধানত: বিনা লড়াইয়ে মার খাচ্ছি।

এভাবে শুধুমাত্র বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিটা এবং তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিটাই বিসর্জিত হয়নি, বরং একইসাথে যুদ্ধটা যে রাজনীতি ও কর্মসূচির অধীনে ও ভিত্তিতে "বিপ্লবী" ও "গণ" হয়ে উঠতে পারতো, তাকেও আমরা বাদ দিয়েছি, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও কর্মসূচি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

বিকৃত পুঁজিবাদের মূল্যায়ন, বাজার অর্থনীতি কেন্দ্রিয় বিষয়, কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস হচ্ছে প্রধান দিক, প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটিয়েছে আধাসামন্ততান্ত্রিক মূল্যায়ন, কেন্দ্রিয় বিষয় কৃষিবিপ্লব, প্রধান দিক ভূমি বিপ্লবের লাইন ও কর্মসূচিকে।

যার মধ্য দিয়ে মূল শ্রেণীগুলোর মূল শ্রেণীস্বার্থটাই বিসর্জিত হয়ে গিয়েছে।

যার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় চিরায়ত সামন্তবাদের আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তর এবং তা থেকে উদ্ভূত নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনের সারবস্তু কৃষিবিপ্লব ও কেন্দ্রিয় বিষয় ভূমি বিপ্লবটাই বাতিল হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের যে নতুন রাজনৈতিক লাইন ও কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছিলাম, তাতে গুরুতর ভুল ও বিচ্যুতিই আমাদের হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় চিরায়ত সামন্তবাদের আধাসামন্ত তান্ত্রিকতায় রূপান্তর এবং তা থেকে উদ্ভূত দ্বৈত বা মিশ্র অর্থনীতিকে আমরা বুঝিনি। ফলে আধাসামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্য অর্থনীতির বিকাশ ও প্রাধান্যে আসা, বাজার অর্থনীতির বিকাশ, আমলা মুৎসুদ্দি শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ও একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠা, রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে সামন্তশ্রেণীর বিদায়, রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক সামন্ত বাদকে ক্ষয় ও আত্মীকরণ, অর্থনীতির মধ্যে মিশ্র বা দ্বৈত উপাদানের উপস্থিতি, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, কৃষিবিপ্লব ও ভূমিবিপ্লবের জন্য লড়াই প্রধানতঃ রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে একিভূত হয়ে যাওয়া, প্রভৃতি বিষয়কে আমরা উপযুক্তভাবে উদঘাটন করতে পারিনি। এবং ব্যাখ্যা করতেও ভুল করেছি।

ফলে সত্যিকার আধাসামন্ততান্ত্রিকতাকে আমরা বিকৃত পুঁজিবাদ বলে ভুল ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করেছি। এতে নির্ধারক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্রিয় বিষয় কৃষিবিপ্লব এবং তার প্রধান দিক ভূমিবিপ্লবের ক্ষেত্রে।

যার মধ্য দিয়ে আমাদের মূল শ্রেণীগুলোর মূল শ্রেণীস্বার্থের বিসর্জন ঘটে গেছে। এরপরও মূল শ্রেণীগুলোর জনগোষ্ঠির সর্বাত্মক সক্রিয়তা, মরিয়া সহযোগিতা, শ্রেণীগতভাবে পাবার প্রত্যাশাটা, খুব সম্ভবতঃ সঠিক নয়। প্রত্যাশা থাকলেও লাইনগতভাবে তা পূরণের উপায় নেই। অতীতের যে কোনো সময়কার তুলনায় এবারকার বিপর্যয়গুলোতে বিপুল সংখ্যক জনগণের শোকার্ত কিন্তু তুলনামূলক নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা এবং তার ক্রমবর্ধমান গতি—এই বিষয়গুলোকে ক্রমবর্ধিতভাবে তুলে ধরছে বলে মনে করি।

২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ রয়েছে।

কমরেডগণ,

জনসমর্থন এখনো আমাদের পার্টির পক্ষে যথেষ্টই রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রতি জনগণের ক্ষোভ ও ঘৃণা, সংশোধনবাদীদের প্রতি অনাস্থা ও তাদের দেউলিয়াত্ব, আমাদের পার্টির অতীত রাজনৈতিক ও সংগ্রামিক ঐতিহ্য, জনগণকে এখনো পার্টির ওপর আস্থায় রেখেছে।

একইসাথে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, ন্যায় বিচার, অসৎ মাতব্বরদের দমন, চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন বিরোধী অবস্থান, মজুরী বৃদ্ধির দাবি প্রভৃতি অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী অবস্থান ও ভূমিকাও, আমাদেরকে ভালো লোকদের পার্টি বলে এখনো তাদের নিকট প্রতিভাত করছে।

যদিও মাস্তানবাজী রাজনীতি ও দুর্নীতির রাজনীতির কিছু অনুশীলনের ফলে, আমাদের পক্ষের জনসমর্থনের মধ্যে বর্তমানে ফাঁটল সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এখনো তা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে জনগণের বড়ো অংশের সমর্থনই এখনো আমাদের পক্ষে রয়েছে।

কিন্তু এই সমর্থন, মরিয়া বিপ্লবীযুদ্ধের উপযুক্ত রাজনৈতিক সচেতনতা ও শ্রেণীস্বার্থ সমৃদ্ধ সমর্থন নয়। ফলে তা মরিয়া রক্তাক্ত সংগ্রামের উপযুক্তভাবে সংগঠিত ও সক্রিয় হয়ে উঠতেও পারে না এবং পারছে না। ফলে আমাদের চারিপাশে জনগণের সত্যিকার লৌহপ্রাকার গড়ে উঠছে না।

এই জনসমর্থনও বর্তমান লাইনের ভিত্তিতে অনন্তকাল যাবত আমাদের পার্টির পিছনে থাকবে না। নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের পক্ষে লড়াইয়ের ডাক দেয়া লাইন ও কর্মসূচির ভিত্তিতে তা পোলারাইজড হবে। অথবা তার অনুপস্থিতিতে, আমাদের সংগ্রামহীনতা এবং মাস্তানবাজী দুদিক থেকেই জনগণকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।

এসবকে প্রতিরোধ ও পরিবর্তন করতে হলে, আমাদের বিদ্যমান লাইনকেই পরিবর্তন করতে হবে।

কমরেডগণ,

কাজ করতে গেলে সফলতা ও ব্যর্থতা দুটোই অনিবার্য। ব্যর্থতা বিপ্লবীদের ললাট লিখন নয়। বরং চূড়ান্ত অর্থে সফলতাই হচ্ছে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টার স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়তি। ব্যর্থতা অবশ্যই সফলতার জননী, যদি ব্যর্থতাকে আমরা সারসংকলনের মাধ্যমে আমাদের ইতিবাচক ও নেতিবাচক শিক্ষায় পরিণত করতে পারি।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা যদি সর্বদাই শুরু করি এভাবে যে, আমাদের লাইন ও পরিকল্পনা সঠিক, তাতে কোনো ভুল নেই, লাইন ও পরিকল্পনার মধ্যে ব্যর্থতার কারণ খোঁজা যাবে না—তাহলে আমরা কখনোই আমাদের লাইন ও পরিকল্পনার ভুলগুলোকে উদঘাটন ও সংশোধন করতে পারবো না।

আমাদেরকে বরং এখান থেকে শুরু করা সঠিক হবে যে, লাইন ও

পরিকল্পনা সঠিক হলে তো ভালোই, ভুল হলেও ক্ষতি নেই, তাকে আমরা সংশোধন করতে পারবো, যদি বারবার পর্যালোচনায় সেটাকেই ভিত্তি করা হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের পার্টিতে বিরাজমান দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয়। আমরা শুরুই করি, "আমাদের সঠিক লাইন" বলে। সত্যিকার অর্থে এখন আমাদের লাইনের নাম বা সূত্রায়নই হয়ে গিয়েছে, "সম্পাদকের সঠিক লাইন" হিসেবে।

এই ভুল সূত্রায়ন ও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি, লাইনের ভুলকে উদঘাটন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

কমরেডগণ,

আমাদের মতাদর্শগত তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। তার আলোকে ও ভিত্তিতেই আমরা আমাদের যে কোনো ভুলকে অতিক্রম করতে সক্ষম।

এজন্য প্রাসঙ্গিক ও বিতর্কিত বিষয়গুলোর ওপর, মাওবাদের ভিত্তিতে জোরালো শিক্ষা আন্দোলন চালানো প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে এই যে, এসব ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র সম্পাদকের লাইনের ভিত্তিতে জোরালো শিক্ষা আন্দোলন চালানোর মতাবস্থান ও কার্যক্রমকে গ্রহণ করেছি।

যা কার্যত: ঘোষিত মতাদর্শিক অবস্থানের সমান্তরাল অঘোষিত আরেকটি মতাদর্শিক অবস্থানকে সামনে নিয়ে এসেছে, যার নাম হচ্ছে "সম্পাদকের সঠিক লাইন"।

যা ভুল ও অমাওবাদী লাইন সমূহকে উপলব্ধি করা এবং ঐক্যবদ্ধভাবে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে নির্ধারক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এবং প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

অথচ এটা খুব সহজেই বোঝা সম্ভব যে, যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের ভিত্তিতে হাজারো শিক্ষা আন্দোলন চালালেও তা রূপান্তরিত হবে না বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনে।

ফলে প্রধানত: রাজনৈতিক প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে সবকিছু গড়ে তোলার অসংগ্রামিক লাইনেরও রূপান্তর ঘটবে না, সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত আমাদের মতো দেশে প্রধানত: বিপ্লবীযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবকিছু গড়ে তোলার সংগ্রামিক লাইনে।

এবং এটাও খুব সহজেই বোঝা সম্ভব যে, বিকৃত পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের লাইনের ভিত্তিতে হাজারো শিক্ষা আন্দোলন চালালেও তা রূপান্তরিত হবে না আধাসামন্ততান্ত্রিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের লাইনে।

ফলে কেন্দ্রিয় বিষয় বাজার অর্থনীতি এবং তার প্রধান দিক হচ্ছে কৃষি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাসের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন ও কর্মসূচি পরিবর্তিত হবে না কেন্দ্রিয় বিষয় কৃষিবিপ্লব এবং তার প্রধান দিক হচ্ছে ভূমিবিপ্লবের বিপ্লবী লাইন ও কর্মসূচিতে।

ফলে প্রধানত: ধনী ও উচ্চমধ্য কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের রাজনীতি ও কর্মসূচি পরিবর্তিত হবে না প্রধানত: ক্ষেতমজুর, গরিব ও নিম্নমাঝারী কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের রাজনীতি ও কর্মসূচিতে।

ফলে শ্রেণী ও গণ লাইনের বিচ্যুতিকেও কাটিয়ে ওঠা যাবে না।

একই কথা দর্শন, সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি, আন্ত:পার্টি দুই লাইনের সংগ্রামের নীতি-পদ্ধতি-দৃষ্টিভঙ্গি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও লাইন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ সব ক্ষেত্রে বিরাজমান ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ও লাইনের ভিত্তিতে জোরালো শিক্ষা আন্দোলন চালিয়ে এ সবের ভুলকে সংশোধন করা যাবে না।

তাই মাওবাদের ভিত্তিতে জোরালো শিক্ষা আন্দোলন চালানোর বিপরীতে বিকল্প ও সমান্তরাল হিসেবে কিছুকে গ্রহণ করা ও অব্যাহত রাখাটা হচ্ছে আমাদের জন্য নির্ধারক ধরনের ভুল।

এই ভুলকে বজায় রেখে কোনো সঠিক সারসংকলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

বরং উল্টো, পার্টির আজকের লাইনগত পরিস্থিতিতে, কেবলমাত্র মাওবাদের ভিত্তিতে জোরালো শিক্ষা আন্দোলন চালিয়েই আমরা মাওবাদী গণযুদ্ধের রাজনীতি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লাইনের ভুলগুলোকে উদঘাটন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে পারবো।

এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের দেশে অপরাজেয় গণযুদ্ধ গড়ে তুলতে পারবো।

এভাবেই সম্ভব হবে রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের মুখে বারংবার অপ্রস্তুতি ও অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে, প্রধানত: বিনা লড়াইয়ে পরাজিত হবার বেদনাদায়ক ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করা।

এবং সম্ভব হবে নিজেদের চারিপাশে নিজ শ্রেণীস্বার্থে মরিয়া লড়াইয়ের জন্য রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিকভাবে সচেতন, প্রস্তুত, সংগঠিত ও সক্রিয় জনগোষ্ঠির সত্যিকার লৌহপ্রাকার গড়ে তোলা।

কমরেডগণ,

যে কোনো অগ্রগতি ও বিপর্যয়েই প্রতিশোধ পরায়ন পার্টিবাদী আমলাতান্ত্রিক চেতনা এবং গোষ্ঠিবাদী সামন্ততান্ত্রিক চেতনা গড়ে উঠতে ও বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।

অথচ আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সফলতা ও ব্যর্থতার উভয় সময়টাতেই কর্মী ও জনগণকে সঠিক রাজনীতিতে শিক্ষিত করে তোলা। ২৯শে মার্চের বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না।

বিপর্যয়ের পর অঞ্চল শাখা কর্তৃক প্রকাশিত এপ্রিল '৯৮-এর লিফলেটে, এক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয়েছে বলে মনে করি।

রাজ্জাক ও টুটুল নিশ্চিতভাবেই জনগণের ওপর অত্যাচারী এবং পার্টি বিরোধী শত্রু। সেজন্য তাদেরকে শাস্তিও দিতে হবে। কিন্তু লিফলেটে তাদেরকে শ্রেণীশত্রু হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

কিন্তু কিভাবে তারা শ্রেণীশত্রু, তার কোনো বর্ণনা লিফলেটে পাওয়া যায় না বরং লিফলেটের বর্ণনাতে, সে বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

যদি বাস্তবে তারা শ্রেণীশত্রু না হয়ে থাকে তবে লিফলেটে তাদেরকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে উল্লেখ করাটা ভুল হয়েছে।

পার্টি, বিপ্লব ও জনগণ বিরোধী বিভিন্ন প্রতিবিপ্লবী তৎপরতা বিভিন্ন কারণে কেউ কেউ চালাতে পারে বটে, তবে শুধুমাত্র সে কারণেই তারা শ্রেণীশত্রু হয়ে যায় না।

তা না হলে রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে কর্মরত প্রায় সকলকেই শ্রেণীশত্রু হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

আসলে এভাবে শ্রেণীমিত্র ও শ্রেণীশত্রু নির্ধারিত হয় না। উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণী নির্ধারিত হয়। এবং উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তনের বিপ্লবের বর্তমান স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থান ও ভূমিকা দ্বারা, শ্রেণীশত্রু ও শ্রেণীমিত্র নির্ধারিত হয়।

পার্টির উপর আক্রমণ করলেই এবং পার্টি বিরোধী হলেই তাকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে উল্লেখ করে কর্মী ও জনগণকে শিক্ষিত করার চেষ্টাটা হচ্ছে একটি ভুল রাজনৈতিক চেতনা ও ধারা। এটা আসলে পার্টিবাদী আমলাতান্ত্রিক চেতনা এবং একইসাথে গোষ্ঠিবাদী সামন্ততান্ত্রিক চেতনা অর্থাৎ আধাসামন্ততান্ত্রিক চেতনাকে ধারণ ও প্রকাশ করে। যা মাওবাদী শ্রেণী ও গণ লাইনের চেতনার পরিপন্থী।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুল হলো, মকবুল-টুটুল-রাজ্জাক এবং তাদের সহযোগীদের ওপর (আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত) যে পদক্ষেপের ঘোষণা লিফলেটে করা হয়েছে, তা শ্রেণীশত্রুদের ওপরই শুধুমাত্র প্রযোজ্য হতে পারে, অথচ তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে শ্রেণীশত্রু নয়—এমনদের ওপর। অন্তত: গ্যাং-এর সহযোগী সকলেই যে শ্রেণীশত্রুর পর্যায়ভুক্ত নয়, তা স্পষ্টত:ই বলা চলে।

বিপ্লব হচ্ছে শ্রেণীগত অবস্থান ও সম্পর্ককে আমূল উল্টে-পাল্টে ফেলার ব্যাপার। সবকিছুরই পুন:র্গঠন ও পুন:নির্ধারণের বিষয়। শ্রেণীশত্রু নয়, কিন্তু শ্রেণীশত্রুদের পক্ষে ভূমিকা রাখছে, বা রেখেছে তাকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি অবশ্যই দিতে পারি ও দেবো। কিন্তু শ্রেণীশত্রু নয় এমন কাউকে শ্রেণীশত্রুদের অনুরূপ শ্রেণীগত শাস্তি আমরা দিতে পারি না। তা দিতে গেলে মূল রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে হয়।

যে শ্রেণীগুলোকে বর্তমান বিপ্লবের স্তরে রক্ষা ও মুক্ত করাটা আমাদের শ্রেণীগত বিপ্লবী দায়িত্ব, তাদের কারো ব্যক্তিগত ভূমিকার কারণে তাদের পারিবারিক শ্রেণী অবস্থানকে ভেঙ্গে ফেলা বা ধ্বংস করাটা আমাদের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সংগ্রামিক দায়িত্ব নয়।

শ্রেণীশত্রু নয় এমন কারো স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা, এবং প্রতিবিপ্লবী নেতৃত্বকারীর সহযোগীদের সকলকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে হত্যার ঘোষণা ইত্যাদি, আমাদের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের রাজনীতি এবং তা থেকে উদ্ভূত সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আমার মনে হয় যে, লিফলেটে এদেরকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে উল্লেখ না করেও, শ্রেণীশত্রুদের অনুরূপ পদক্ষেপের ঘোষণা না দিয়েও, তাদের ভূমিকার তীব্র বিরোধিতা ও রাজনৈতিক উন্মোচন করা যেতো। ওদের তৎপরতা ও পদক্ষেপ কোন শ্রেণীর পক্ষে যাচ্ছে তার উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর জনগণকে ও অন্যান্য মিত্র শ্রেণীগুলোর জনগণকে সচেতন, শিক্ষিতকরণ, পক্ষে টেনে আনা ও এদেরকে ব্যক্তিগত অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানানো যেতো।

২৯শে মার্চের বিপর্যয়ের জের ধরে ডামুড্যার খতম দুটো অপরিহার্য ও অনিবার্য ছিলো কিনা, সেটাও আরো খতিয়ে দেখা দরকার আছে বলে মনে করি।

এদের যে ধরনের অপরাধের কথা জানা যায়, সে ধরনের অপরাধে অতীতে সাধারণত: গণআদালতে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিই দেয়া হতো বা হয়েছে। অথচ এবারে চরম শাস্তি দেয়া হয়েছে। তাও জনগণের মধ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সাংগঠনিক-সামরিক প্রস্তুতি বিচ্ছিন্নভাবে।

এ ধরনের ক্ষেত্রেগুলোতে ভুল পদক্ষেপ সামনে চলে আসার বিপদের সৃষ্টি করে।

এবং তা, ইতোমধ্যে সৃষ্ট মাস্তানবাজীর রাজনীতির কিছু অনুশীলনকে উৎসাহিত ও বিকশিত হতে শর্ত দিতে পারে।

এ ধরনের বিষয়গুলোতে আমাদের আরো সঠিক রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সাংগঠনিক-সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ ও অনুশীলন করা উচিত বলে আমার ধারণা।

কমরেডগণ,

২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে, পার্টিতে বিরাজমান দুই লাইনের সংগ্রাম, ভিন্নমত ও ভিন্নমতকারীদেরকে, দায়ী করার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে ইতোমধ্যে আসা প্রাথমিক সারসংকলনগুলোতে—যা দুঃখজনক।

পার্টির মধ্যকার বিরাজমান বর্তমান দুই লাইনের সংগ্রামের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে, বিপ্লবীযুদ্ধকে প্রধান কাজ নির্ধারণ করে তাকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার জন্য। শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও তাদের সহযোগী পার্টি-বিপ্লব-জনগণ বিরোধী শত্রুদের সাথে লড়বার জন্য, তাকে পরের কাজ বলে এখন ফেলে রাখার জন্য নয়। বা পার্টির ওপর এসব শত্রুদের প্রতিবিপ্লবী আক্রমণে মদদ যোগাবার জন্য নয়। বা রক্তপাতময় শ্রেণীসংগ্রামের বাস্তবতায়, তার সম্মুখে কর্মী-জনগণকে অপ্রস্তুত ও অসহায় করে ফেলে রেখে তাদের মৃত্যুর ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য নয়। বা সংগ্রামকে এড়ানোর চেষ্টায় শত্রুর প্রতি অব্যাহত নমনীয়তা তথা আপোষের শ্রেণী-সমন্বয়বাদের রাজনীতি অনুশীলনের জন্য নয়।

দুই লাইনের সংগ্রামের ভিন্নমতের এই রাজনৈতিক-সংগ্রামিক শ্রেণীপ্রকৃতিটা, ভুলে যাওয়া বা আড়াল করাটা হবে বিপ্লব আকাঙ্খী সকলের জন্যই ক্ষতিকর। অন্ততঃ তা বিপ্লবের জন্য ইতিবাচক কোনো ফলাফল বয়ে আনবে না। বিশেষতঃ তা শত্রুর সাথে লড়বার জন্য নিজেদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনগত ও অনুশীলনগত অপ্রস্তুতি ও অসহায়ত্বের বন্ধাত্ব মোচনে সহায়তা করবে না।

সফলতা ও ব্যর্থতা, অগ্রগতি ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণ, গৃহিত ও অনুশীলিত লাইন ও পরিকল্পনার মধ্যে প্রধানভাবে না খুঁজে, কোনো সঠিক সারসংকলন গড়ে উঠতে পারে না।

কমরেডগণ,

এই বক্তব্য তৈরির প্রক্রিয়াতে, ২৯শে মার্চের ঘটনার অন্যতম পাণ্ডা টুটুলকে এবং তার সহযোগী খোকনকে খতমের সংবাদ এসেছে। এবং আমাদের হারানো একটি জিনিসও উদ্ধার হয়েছে।

এটা অবশ্যই একটা আনন্দদায়ক ও অভিনন্দনযোগ্য ঘটনা। এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, একটি বা দুটি ঘটনাতেই সবকিছুর আমূল পরিবর্তন ঘটবে না। বরং এর ধারাবাহিক, পর্যায়ক্রমিক ও ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়েই বিকাশ ঘটাতে হবে।

রাজ্জাক-টুটুল-মকবুলদের বিরুদ্ধে লড়াইকে অতি অবশ্যই শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এবং তার বিকাশ ঘটাতে হবে।

নতুবা আমরা আবার পুরানো ভুলের বৃত্তে ফিরে যাবো। খতম স্তরের বৃত্তে আটকা পড়বো। কিছু খতম করবো। খতম স্তরের কিছু অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মকাণ্ড চালাবো। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বাহিনী গড়ে তোলা ও বিকশিত করার প্রধান কাজটি, প্রধানের গুরুত্ব হারিয়ে যাবে। তা গৌণ ও উপেক্ষিত হবে। শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও তার সহযোগীদের পাল্টা আক্রমণের মুখে আমরা অপ্রস্তুত থাকবো। অসহায়ভাবে মার খাবো। ক্রমবর্ধিতভাবে পিছাতে থাকবো। এবং এক পর্যায়ে সফল পশ্চাদপসারণের মধ্য দিয়ে এলাকা ও অঞ্চল হাতছাড়া হবে।

পরে বিরতি দিয়ে, শাখা ঠাণ্ডা হলে, পুনরায় ফাঁক-ফোকর বুঝে এলাকায় ঢোকার চেষ্টা করবো। এবং পুরানো লাইন ও অনুশীলনের সম্ভবপর পুনরাবৃত্তি ঘটাবো।

আবারো প্রচার ও সাংগঠনিক কাজকে প্রধান করবো। তাতে ব্যর্থতা ও বিপর্যয় আসার প্রক্রিয়াতে খতমকে প্রধান করবো। তাকে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অংশে পরিণত করবো না, তার সাথে সম্পর্কিত করবো না। আবারও শত্রুপক্ষের পাল্টা আক্রমণে সরে আসবো। বা মার খাবো।

এই ভুলের পুনঃপৌণিক বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট লাইন সমূহের পরিবর্তন ঘটানো। এবং তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, আত্মসমালোচনামুখিন বিনয়ী কষ্টকর সারসংকলনের প্রয়াস।

এবং তার মধ্য দিয়েই সৃষ্ট টুটুল খতমের ইতিবাচক ঘটনাকে, আমরা ইতিবাচক লাইন পরিকল্পনা অনুশীলনে পরিণত করতে পারবো, সৃষ্ট ঘটনাভিত্তিক বিজয়কে ধারাবাহিক, পর্যায়ক্রমিক, গুণগত ও লাইনগত বিজয়ে পরিণত করতে পারবো।

নতুবা খতম স্তরের বৃত্তে পুনরায় ফিরে যেতে হবে। এবং সেই স্তরের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী রাজনৈতিক-সাংগঠনিক-সংগ্রামিক ধারায় আরো অধঃপতিত ও পরিপক্ক হতে হবে। উৎখাত হতে হবে, বা নমনীয়তার নামে অব্যাহত আপোষের শ্রেণী-সমন্বয়বাদের রাজনীতির পংকে নিমজ্জিত হতে হবে। এবং পুনরায় সংগ্রাম বিমুখ ও সংগ্রামবিহীন লাইন ও অনুশীলনে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অন্যদিকে, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও মূল কর্মসূচি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, আমরা আমাদের পার্টিকে, লাইনের দিক দিয়ে প্রধানতঃ ধনী ও উচ্চমধ্য কৃষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী পার্টিতে পরিণত করেছি। এবং সংগ্রামের মূল কর্মসূচি হিসেবে সামনে এনেছি, কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাসের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী কর্মসূচি।

যার মধ্য দিয়ে, প্রধানতঃ ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার পক্ষের মতাবস্থান ও তার সমর্থক লোকজনের নিকট এবং একইসাথে সমাজের অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী চেতনাকে লালনকারী মতাবস্থান ও তার সমর্থক লোকজনের নিকট অবারিত হয়ে গেছে আমাদের পার্টি।

তারা জাঁকিয়ে বসছে, এবং আমাদের পার্টিকে এখন পরিণত করছে তাদের হাতিয়ারে। তারা সহজে নিজেদের এই আসনকে ত্যাগ করবে না। বরং তা বজায় রাখা ও স্থায়ী করার জন্য মরণপণ চেষ্টা চালাবে, এবং চালাচ্ছে।

ফলে এ থেকে এখন আর বেরিয়ে আসা সহজ নয়। তবে তা এখনো অসম্ভবও নয়। কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পার্টির বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সমর্থক জনগণ বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছেন এবং পোড় খেয়েছেন, তারা এর বিপরীত রাজনীতি ও অনুশীলনকে প্রতিরোধ ও পরিবর্তন করতে সক্ষম।

কিন্তু সেজন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে, লাইনগতভাবে এবং অনুশীলনগতভাবে। পার্টির আজকের সামর্থে এক্ষেত্রে এখনো দক্ষিণাঞ্চলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেজন্য দক্ষিণাঞ্চলের সংঘটিত ২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের এবং একইসাথে সংগঠনব্যাপী একই প্রকৃতির অন্যান্য বিপর্যয়গুলোরও সঠিক সারসংকলন গড়ে তোলাটা খুবই প্রয়োজনীয়, জরুরি ও অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে আমার এই বক্তব্যটিকেও বিবেচনায় রাখার জন্য, কেন্দ্রিয় কমিটি, দক্ষিণাঞ্চল শাখা এবং সমগ্র সংগঠনের নিকট, আহ্বান জানাচ্ছি।

ভিন্নমত ও ভিন্নমতকারীদের বিরুদ্ধে নেতিবাদী প্রচারণা চালানো, তাদের ওপর নিগ্রহ-নিপীড়ন চালানো, তাদের জন্য ফাঁদ পাতা, মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্র, আবহাওয়া ও হুমকি সৃষ্টি করা, মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ড্রেস রিহার্সেল চালানো, গৃহবন্দি ও পাড়াবন্দি রাখা প্রভৃতিতে অব্যাহতভাবে শ্রম, সময়, মনোযোগ প্রদানের বদলে শত্রুদের প্রতি এবং তাদের সাথে লড়বার জন্য শ্রম, সময়, মনোযোগ ও সামর্থ বিনিয়োগ যে অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, ২৯শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়টি সেই শিক্ষাই পুনরায় আমাদেরকে দিয়েছে।

তা গ্রহণ করাই আমাদের সকলের জন্য, পার্টি ও বিপ্লবের জন্য মঙ্গলজনক হবে মনে করি।

২৯শে মার্চে শহীদ কমরেড তপন, কমরেড কুদ্দুস ও কমরেড বকুলের প্রতি লাল সালাম।

টুটুল খতমে অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারী সকলকে অভিনন্দন।

গণযুদ্ধের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক লাইনকে আঁকড়ে ধরুন। কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত বিপ্লবীযুদ্ধের পতাকাকে সমুন্নত রাখুন। এবং অপরাজেয় গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন।

সংযোজনী

কমরেডগণ,

দক্ষিণাঞ্চলের সাম্প্রতিক অনুশীলন সম্পর্কে যে সকল খবরাখবর আসছে, তার ভিত্তিতে এই সংযোজনী বক্তব্যটুকু দেয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

২৯শে মার্চের বিপর্যয়ের পর থেকে ৮ই জুন পর্যন্ত, ২ মাস ১০ দিনে দক্ষিণাঞ্চলে যে অনুশীলন হয়েছে, তা কোন লাইন পরিকল্পনা ও অনুশীলনকে প্রতিফলিত ও প্রতিনিধিত্ব করছে?

'৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরবর্তী গত প্রায় ৬ বছরে, দক্ষিণাঞ্চলের ২টি জেলাতে আমাদের দ্বারা খতম হয়েছে মোট ২টি। আরো গোটা দুয়েক প্রচেষ্টা ছিলো কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছিল।

অথচ গত প্রায় ২ মাসে দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলাতেই আমাদের দ্বারা ৫টি খতম হয়েছে। একইসাথে হয়েছে ধান তোলা অভিযান এবং অন্যান্য তৎপরতা। সমগ্র তৎপরতাই চালিত হয়েছে ছোট একটি ভূখণ্ডের গণ্ডিতে।

এগুলো কি পরিকল্পিত? নাকি স্বত:স্ফূর্ত?

ডামুড্যার খতম দুটো এবং কালুরগাও এর আলাউদ্দীন খতমটা যেভাবে হয়েছে, তাতে মনে হবার অবকাশ রয়েছে যে, এগুলো পূর্বপরিকল্পিত অ্যাকশন নয়, তাৎক্ষণিক পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তা করা হয়েছে। তবে টুটুল ও খোকন খতমের অ্যাকশন যে পূর্বপরিকল্পিত তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

খতমগুলো ও অন্যান্য তৎপরতাসমূহ সবটাই পরিকল্পিত হোক বা কিছু অংশ পরিকল্পিত এবং কিছু অংশ অপরিকল্পিতই হোক, ঘটনাগুলো সব মিলিয়ে খতম স্তরের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে সামনে নিয়ে এসেছে।

এই লাইন ও তার অনুশীলন বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটাতে ব্যর্থ বলে ইতোপূর্বে প্রমাণিত ও পরিত্যাক্ত হয়েছিল। অথচ তাকেই আমরা আবার গ্রহণ ও অনুশীলন শুরু করে দিয়েছি।

এর দ্বারা আপাতত: কিছুটা জোয়ারের সৃষ্টি হলেও তা স্থায়ী হবে না। তা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে চালিত রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হবে না। তার সাথে সম্পর্কিত, অংশ ও অধীন হবে না। খতমের মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য তৎপরতার মধ্য দিয়ে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা ও গড়ে তোলার চেষ্টা প্রাধান্যে থাকবে। রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে বিপ্লবীযুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার কাজটি প্রধানের গুরুত্ব হারিয়ে গৌণ ও উপেক্ষিতই থাকবে। ফলে যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অপ্রস্তুতি বজয়া থাকবে। যার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও তার সহযোগী শত্রুদের আক্রমণের মুখে আমরা পুনরায় পরাজিত হতে পারি। এভাবে খতম নির্ভর ও খতম প্রধান

তৎপরতা, এবং খতমেই সীমাবদ্ধ থাকার অনুশীলন, শেষাবধি আত্মঘাতি পরাজয় হয়ে দেখা দিতে পারে।

খতম স্তরের অনুশীলনে ফিরে যাওয়াটা, প্রধানত: প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে অগ্রগতি ঘটানোর যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে, পুনরায় ব্যর্থ এবং আমাদের জন্য অবাস্তব বলে প্রমাণ করেছে।

অন্যদিকে, টুটুল-খোকন এ্যাকশনের পরে দক্ষিণ অঞ্চল কর্তৃক প্রকাশিত মে '৯৮-এর লিফলেটে, পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার করণীয়কে সামনে আনা হয়েছে।

এটাই বা কোন লাইন ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে করা হয়েছে?

আমাদের বর্তমান লাইন অনুযায়ী, প্রচার ও সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে কর্মী, গেরিলা, নিগেদ, এলাকা, লাগাতার এলাকা, গণভিত্তি ও অস্ত্র অর্জনের ক্ষেত্রে এমন কি অগ্রগতি ঘটেছে? যার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে আমরা এখন যুদ্ধে উত্তরণ ঘটাতে যাচ্ছি? অথচ বাস্তবে আমাদের এসব সামর্থ গত কয়েক বছরের মধ্যে এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে ঠেকেছে।

লাইনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত স্বত:স্ফূর্ত তৎপরতা, ইতিবাচক ফলাফলের বদলে শেষাবধি নেতিবাচক ফলাফলই ডেকে আনতে বাধ্য।

তাই লাইন পর্যালোচনা ও তাকে পরিবর্তনের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বিপ্লবীযুদ্ধ ও বিপ্লবী বাহিনী গড়ে তোলা ও বিকাশের অনুশীলনের ওপর, অন্য সবকিছুকে তার অধীন ও অংশে পরিণত করার অনুশীলনের ওপর, সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

নতুবা যুদ্ধের লাইন খতম স্তরের লাইন এবং যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের জগাখিচুড়ি পাকানো সমন্বয়বাদী লাইন ও অনুশীলন থেকে, এবং তার ফলশ্রুতিতে পরাজয় থেকে আমাদের পরিত্রাণ নেই। ■

"বিপ্লবীযুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

সভাপতি মাওসেতুঙ।

["জনসাধারণের জীবনযাত্রার যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন", ২৭ জানুয়ারি, ১৯৩৪। "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়" পিকিং কর্তৃক ১৯৬৮ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের উদ্ধৃতি", পৃষ্ঠা- ৯৯]

"বিপ্লবীযুদ্ধ হচ্ছে একটা বিষ-প্রতিষেধক, এ যে শুধু শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয় বরং আমাদের নিজেদেরও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে। প্রতিটি ন্যায় বিপ্লবীযুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তি সম্পন্ন এবং বহু বস্তুকে রূপান্তরিত করতে পারে অথবা তাদের রূপান্তরের পথ খুলে দিতে পারে।"

সভাপতি মাওসেতুঙ।

["দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে", মে ১৯৩৮। "বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়" পিকিং কর্তৃক ১৯৬৮ সালে বাংলায় প্রকাশিত "সভাপতি মাওসেতুঙের উদ্ধৃতি", পৃষ্ঠা- ৬৮]

সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদকে এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগের সংশোধনবাদকে বুঝতে হলে ও সাম্রাজ্যবাদের যুগের সর্বহারা বিপ্লবকে এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগের বিপ্লব বর্জনকে বুঝতে হলে, কমরেড লেনিনের তিনটি বইকে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এগুলো হচ্ছে— ১. "সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়", ২. "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" এবং ৩. "কী করতে হবে"।

খ-গ'র কাছে লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-১

[নোট : পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত সাম্প্রতিক দুই লাইনের সংগ্রামের বিকাশের প্রক্রিয়ায় আ.ক পন্থীদের ও খ-গ পন্থীদের দলত্যাগের ক্রান্তিলগ্নে কমরেড "ক" এই পত্রটি খ-গ'র নিকট লিখেছিলেন। যা তৎকালে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশ্যেই প্রচারিত হয়েছিল। এই পত্রের মধ্য দিয়ে কমরেড "ক", মধ্যপন্থী সুবিধাবাদীদের প্রতিনিধিত্বকারী ও নেতৃত্বকারী খ-গ'দের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই লাইনের সংগ্রামের শুরু করেছিলেন। যে সংগ্রামটা কমরেড "ক"-কে না জানিয়ে, তার কাছে গোপন রেখে খ-গ'রা পার্টির অভ্যন্তরে ও পার্টির বাইরে, বিশেষত: আন্তর্জাতিক পরিসরে অনেক আগেই শুরু করেছিল। তার একটি নমুনা অন্যদের ভুলে দৈবাৎ পার্টির হাতে এসে পড়েছিল, যার ভিত্তিতে কমরেড "ক" এই পত্রটি লিখেছিলেন। এই পত্রের মধ্য দিয়ে কমরেড "ক", পার্টির মধ্য থেকে উদ্ভূত বর্তমান দুই লাইনের সংগ্রামের কেন্দ্রিয় প্রশ্ন যে যুদ্ধের প্রশ্ন, তাকে পুনরায় উত্থাপন করেছিলেন। এবং একইসাথে এই প্রশ্ন থেকে উদ্ভূত খ-গ'দের লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তার পার্থক্যকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছিলেন। একইসাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে, বিশেষত: আন্তর্জাতিক পরিসরে খ-গ'দের প্রচারিত বানোয়াট বক্তব্য সমূহকেও কিছু খণ্ডন তিনি এই পত্রে করেছিলেন। আ.ক পন্থীরা ও খ-গ পন্থীরা দুই বিপরীত দিক থেকে পার্টি ও বিপ্লবকে ধ্বংসের জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছিল, পার্টি-সংগঠনকে নিজেদের বিপ্লব বর্জনের লাইনে বিভক্ত করার জন্য যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তাকে লাইনগতভাবে মোকাবেলা করে পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা ও বিকশিত করার জন্য কমরেড "ক" এই সময়কালে পরপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল প্রণয়ন ও প্রচার করেছিলেন। যার মধ্য দিয়ে তিনি পার্টি ও বিপ্লবকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে লাইনগতভাবে প্রধান নেতৃত্বকারীর ভূমিকা রেখেছিলেন। এসকল দলিলের সূচনা দলিল ছিলো এই পত্রটি। এরপর তিনি লিখেছিলেন খ-গ'র নিকট লেখা তার পত্র নং-২ (দ্বিতীয় সপ্তাহ, নভেম্বর '৯৮)। যা লালঝাণ্ডা'র বর্তমান সংখ্যায় পুন:প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর তিনি লিখেছিলেন "আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্যদের প্রতি খোলা চিঠি" (প্রথমার্ধ, মার্চ '৯৯)। এবং তারপর লিখেছিলেন "৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি খোলা চিঠি" (প্রথমার্ধ, এপ্রিল '৯৯)। শেষোক্ত দলিল দুটো লালঝাণ্ডা'র গত সংখ্যায় পুন:প্রকাশিত হয়েছিল। এই চারটি দলিল একত্রে বা পাশাপাশি পড়লে পার্টি-সংগঠনের সাম্প্রতিক বিভক্তির সময়কার পরিস্থিতি ও বিভক্তির লাইনগত কারণ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা সম্ভব। খ-গ'দের লাইন বিরোধী সংগ্রামকে আরো উচ্চতর পর্যায়ে বিকশিত করার যে সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ গত এপ্রিলের বৈঠকে নিয়েছে, তা যে আঁচমকা হয়নি, তার একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও ছোট-বড়ো উল্লম্ফন রয়েছে, তাকে পুনরায় স্পষ্ট করার জন্য, খ-গ'দের সাথে আমাদের লাইনগত সংগ্রামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুন:প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এবং তারই ভিত্তিতে এই পত্রটি পুনরায় প্রকাশ করা হলো।

দেবো দেবো করেও এই পত্রের কোনো জবাব খ-গ আজ পর্যন্ত দেয়নি। সম্প্রতি তারা বলা শুরু করেছে যে, "জবাব না দেয়াটাও একটা জবাব"। এ হচ্ছে একটা বুর্জোয়া কূটকৌশল, যার মধ্য দিয়ে লাইনগত সংগ্রামকে এড়ানো ও তা থেকে পালিয়ে থাকার সুবিধাবাদিতাকেই আঁকড়ে থেকেছে খ-গ।

পত্রটি যখন কমরেড "ক" লিখেছিলেন, তখন এই ধারণাই ছিলো যে, RIM কমিটির প্রতিনিধির সাথে খ-র আলোচনার রিপোর্টটি, কমিটি প্রতিনিধি কমিটিকে দিয়েছেন, এবং তা কমিটির মাধ্যমে পার্টির নিকট এসেছে। এই ধারণার প্রকাশ কমরেড "ক"-র পত্রে রয়েছে। পরে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে, তথ্যটি এমন নয়। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, খ RIM কমিটির একজন সদস্যের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এবং ঐ সদস্য তা নিজেদের পার্টির কাছে রিপোর্ট করেছিলেন। কিন্তু কমিটির স্টাফদের ভুলে তা আমাদের পার্টির কাছেই চলে এসেছিল। এতে অবশ্য বিষয়বস্তুর কোনো হেরফের হয় না। হেরফের হয় শুধুমাত্র এটুকুতেই যে, খ গোপনে যে সব তৎপরতা চালিয়েছিল তার অংশবিশেষ অন্যদের ভুলে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। তা আমাদের পার্টি ও বিপ্লবের জন্য এবং তার মধ্য দিয়ে তা সর্বহারা বিশ্ববিপ্লবের জন্য উপকারীই হয়েছে।

খ নামক ব্যক্তিটার অধ:পতন যে আগেই কতখানি হয়ে গিয়েছিল এবং পার্টির পদ, ক্ষমতা ও সামর্থকে অপব্যবহার করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তিনি যে কী সব করে বেড়াচ্ছিলেন তার অংশবিশেষকে বুঝবার জন্য, এবং খ-গ'দের সাথে কমরেড "ক"-র লাইনগত সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে বুঝবার জন্য এই পত্রটি মনোযোগ দিয়ে পড়া প্রয়োজন। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]।

প্রথম সপ্তাহ, জুলাই '৯৮

কমরেড 'খ', কমরেড 'গ',

লাল সালাম।

CORIM-এর নিকট CORIM-এ RCP(USA)-র প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত PBSP-র পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্টের একটি কপি, সম্প্রতি আমি উচ্চস্তর থেকে পেয়েছি।

এই রিপোর্টের কপি CORIM কর্তৃক আমাদের পার্টিতে এসেছে। যা প্রণীত হয়েছে CORIM-এ RCP(USA)-র প্রতিনিধির সাথে কম. 'খ'-র আলোচনা ও রিপোর্টের ভিত্তিতে। যা উত্থাপিত হয়েছে কম. 'খ' এবং কম. 'গ'-র যৌথ মতাবস্থান হিসেবে।

আমার কাছে রিপোর্টের যে কপিটি এসেছে, তাতে কম. 'খ'-র সংশ্লিষ্ট আলোচনার সময়কাল এবং CORIM-এ RCP(USA)-র প্রতিনিধির রিপোর্ট প্রণয়নের সময়কাল সম্পর্কে, স্পষ্ট তথ্য নেই। তবে রিপোর্টের বর্ণনা ও বিষয়বস্তু থেকে ধারণা করা যাচ্ছে যে, এই আলোচনা ও রিপোর্ট প্রণয়নের সময়কাল হচ্ছে, আমাদের C.C-র ৭ম অধিবেশনের পরবর্তী কোনো এক সময়ে। খুব সম্ভবত: '৯৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে।

এই সময়কালটির গুরুত্ব এখানেই যে, এই আলোচনা ও রিপোর্ট প্রদান হয়েছে C.C-র ৭ম অধিবেশনের পরে কম. C.C সম্পাদকের সাথে আমার আলোচনা এবং কম. 'খ' ও কম 'গ'-র সাথে আমার আলোচনার পর।

এর অর্থ হচ্ছে, সেই সময়কাল পর্যন্ত পার্টির ভেতরকার 2LS-এর সব পক্ষের সর্বশেষ মতাবস্থান সম্পর্কে কম. 'খ' ও কম. 'গ'-র জানা ছিল। একইভাবে, সব পক্ষের সে সময়কার পর্যন্ত সর্বশেষ অবস্থান ও পদক্ষেপগুলো আমারও জানা রয়েছে।

এরই আলোকে ও ভিত্তিতে, কম. 'খ'-র আলোচনা, রিপোর্ট প্রদান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পদক্ষেপকে বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

প্রাপ্ত রিপোর্টের কপি থেকে যে সব বিষয়ে জানা যাচ্ছে, তার অনেক কিছুর উপরই আমার গুরুত্বপূর্ণ মতামত রয়েছে। এবং তা আমি উত্থাপন করতে চাই।

তবে তার আগে কিছু বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করে নেয়া প্রয়োজন। এজন্য কিছু প্রশ্ন আপনাদের নিকট রাখছি। আশা করি আমার প্রশ্নগুলোর জবাব আপনারা দেবেন।

আমার প্রশ্নগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. CORIM-এ RCP(USA)-র প্রতিনিধির সাথে কম. 'খ'-র যে আলোচনা হয়েছে, এবং তার ভিত্তিতে RCP(USA)-র প্রতিনিধি CORIM-এ যে রিপোর্ট পেশ করেছেন, তার কপি কম. 'গ' ইতোমধ্যে পেয়েছেন কিনা? পেয়ে থাকলে এসব বিষয়ে তার বক্তব্য কি? পেয়ে না থাকলে তা সংগ্রহ করে এর ওপর কম. 'গ' তার বক্তব্য জানাবেন কি?

২. কম. 'খ'-র এই কার্যক্রম ও আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও প্রক্রিয়ার সাথে কম. 'গ' আদৌ সংশ্লিষ্ট কিনা? থাকলে কতটুকু ও কিভাবে? অন্যান্য আরো বহু বিষয়ের মতো, এটাও কি কম. 'খ' ও 'গ'-র যৌথ অবস্থান, পদক্ষেপ, ভূমিকা ও বক্তব্য? নাকি কোনো পার্থক্য আছে? থাকলে তা কি?

৩. রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, দায়িত্বপালনের মধ্যবর্তী সময়ে কম. 'খ' একবার Home-এ ফিরেছিলেন। পার্টির পরিস্থিতি এবং 2LS পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধান আলোচনাটা, মধ্যবর্তী সময়ে তার Home-এ ফেরার আগে, নাকি পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

৪. প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, C.C-র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত হিসেবে CORIM-কে অবগত করানোর জন্য কম. 'খ'কে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হচ্ছে পরিস্থিতি অনুকূল (Favourable) এবং আন্ত:পার্টি দুই লাইনের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

C.C-র ৭ম অধিবেশনের কিছু আগ থেকে, এবং বিশেষত: ৭ম অধিবেশনের পরে, পার্টি পরিস্থিতি এবং 2LS পরিস্থিতি সম্পর্কে এই রিপোর্ট, বাস্তবতাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে না।

অথচ আমরা RIM এবং CORIM-এর সদস্য পার্টি। তাই আমাদের পার্টির পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে, CORIM এবং RIM বিবিধ সমস্যায় পড়তে পারে। অন্তত: সঠিক পূর্ব ধারণার অভাবে, পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান গতি সম্পর্কে অপ্রস্তুতির সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যা CORIM এবং RIM-এর সমগ্র কার্যকলাপকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

সুতরাং CORIM-কে পার্টি পরিস্থিতি ও 2LS পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক চিত্র অবগতকরণটা আমাদের দিক থেকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এ হচ্ছে আমাদের প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের রাজনীতি থেকে উদ্ভূত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এক্ষেত্রে C.C-র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভুল করলে, এবং এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই ভুল করেছে, সে ক্ষেত্রেও আলোচনা ও সংগ্রাম হওয়াটা প্রয়োজনীয়।

এক্ষেত্রে আপনারা পূর্বে কি কি ধরনের সংগ্রাম করেছেন? তার ফলাফল কি? এক্ষেত্রে প্রামাণ্য কাগজপত্রের নামগুলো কি কি?

৫. C.C-র সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কর্তৃক "সঠিক চিত্র" অবগতকরণ না করার কারণেই সম্ভবত: আপনারা C.C-র সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের পক্ষ থেকে, পার্টি পরিস্থিতি ও 2LS পরিস্থিতি সম্পর্কে CORIM-কে "সঠিক চিত্র" অবগত করেছেন। এবং এটা করেছেন ১৯৯৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।

এ করতে গিয়ে আপনারা সে সময়কাল পর্যন্ত বিভিন্ন পক্ষের লাইন, মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা, লক্ষ্য (Attitude) ও কার্যক্রমের মূল দিকগুলোর মূল সারসংকলন উপস্থিত করেছেন।

এবং তা করেছেন অবশ্যই আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এসব ক্ষেত্রে অন্য ও ভিন্ন মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রবণতা ও বক্তব্যগুলো উপস্থিত করেননি। কেনো?

এটা কি "এক পক্ষ জানলে অন্ধকারে ডুববেন, দুই পক্ষ জানলে আলোকিত হবেন"—এই মাওবাদী কর্মনীতির অনুশীলন? এটা কি "Attitude toward Maoism, attitude toward RIM"-এর পক্ষে 2LS পরিচালনার আপনাদের দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

'৯৭ সালে C.C-র ৭ম অধিবেশনের পরে অন্তত: আমার নিকট আপনাদের ঘোষিত অবস্থান ছিলো এই যে, পূর্বের বিষয়গুলো পর্যালোচনা ও সারসংকলনের জন্য থাকবে, সর্বশেষ মতাবস্থানগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঐক্য ও অনৈক্যের দিকগুলোর উপর ভিত্তি করা হবে।

একে কি ধারণ ও প্রতিফলিত করছে রিপোর্টে বর্ণিত আপনাদের আলোচনা, মতাবস্থান, ভূমিকা ও পদক্ষেপগুলো?

বিভিন্ন পক্ষের লাইন-মতাবস্থান, বিশেষত: আমার ও আপনাদের লাইন-মতাবস্থান যা আপনারা CORIM-কে অবগত করেছেন, তা আপনাদের এবং অন্যান্যদের, বিশেষত: আমার এবং আপনাদের কোন কোন দলিল ও আলোচনার ভিত্তিতে সারসংক্ষেপকৃত?

৬. '৯৬ সালের বর্ধিত অধিবেশনে, নে.গু-দের মধ্যে আমার মতাবস্থানকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করতে পারা এবং আমাকে C.C থেকে অপসারিত করতে পারার তথাকথিত ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বিজয়ের জন্য আমার দিক থেকে করা দুই লাইনের

সংগ্রামকে অর্থাৎ আমাকে বিদ্রুপ সহকারে দায়ী করা হয়েছে কম. 'খ'-র আলোচনায়।

ব.অ পর্যন্ত আমার দুই লাইনের সংগ্রাম কি ছিলো, এবং বর্ধিত অধিবেশনে প্রদত্ত আমার লিখিত ভাষণে কি উপস্থাপনা ছিলো, তা নে.গু স্তরের সকলেরই জানা।

ব.অ-তে সংখ্যাগরিষ্ঠের গৃহিত ও অনুশীলিত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো, সম্পাদকের লাইন-মতাবস্থানের সাথে কার মতাবস্থান কতখানি বিরোধাত্মক তার ভিত্তিতে অবস্থান ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

যেহেতু আমার লাইন-মতাবস্থান ছিলো সম্পাদকের লাইন-মতাবস্থানের সাথে বিরোধাত্মক এবং সম্পাদকের লাইন-মতাবস্থানের ভুল-বিচ্যুতিকে আমার সাধ্যমত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উন্মোচন, খণ্ডন ও বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছি সেহেতু ব.অ-তে আমার মতাবস্থান সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া এবং C.C থেকে আমার অপসারণটা অনিবার্য ছিলো।

এ ছিলো সম্পাদক পন্থী এবং ভিন্নমতের দাবিদার একাংশের অঘোষিত যুক্তফ্রন্টের অনুরূপ অবস্থান ও তৎপরতার ফসল।

ব.অ-তে আমার মতাবস্থানকে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করতে পারা এবং C.C থেকে আমাকে অপসারিত করতে পারার "ঐতিহাসিক" ও "যুগান্তকারী" বিজয় অর্জনে আপনাদেরও যে ভূমিকা ও অবদান রয়েছে, রিপোর্টে বর্ণিত আলোচনায় তা উত্থাপন করতে ভুলে গেলেন কেনো? এটা কি ইচ্ছাকৃত? নাকি অনিচ্ছাকৃত? এটা কি নিজেদেরকে রক্ষা করা ও ত্রুটি আড়াল করার পারস্পরিক সহযোগিতার গোষ্ঠিবাদী-ব্লকবাদী-উপদলবাদী রাজনীতি ও কর্মনীতির প্রকাশ? নাকি অন্য কিছু?

৭. রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আপনারা বিভক্তির বিরোধিতা করেন, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে মেনে চলতে বলেন এবং পার্টি কমিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বলেন। এজন্য নাকি আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে "মধ্যপন্থা"-র সমালোচনা করা হয়।

আপনাদের এই বক্তব্যের ভিত্তি কি? এবং কোথায়?

একথা সত্য যে, আপনাদের মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গিকে এবং তা থেকে উদ্ভূত বেশকিছু পদক্ষেপকে, আমি মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ বলে মূল্যায়ন ও সমালোচনা করি।

যার উদ্ভব হয়েছে বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনৈতিক ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির প্রশ্নে, অর্থাৎ এককথায় বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নে আপনাদের মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে আমার মূল্যায়ন ও সমালোচনা থেকে, অন্যান্য প্রশ্নগুলো এর সাথেই সম্পর্কিত এবং তা থেকেই উদ্ভূত।

যা নিয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক আপনাদের সাথে হয়েছে। এবং আপনাদের আলোচনা ও দলিলগুলো, বিশেষত: 2LS শুরুর তিন বছর পরেও '৯৭ সালে অনুষ্ঠিত C.C-র ৭ম অধিবেশনে পেশকৃত আপনাদের তিনপার্ট বক্তব্যের তৃতীয় বক্তব্যে, বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নে আপনাদের মধ্যপন্থার অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

আমার দিক থেকে আপনাদেরকে করা মধ্যপন্থার সমালোচনার মূল কারণ, আপনাদের জানা। এক্ষেত্রে আপনাদের ঐক্যমত বা ভিন্নমত যাই থাক না কেনো, তাতে আমার মতাবস্থানটা সঠিকভাবে উত্থাপন করতে বাধাটা কোথায়? তা আপনারা করেননি কেনো? এক্ষেত্রে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি?

বর্তমানের আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে এই যে, বিদ্যমান লাইন-মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলনের প্রক্রিয়াতে আজ পার্টির মধ্যকার ঐক্য ও এক কেন্দ্রিকতা প্রধানত: ভেঙ্গে পড়েছে। বহু কেন্দ্রিকতার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। এমনটা আমি মনে করি। আমার এই মতাবস্থানটা গোপন নয়। সকল পক্ষের প্রধান নেতৃত্বদেরকে তা অবগতও করেছি।

আপনারা কি বিরাজমান এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করেন? আপনাদের নিজেদের কার্যক্রম, এবং CORIM-কে এই কথিত "সঠিক রিপোর্ট" প্রদানও কি বহু কেন্দ্রিকতার পরিস্থিতির একটা প্রমাণ নয়?

একে কি পরিবর্তন করা সম্ভব? একদিকে মুখে মুখে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, পার্টি কমিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ও বিভক্তি নয় প্রভৃতি কথাবার্তা বলে? অন্যদিকে নিজেরা বহু কেন্দ্রিকতার পরিস্থিতির, ব্লকবাদী-উপদলবাদী অনুশীলন চালিয়ে?

নাকি ইতোমধ্যে ভেঙ্গে পড়া ঐক্য ও এক কেন্দ্রিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করা সম্ভব, ঐক্যের ও এক কেন্দ্রিকতার ন্যূনতম রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক ভিত্তিগুলোকে পুন:নির্ধারণ ও পুন:প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে? এবং 2LS-এর মাধ্যমে সেগুলোকে বিকশিত করে ঐক্য ও এক কেন্দ্রিকতাকেও বিকশিত ও শক্তিশালী করার মাধ্যমে?

৮. রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, আমার দিক থেকে করা 2LS হচ্ছে, বাংলাদেশ পুঁজিবাদী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে, তৃতীয় কংগ্রেসের সামরিক লাইনের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে দ্রুত গেরিলাযুদ্ধ শুরু করা। এবং পর্যায় বা স্তর নিয়ে দুই বছর বিতর্ক চালিয়ে সম্পাদককে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী বিজয় অর্জন ও ঘোষণার সুযোগ করে দেয়া। একইসাথে উপদলবাদী তৎপরতা ও পার্টির ভাঙ্গনের পক্ষে তৎপরতা চালানো।

অন্যদিকে আপনারা একটি সামগ্রিক লাইন-মতাবস্থান গড়ে তোলার পক্ষে, Attitude toword Maoism, Attitude toword RIM-এর পক্ষে 2LS চালিয়েছেন।

যার অর্থ হচ্ছে, আমার 2LS এসবের বিরোধী, এমন কি Attitude-এর বিরোধী ছিলো।

আরো বিষয় রয়েছে। আপনারা পার্টির বিভক্তির বিপক্ষে, ব্লকবাদ-উপদলবাদ-এর বিপক্ষে, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ও পার্টি কমিটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার পক্ষে। অন্যদিকে রিপোর্ট মোতাবেক, আমি এসবের বিপক্ষে, এজন্যই আপনাদেরকে মধ্যপন্থী বলি, এবং উপদলবাদী ও পার্টির বিভক্তির তৎপরতা চালাই।

এসব থেকে দেখা যায় যে, আপনাদের মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে আমার মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো ঐক্য নেই। বরং এগুলো পরস্পর বিরোধী অবস্থান।

এসবই কি আপনাদের মনের আসল কথা? ভিন্নমতকারীদের মতাবস্থানের মধ্যে যদি ঐক্যের মূল ভিত্তি কিছু নাই থাকে, তাহলে কেনো আপনারা মাঝে-মধ্যেই ভিন্নমতকারীদের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেন?

৯. রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আপনাদের লাইন-মতাবস্থান (Possitions and approach) দ্বারা আমার মতাবস্থান প্রধানত: (In the main) বিজিত হয়েছে।

এর দ্বারা আপনারা কি বলতে ও বুঝাতে চেয়েছেন?

আমার জানা মতে বর্তমান 2LS-এ, দুটো দিক থেকে বিদ্যমান লাইন-মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বিরোধিতা করা হয়েছে ও হচ্ছে।

একটি মতাবস্থান বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নকে, সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা নিপীড়িত আমাদের মতো দেশে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সবকিছু গড়ে তোলা ও বিকশিত করার রাজনৈতিক ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক প্রশ্নকে সেন্টার করে, তার ভিত্তিতে ও অধীনে অন্য সবকিছুকে পর্যালোচনা, সারসংকলন ও সংগ্রাম করার চেষ্টা করছে।

এই মতাবস্থান মনে করে যে, যুদ্ধের প্রশ্নে আমাদের মতাবস্থান ও অনুশীলনের ক্রম:অধ:গতি এবং ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের প্রক্রিয়াতেই অন্যান্য বিচ্যুতিগুলো এসেছে, সেগুলো যুদ্ধের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে, এবং এসবের মিলিত প্রক্রিয়ায় আজকের পরিণতির উদ্ভব ঘটেছে।

তাই যুদ্ধের প্রশ্নকে সেন্টার করে, যুদ্ধের প্রশ্নে আমাদের মতাবস্থান ও অনুশীলনকে সারসংকলন, সংশোধন ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে, অন্যান্য বিষয়গুলোকে তার সাথে সম্পর্কিত করতে হবে, এবং যুদ্ধের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিতভাবেই অন্যান্য বিষয়গুলোর সারসংকলন, সংশোধন ও পরিবর্তন করতে হবে।

আমি এই মতাবস্থানের পক্ষে। এবং এই মতাবস্থানটি পার্টির মধ্যে বাম, বাম হটকারী, চেবাদী, মহা চেবাদী ইত্যাদিভাবে সমালোচিত, নিন্দিত এবং অনেকের নিকট ঘৃণিতও বটে।

আরেকটি মতাবস্থান বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নকে, এমনকি কোনো প্রশ্নকেই সেন্টার পয়েন্ট করার তীব্র বিরোধী। সেন্টার পয়েন্ট করার প্রশ্নকে তারা আ.ক বাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মতাবস্থান বলে মনে করে। ফলে তারা সেন্টার পয়েন্ট বিহীনভাবে অসংখ্য লাইনগত ও অনুশীলনগত প্রশ্নকে আন্ত:সম্পর্কিতহীনভাবে অর্থাৎ পৃথক পৃথকভাবে সামনে আনছে। সারসংকলন ও সংগ্রাম করার চেষ্টা করছে।

এই মতাবস্থানকেই কম. 'খ' প্রথম থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং পরে কম. 'গ' তার সাথে সম্পর্কিত হয়েছেন।

পৃথক পৃথক বিভিন্ন প্রশ্নে আপাত: কিছু সঠিকতা ও অগ্রসরতা, যুদ্ধের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত এবং তার অধীনস্ত: না হলে, তা থেকে সামগ্রিক কোনো ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হবে বলে আমি মনে করি না।

এবং অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে একটিকে প্রধান না করা, অন্যান্য বিষয়গুলোকে প্রধান বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ও অধীন না করার মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি অর্থনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করি।

এবং সবটাকেই সমগুরুত্ব দেয়ার অর্থ হচ্ছে কার্যত: কোনটাকেই সঠিক গুরুত্ব না দেয়ার সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করি।

অন্যদিকে খোদ যুদ্ধের প্রশ্নে কম. 'খ' এবং কম. 'গ'-র মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি।

যা বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নে '৭৯ সালের সারসংকলনকে মাইলস্টোন এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসকে ভিত্তি করতে চায়।

ফলে কম. সিরাজ সিকদারের বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতির পুন:প্রতিষ্ঠার তাদের ধ্বনির আসল অর্থ হচ্ছে কার্যত: দশ বছরের তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধের রাজনীতি ও সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিরই পুন:প্রতিষ্ঠা।

যে লাইনকে আমি যুদ্ধের প্রশ্নে মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী রাজনৈতিক-সংগ্রামিক লাইন বলে মনে করি।

যুদ্ধের প্রশ্নকে সেন্টার না করার আরেকটি অর্থ ও ফলাফল হচ্ছে, যুদ্ধের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অতীতের বিশেষত: '৭৯ থেকে '৮৯ পর্যন্ত বিভিন্ন বিতর্ক থেকে বর্তমান 2LS-কে সম্পর্কহীনভাবে দেখা যার অর্থ হচ্ছে, বর্তমান 2LS-এর উদ্ভব যেনো কোনো প্রেক্ষিত বিহীনভাবে হঠাৎ করেই হয়েছে। যা ঠিক নয়।

একথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে, যুদ্ধের প্রশ্নে সম্পাদকের নেতৃত্বে আমাদের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলন গড়ে উঠেছে : অব্যাহতভাবে কিছু "হটকারী" ও "বাম হটকারী"-কে, প্রধানত: "ক"-কে বিরোধিতা করে করেই। সে সব বিষয়গুলোকে পুন:পর্যালোচনা ব্যতিরেকে, আজকের 2LS পূর্ণতা পেতে পারে না।

এভাবে এককথায়, আপনাদের সাথে আমার মতাবস্থানের মূল

পার্থক্য যুদ্ধের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এ থেকেই উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছে আরো বেশকিছু পার্থক্য। যার সমাধান এখনো হয়নি।

তো আপনারা কিভাবে মনে করছেন এবং বলছেন যে, আপনাদের মতাবস্থান দ্বারা আমার মতাবস্থান বিজিত হয়েছে?

যুদ্ধপূর্ব স.স-র লাইনকে আপনারা মনে করেন পর্যায়বাদী লাইন, গণযুদ্ধের চতুর্থ স্তর গঠনকারী লাইন। আর একে আমি মনে করি গণযুদ্ধকে বর্জনকারী বা পরিত্যাগকারী লাইন। এইতো পার্থক্য, নয় কি?

১০. এবারকার রিপোর্ট বর্ণিত আলোচনাতে, এবং পূর্বেরও এ রকম ঘটনাতে দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল বিষয়ে আপনারা এখনো পার্টি ফোরামে উত্থাপন, আলোচনা ও বিতর্ক করেননি—এমন অনেক বিষয়ে আগে আন্তর্জাতিক ফোরামে উত্থাপন করছেন।

এটা কেনো করেছেন? এর কারণ কি? এর অর্থই বা কি? এটা কোন ধরনের রাজনীতি এবং কর্মনীতিকে প্রতিনিধিত্ব, প্রতিফলিত ও সেবা করে?

১১. CORIM-এর সাথে আপনাদের আলোচনা ও রিপোর্ট প্রদানের আগে এবং বিশেষত: পরেও বেশ কয়েকবার আপনাদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা হয়েছে। পার্টির মধ্যকার সংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমেও খবরা-খবর পাঠানো যেতো।

অথচ বিষয়াবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট একপক্ষ হিসেবে, আমার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলীর ওপর CORIM-এর সাথে আপনাদের আলোচনা ও রিপোর্ট প্রদানের বিষয়ে আমাকে কিছুই অবগত করেননি।

এর কারণ কি? আমাকে অন্ধকারে রাখার মধ্য দিয়ে আপনারা কি অর্জন করতে চেয়েছেন?

১২. প্রাপ্ত রিপোর্টটা হচ্ছে, কম. 'খ'-র আলোচনার সারসংক্ষেপ, এবং তাও ইংরেজিতে উপস্থাপিত। ফলে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছে। তাই আলোচনার বিস্তারিত বাংলা বিবরণ দেবেন কি?

চলতি 2LS বিতর্কে বিদ্যমান লাইন-মতাবস্থানের বিপক্ষে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ হিটে, আপনাদের লাইন-মতাবস্থান, পদেক্ষপ ও ভূমিকা দ্বারা বিদ্যমান লাইন-মতাবস্থান কম বা বেশি উপকৃত হয়েছে। সুবিধা পেয়েছে। এবং আমার লাইন-মতাবস্থান ও ব্যক্তি হিসেবে আমিও উভয় পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি।

এর বিপরীতে যখনই আমি সংগ্রামে নামতে চেয়েছি এবং তা আপনাদেরকে জানিয়েছি, তখন আপনারা প্রতিবারই বিভিন্ন যুক্তিতে ও অজুহাতে, আপনাদের মতাবস্থানের ভুলগুলোর বিপক্ষে আমার দিক থেকে প্রকাশ্য সংগ্রাম করাকে বাধাগ্রস্ত: করতে চেষ্টা করেছেন। এবং এখন পর্যন্ত প্রধানত: তাতে সফলও হয়েছেন।

অথচ আপনারা নিজেরা তা অনুশীলন করেননি। CORIM-এর সাথে আপনাদের আলোচনা ও রিপোর্ট প্রদান—তারই একটি দৃষ্টান্ত।

ফলশ্রুতিতে, আমার মতাবস্থানের বিপক্ষে আপনাদের উত্থাপিত "সঠিক চিত্র" এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের মতাবস্থান সম্পর্কে ব্যাপক সংখ্যক কমরেডরা জানতে পেরেছেন। অন্যদিকে এসব "সঠিক চিত্র" এবং "অধ্যয়ন ও অনুশীলনে প্রমাণিত সঠিক লাইন" মতাবস্থান সম্পর্কে আমার বক্তব্য, ব্যাপক সংখ্যক কমরেডরা জানতে পারেননি।

ফলে ব্যাপক সংখ্যক কমরেডরা, এক পক্ষ শুনে অন্ধকারে ডুবেছেন, দু'পক্ষ শুনে আলোকিত হতে পারেননি।

ফলে ব্যাপক সংখ্যক কমরেডরা, ভিন্নমতের মধ্যকার ঐক্য ও পার্থক্যের বিষয়ে খোলাখুলি ও প্রকাশ্য আলোচনা, বিতর্ক ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেননি।

যা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের জন্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

অথচ ঘটনাবলী প্রমাণ করছে যে, কেবলমাত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঐক্যের ভিত্তিগুলোকে রক্ষা করা ও বিকশিত করা সম্ভব। এবং ভুলগুলোকে চিহ্নিত ও বর্জন করা সম্ভব।

তা না করে, এখানে ওখানে যখন যেখানে সুবিধা সেখানে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের অজ্ঞাতে, তাকে জবাবদিহিতার সুযোগ না দিয়ে, যখন যেমন খুশি তেমন 2LS চালানোটা, ঐক্যের জন্য ইতিবাচক কিছু অর্জন করায় না। বরং তা উল্টো অনৈক্যের পরিস্থিতিকেই বাড়িয়ে তুলে।

তাই আসুন, ইতোমধ্যেই আমার সাথে আপনাদের মতাবস্থানের তথাকথিত পার্থক্যের বিষয়ে যে 2LS আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে দিয়েছেন, তাকে নিজেদের পার্টি-অভ্যন্তরেও উন্মুক্ত করি। এক্ষেত্রেও জনগণ থেকে আসা ও যাওয়ার কর্মনীতিকে প্রয়োগ করি। এবং এভাবে ঐক্যের ভিত্তিগুলোকে রক্ষা করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আরো বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলি। ■

শুভেচ্ছাসহ
"ক"
প্রথম সপ্তাহ, জুলাই, '৯৮

★ **"বন্দুকের নল থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে"।**
★ **"গণ-ফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।"**
—মাওসেতুঙ

সম্প্রতি বিভক্ত হয়ে পড়া কেন্দ্রিয় কমিটির একটি অংশের প্রতিনিধি কমরেড 'খ' এবং কমরেড 'গ'-র ৩১শে অক্টোবর '৯৮-এর পত্রের জবাবে

(খ-গ'র কাছে লেখা কমরেড "ক"-র পত্র নং-২)

[নোট : ১৯৯৮ সালের শেষ দিকে খ-গ পন্থীরা দলত্যাগ করে পৃথক পতাকা উত্তোলন করেছিলেন এবং তাদের সাথে যোগ দেবার জন্য কমরেড "ক" ও তাকে সমর্থনকারী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বৃহদাকার পত্র (আসলে দলিল) লিখেছিলেন। তার জবাবে কমরেড "ক" এই পত্রটি লিখেছিলেন। যা ছিলো খ-গ'র নিকট লেখা তার পত্র নং-১ (প্রথম সপ্তাহ, জুলাই '৯৮)-এর ধারাবাহিকতা ও বিকশিত রূপ। এই পত্রের মধ্য দিয়ে কমরেড "ক", খ-গ'দের সাথে তার লাইনের পার্থক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। এবং খ-গ পন্থীদের দ্বারা বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হওয়া থেকে ব্যাপক সংখ্যক নেতা, কর্মী, সহানুভূতিশীল ও সমর্থক জনগণকে রক্ষা করেছিলেন। এবং তার নিজের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবীযুদ্ধের লাইনের পক্ষে সমর্থনকে সুসংহত ও দৃঢ়তর করতে পেরেছিলেন। এই পত্রটি লেখা হয়েছিল আ.ক পন্থীদের কর্তৃক সার্কুলার নং-৮/৯৮-কে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের সিদ্ধান্তের খবর জানার পূর্বেই। তাই সার্কুলার নং- ৮/৯৮ গৃহিত হলে কি ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে—সে সম্পর্কে কর্মী-জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা হয়েছিল এই পত্রের মধ্য দিয়ে। এই পত্রটি পার্টি-সংগঠনের বিভক্তির সময়কালিন দ্রুত ঘটমান জটিল পরিস্থিতিতে কর্মী-জনগণের নিকট বিপ্লবী দিশাকে তুলে ধরেছিল। এবং অতিশয় দাম্ভিক, আত্মপ্রচারবাদী ও বিভেদপন্থী খ-গ পন্থীদেরকে রাজনৈতিকভাবে অথর্ব (উদ্যোগহীন), স্থবির (নিষ্ক্রিয়) ও কোণঠাসা করে ফেলেছিল। খ-গ পন্থীদের লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নিতকরণের যে সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপের গত এপ্রিল বৈঠকে নেয়া হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই পত্রটি পুন:প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই পত্রটি খ-গ লাইনের বিপক্ষে কমরেড "ক"-র লাইনের সংগ্রামের ধারাবাহিকতাকে ও তার ছোট-বড়ো উল্লম্ফনকে বুঝতে সহায়তা করবে। একই সাথে তা, খ-গ পন্থীদের মধ্যকার সর্বশেষ বিভক্তির প্রধান কারণ যে তাদের অভ্যন্তরীণ তথা তাদের অনুসৃত লাইন, মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তির মধ্যেই নিহীত, তাকেও বুঝতে সহায়তা করবে। এই পত্রের কোনো উত্তর খ-গ'রা আজ পর্যন্ত দেয়নি। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]।

কমরেড 'খ' এবং কমরেড 'গ',

লাল সালাম।

কমরেড আ.ক এবং আপনাদের পরস্পর বিরোধী নেতৃত্বে কেন্দ্রিয় কমিটির সাম্প্রতিক বিভক্তির পর লিখিত আপনাদের ৩১শে অক্টোবর '৯৮-এর পত্র পেয়েছি।

এই পত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও লাইনগত অবস্থান এবং পত্রে উত্থাপিত আমার সাথে আপনাদের কিছু আলোচনার বর্ণনা ও 2LS-এ আপনাদের ভূমিকার ইতিহাস বর্ণনা সম্পর্কে, আমার অনেক ভিন্নতা রয়েছে।

যা পরবর্তী সময় ও সুযোগে জানাবো। এখন আমি একটি লাইনগত দলিল লেখার কাজে ব্যস্ত আছি। এই দলিলটি লেখার কাজ শেষ করা, পার্টির বর্তমান পরিস্থিতিতে খুবই জরুরি বলে আমি মনে করি। তাই এ সময়ে আপনাদের বক্তব্যের এবং তার সাথে সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ে এখন বিস্তারিত লিখিত উত্তর দিতে পারছি না। প্রাসঙ্গিক জরুরি বিষয়েই এখন জানাচ্ছি। পরে মৌখিক বা লিখিতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

১. সি.সি-র ৮ম অধিবেশনে সার্কুলার নং-৮ কে গ্রহণ করার পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে, নিজস্ব অমাওবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সি.সি ও সংগঠনকে একস্তম্ভী সি.সি ও সংগঠনে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে, কম. আ.ক এবং তার মতের সমর্থক নেতৃস্থানীয়রা, সি.সি ও সংগঠনকে প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙ্গে ফেলার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তাকে আমি সঠিক মনে করি না। এবং তাকে সমর্থনও করি না। এসব লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি-উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার সাথে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এবং এর প্রতি আমার কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। আমি এসবের বিরোধী।

একইভাবে সি.সি অধিবেশনে যোগ না দেয়ার মধ্য দিয়ে আপনারাও যে সি.সি-কে এবং তার মধ্য দিয়ে সংগঠনকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বকারীর ভূমিকা রেখেছেন, সে ক্ষেত্রে নিরাপত্তাগত যে যুক্তিকে অজুহাত হিসেবে তুলে ধরেছেন, তাকেও আমি সি.সি-কে এবং তার মধ্য দিয়ে সংগঠনকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট, উপযুক্ত ও সঠিক যুক্তি বলে মনে করি না। সে কারণে আপনাদের এসব ভূমিকা ও অবস্থানকেও সমর্থন করি না। আপনাদের এসব অবস্থান ও পদক্ষেপের সাথে আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। এবং সেহেতু এসবের প্রতি আমার কোনো দায়বদ্ধতাও নেই। আমি এসবেরও বিরোধী।

এক্ষেত্রে কম. আ.ক এবং আপনাদের, উভয়েরই অবস্থান ও পদক্ষেপ হচ্ছে একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার অবস্থান ও পদক্ষেপ। যা আপনাদের উভয়েরই রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানের মূল সারবস্তু সশস্ত্র অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের সাথে সম্পর্কিত এবং তা থেকেই উৎসারিত। আমার বিরোধিতার মূল কারণ এটাই।

আপনারা উভয়পক্ষই এখনো নিজেদের মধ্যকার মত-পার্থক্যকে, পরস্পর বিরোধী দু'পৃথক মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বলে মনে করেন না। ফলে আপনাদের মধ্যকার মত-পার্থক্য হচ্ছে, সারবস্তুতে একই মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানের মধ্যকার মত-পার্থক্য। এ হচ্ছে একই মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানের মধ্যকার ভুল-নির্ভুলের পার্থক্য। এর ভিত্তিতে সি.সি ও সংগঠনের বিভক্তিটা সঠিক নয়, অথচ এরই ভিত্তিতে কম. আ.ক এবং আপনারা উভয়পক্ষই সি.সি ও সংগঠনকে বিভক্ত করার অবস্থান ও পদক্ষেপ নিয়েছেন। একে আমি সঠিক মনে করি না। তাই সমর্থনও করতে পারি না।

কেবলমাত্র মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দু'পরস্পর বিরোধী পৃথক অবস্থানের ভিত্তিতেই বিভক্তিটা অপরিহার্য, ন্যায্য ও সঠিক হয়। এবং কেবলমাত্র তখনই তাকে সমর্থন করা যায়।

সুতরাং, নিরাপত্তা যুক্তি নয়, আপনাদের মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানকে সামনে আনুন, সে ক্ষেত্রে মূল দলিল পেশ করুন। সে ভিত্তিতেই গ্রহণ বা বর্জনের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।

২. নিরাপত্তা যুক্তিকে সামনে এনে সি.সি অধিবেশনে যোগ না দিয়ে সি.সি-কে এবং তার মধ্য দিয়ে সংগঠনকে বিভক্ত করার আপনাদের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায়, আপনাদের সাথে আমার মোট তিনবার দেখা ও কথা-বার্তা হয়েছিল।

অথচ বিষয়টি নিয়ে আপনারা কখনোই আমার সাথে খোলামেলা আলোচনা করেননি। বরং উল্টো, এই বিষয়টি মোট তিনবারের দেখায় একটু একটু করে রেখে-ঢেকে উত্থাপন করেছিলেন। এবং এভাবে বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে অন্ধকারে রেখে, সে সম্পর্কে অস্পষ্ট ও অসচেতন রেখে, তাতে আমাকে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। এভাবে আপনারা আপনাদের বহু কথিত ও বহু অনুশীলিত তথাকথিত প্রলেতারীয় ডিপ্লোমেসীর রাজনীতি ও কর্মনীতির নামে ক্ষুদে বুর্জোয়া অশিষ্ট কূটনীতিরই অনুশীলন চালিয়ে ছিলেন আরেকবার। একে আমি গুরুতরভাবে ভুল বলে মনে করি। এবং বিরোধিতা করি।

আলোচিত মোট তিনবারের দেখার প্রতিবারই, যখন আপনাদের আলোচনায় অন্যরকম আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল, তখন বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি আপনাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায়নি। এ সত্ত্বেও, বিবিধ সম্ভাবনা মাথায় রেখে, বিশেষত: সি.সি-র ৭ম অধিবেশনেও আপনাদের না যাওয়ার প্রবণতা ও তার প্রতি আমার বিরোধিতাকে স্মরণ করে, এবারো নিজের উদ্যোগে আমি, সি.সি-র ৮ম অধিবেশনে যোগ দেয়া এবং সেখানে নিজেদের মতাবস্থানের পক্ষে সংগ্রাম করার জন্য আপনাদেরকে উৎসাহিত করেছি। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার যুক্তি থেকে সি.সি অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত থাকাকে নিরুৎসাহিত করেছি।

কিন্তু আপনারা আমাকে স্পষ্ট কিছুই জানাননি। প্রথমবার জানিয়েছেন যে, সি.সি-র অধিবেশনে যোগ দেয়ার নীতি-দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করছেন। দ্বিতীয়বার জানিয়েছেন যে, অংশগ্রহণ করা বা না করার পক্ষে ও বিপক্ষের পয়েন্টগুলো নিয়ে চিন্তা করছেন। তৃতীয়বার জানিয়েছেন যে, আপনারা সি.সি অধিবেশনে শারীরিকভাবে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

অথচ বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, আপনারা অনেক পূর্বেই এসব বিষয়ে অবস্থান ও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কম. আ.ক-কে প্রথমে মৌখিকভাবে ও পরে লিখিতভাবে তা জানিয়েও দিয়েছিলেন। এবং কম. আ.ক-র নিকট থেকেই প্রথমে তা আমি মৌখিকভাবে জানতে পেরেছিলাম। এবং তার কাছ থেকেই পরে আপনাদের স্বহস্তে লিখিত বক্তব্যটি পেয়েছি।

অথচ এই বিষয়টিই আপনারা তিনবারের তিন দেখায় অনেক কসরত করে আমাকে জানিয়েছেন। এবং এমন সময়ে আপনারা আসল কথাটি আমাকে জানিয়েছেন, যখন আর তা না জানিয়ে আপনাদের উপায় ছিলো না। কেননা ইতোমধ্যে আপনাদের স্বহস্তে লিখিত বক্তব্যটির ফটোকপি কম. আ.ক-র মাধ্যমে আমার হাতে এসে গিয়েছিল। তা আপনারা বুঝতে পেরেছিলেন এবং আমিও আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম। তখন তাকে অস্বীকার করা বা ঘুরানো-প্যাচানোর অর্থ হতো, নিজেদের লিখিত বক্তব্যকেই অস্বীকার করা। যা সম্ভব ছিলো না আপনাদের পক্ষে। ফলে তৃতীয়বারের দেখায় আসল বিষয় জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাও মাত্র শিরোনামে, বিস্তারিতভাবে নয়। এবং সাথে সাথে আমার বিরোধিতাও আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি কমরেড 'গ' বিতর্কে অংশগ্রহণ করে তাকে এগিয়ে নিতে কার্যত: অনাগ্রহী ও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। অথচ তখনো ভুল অবস্থানটি সংশোধন করার সুযোগ ছিলো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, আপনারা ভুলকে সংশোধন করেননি। বরং তাকে এক গুণগত নতুন স্তরে উন্নিত করেছেন।

এক্ষেত্রে আমার সাথে যেমনটি করেছেন, তেমন তথাকথিত প্রলেতারীয় ডিপ্লোমেসীর রাজনীতি ও কর্মনীতির নামে ক্ষুদে বুর্জোয়া অশিষ্ট কূটনীতির অনুশীলন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা ব্যাপকভাবেই করে থাকেন। এটাকে আপনারা সঠিক ও ন্যায্য বলে মনে করেন। তাই সচেতন ও পরিকল্পিতভাবেই তার অনুশীলন করেন। ফলে আপনারা ঝেড়ে কাশেন না। ফলে দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনার পরও প্রায়শ:ই বুঝে ওঠা যায় না যে, আপনাদের মনের আসল বা মূল কথাটা কি? এতে আপনারা এক ধরনের অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এবং এটা আপনাদের এক ধরনের অভ্যাসগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। এর অনেক খারাপ ফলাফল সৃষ্টি হয়েছে। এবং এর অনেক বিরোধিতাও আমি করেছি। আপনাদের প্রতি আমার করা, "ঝেড়ে না কাশা'-র সমালোচনা বেশ পুরানো। যা বর্তমান 2LS-এর সূচনার পর থেকেই আমি আপনাদেরকে করে এসেছি। আপনাদের প্রকাশিত দলিলগুলোও তার প্রমাণ বহন করে। কিন্তু এসব আলোচনা-সমালোচনাতে আপনারা কর্ণপাত করেননি। বরং এখনো করছেন না। সর্বশেষ ঘটনাবলীও তাই প্রমাণ করছে।

কম. আ.ক-র নেতৃত্বে হ্যান্ডলিং-এর নামে আসা ডিপ্লোমেসীর রাজনীতি ও কর্মনীতি, এবং তাকে প্রতিরোধ ও বিরোধিতার নামে আসা আপনাদের প্রলেতারীয় ডিপ্লোমেসীর রাজনীতি ও কর্মনীতি, উভয়টাই ভ্রান্ত। উভয়টারই সারবস্তু হচ্ছে ক্ষুদে বুর্জোয়া কূটনীতি।

যার অশিষ্ট অনুশীলন পার্টির অভ্যন্তরীণ যৌথ জীবন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ, শ্রেণী ও গণলাইন প্রভৃতি অসংখ্য প্রয়োজনীয় উপাদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ভেঙ্গে ফেলে। ঘটনা ভিত্তিক পাল্টাপাল্টি'র সৃষ্টি করে। লাইনকে পিছনে ফেলে দেয়। একে অন্যের ওপর টেক্কা মারার খারাপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। যা প্রলেতারীয় গণমুখী ও সততার খোলামেলা রাজনীতি ও কর্মনীতির বিপরীত অবস্থানকে সামনে নিয়ে আসে। এটা গিল্ড মনোভাব, আমলাতান্ত্রিকতা, উপদলবাদ-ব্লকবাদ সৃষ্টি করে। তাকে বজায় রাখে। যার ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন ধরনের উপদলীয়তা ও ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের উদ্ভব ঘটে। তার বিকাশ হয়। যার মধ্য দিয়ে মাও-এর তিন করণীয় ও তিন বর্জনীয় বাতিল হয়ে যায়।

এই সব বিবিধ নামের ও রূপের ডিপ্লোমেসীর প্রবক্তা ও অনুশীলনকারীরা, নিজেদের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মী-জনগণকে যথাসম্ভব অন্ধকারে রাখে, জানায় না বা কম ও অংশ জানায়, এভাবে অন্যদেরকে অস্পষ্ট ও অসচেতন রেখে তাদেরকে নিজেদের অঘোষিত গোপন মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্য-পরিকল্পনা-কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে ফেলে বা তার চেষ্টা করে। এভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মী-জনগণ নিজেদের অজান্তে, অসচেতনভাবে, মূল অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট না হয়েই অংশ জেনে এবং তার ভিত্তিতে ঘটনার সাথে জড়িয়ে যায় এবং পরিস্থিতির শিকার হয়। যার মধ্য দিয়ে ডিপ্লোমেসীর অনুশীলনকারীরা, নিজেদের মূল উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এসব স্পষ্টত:ই মাও-এর শ্রেণী লাইন ও গণলাইনের বিপরীত।

এসবকে আমাদের বর্জন করা উচিত। আমাদের সকলেরই মাও-এর শ্রেণী ও গণলাইন এবং তিন করণীয় ও তিন বর্জনীয়কে গ্রহণ ও অনুশীলন করা উচিত। তা ভেঙ্গে পড়া আস্থাবোধকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। এবং তা ভেঙ্গে পড়া ঐক্যকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

সুতরাং ঝেড়ে কাশুন। কমিউনিস্টরা নিজেদের রাজনৈতিক মত প্রকাশকে গোপন করে না—এই মাওবাদী অবস্থানকে গ্রহণ ও অনুশীলন করুন। নিজেদের লাইনগত অবস্থানকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করাকে অব্যাহতভাবে বারংবার এড়িয়ে যাওয়ার অবস্থানকে ত্যাগ করুন। নিজেদের মূল রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতিকে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন। এর ওপর দলিল পেশ করুন। তার ভিত্তিতেই আপনাদেরকে সমর্থন বা বর্জনের বিষয়টির নিষ্পত্তি হবে।

৩. নিরাপত্তাগত যুক্তিকে সামনে এনে সি.সি অধিবেশনে যোগ না দেয়া, এবং তার মধ্যে দিয়ে সি.সি ও সংগঠনকে বিভক্ত করাটা হচ্ছে, ইতোপূর্বে আপনাদের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে অনুসৃত মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদী মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতিরই একটি নতুন, বিকশিত ও উচ্চতর রূপের প্রকাশ। এ হচ্ছে লাইনগত, মতাবস্থানগত, দৃষ্টিভঙ্গিগত সংগ্রামকে প্রাধান্য দেয়ার বদলে ঘটনাভিত্তিক পাল্টাপাল্টি করা ও তাতেই সীমিত থাকার আপনাদের ইতোপূর্বকার লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি।

কমরেড আ.ক এবং তার সমর্থক নেতৃবৃন্দ, নিজেদের অমাওবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সি.সি-র ৮ম অধিবেশনে পার্টিকে ও তার সর্বোচ্চ সংস্থা সি.সি-কে একটি অমাওবাদী একস্তম্ভী পার্টি ও সি.সি-তে পরিণত করার উদ্যোগ নিয়েছিল সার্কুলার নং-৮ কে গ্রহণ করার পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। যা গৃহিত ও বাস্তবায়িত হবার অর্থ হচ্ছে, পার্টির রং পরিবর্তনের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার পূর্ণতা অর্জন। পার্টি পরিস্থিতি এবং 2LS পরিস্থিতির এক নতুন গুণগত স্তরে উত্তরণ।

একে চ্যালেঞ্জ জানানো, একে প্রতিরোধ করা, একে প্রত্যাখান করা, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, লাইনগত যুক্তি-তর্ক-আক্রমণের মাধ্যমে কম. আ.ক এবং তাকে সমর্থনকারী নেতৃবৃন্দের অমাওবাদী মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনাকে উন্মোচন, ছিন্নভিন্ন ও পরাজিত করার চেষ্টা চালানো ছিলো জরুরি বিপ্লবী দায়িত্ব। সি.সি সদস্য হিসেবে সি.সি-র অধিবেশন ছিলো সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। এবং এটা ছিলো সকল ভিন্নমতকারী, ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতাকারী, এবং সকল পার্টি কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের জন্যও এক সুবর্ণ সুযোগ। এবং এ ধরনের ফোরামে সম্ভবত: শেষ সুযোগ।

কিন্তু আপনারা তাকে হেলায় হারিয়েছেন। ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করেছেন। সংগ্রামের কঠিন, কষ্টকর কাজ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছেন। এবং তার মধ্যে দিয়ে কম. আ.ক এবং তার সমর্থক নেতৃবৃন্দকে, তাদের অমাওবাদী মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বিনা সংগ্রামে ও বিনা প্রতিরোধে সবকিছু করার একতরফা সুযোগ করে দিয়েছেন।

এটা কেনো আপনারা করেছেন? তা করেছেন সম্ভবত: নিজেরাও কিছু সুবিধা নেয়ার উদ্দেশ্যে। বিশেষত: CORIM-এর সাথে সংশ্লিষ্ট আপনাদের সর্বশেষ ভূমিকা ও কার্যকলাপ, যা সম্পর্কে আপনারা সংশ্লিষ্ট সকলকে এখনো মূলত: অন্ধকারে রেখেছেন, যা সম্পর্কে সি.সি অধিবেশনে আলোচনা ও জবাবদিহিতা অনিবার্য ছিলো, সেই জবাবদিহিতাকে এড়ানোর জন্যই খুব সম্ভবত: আপনারা সি.সি অধিবেশনে যাননি। তাকে এড়িয়েছেন। এবং সেই এড়ানোটাকে ন্যায্য প্রমাণিত করার জন্য নিরাপত্তা যুক্তিকে অজুহাত হিসেবে সামনে এনেছেন। এবং তার মধ্য দিয়ে সি.সি ও সংগঠনকে লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির বৈপরীত্বের অপরিহার্যতার ভিত্তিতে নয়, নিরাপত্তাগত যুক্তি-পাল্টাযুক্তির ভিত্তিতে বিভক্ত করতে আপনারাও নেতৃত্বকারীর ভূমিকা রেখেছেন।

এভাবে আপনারা নিজেদের জবাবদিহিতাকে এড়িয়েছেন। এবং অন্যদিকে কম. আ.ক ও তার সমর্থক নেতৃবৃন্দকেও তাদের অবস্থানের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা থেকে রেহাই দিয়েছেন। এভাবে পারস্পরিক সুবিধা প্রদান ও গ্রহণের সুবিধাবাদী অবস্থান নিয়েছেন। এবং তাকে স্থায়ী করার জন্য এই সুবিধাবাদী অবস্থানের ভিত্তিতে সি.সি-কে এবং তার মধ্য দিয়ে সংগঠনকেও বিভক্ত করার ক্ষেত্রে আপনারাও বিভেদবাদী উপদলীয় নেতৃত্বকারীর ভূমিকা রেখেছেন। এবং এখন এই বিভক্ত উপদলকে বাড়িয়ে তোলার কার্যক্রমকে হাতে নিয়েছেন। আমার কাছে লেখা আপনাদের পত্রের শিরোনাম, পত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্য এবং লাইনগত অবস্থান, এই উপদলবাদী-ব্লকবাদী চেতনাকেই ধারণ ও বহন করে, পার্টি-চেতনাকে নয়। এ হচ্ছে ইতোপূর্বে আপনাদের দ্বারা অনুসৃত উপদলবাদী-ব্লকবাদী লাইন, মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা ও কর্মনীতিরই ধারাবাহিকতা, বর্ধিত ও উচ্চতর রূপের প্রকাশ।

সি.সি-র নিকট লেখা আপনাদের পত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আপনারা নিরাপত্তা যুক্তিতে সি.সি অধিবেশনে শারীরিকভাবে অংশ নিচ্ছেন না, তবে তাতে নীতিগত অংশগ্রহণের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন।
অন্যদিকে আমার নিকট লেখা আপনাদের বর্তমান পত্রে বলছেন যে, পি.বি-র সংশ্লিষ্ট বৈঠক এবং সার্কুলার নং-৮-এর মধ্য দিয়েই সংগঠন বিভক্ত হয়ে গেছে। এবং স্পষ্ট না বললেও এটা সহজেই বুঝা যায় যে,

এর মধ্য দিয়ে সি.সি-ও বিভক্ত হয়ে পড়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, সি.সি-র ৮ম অধিবেশনে সার্কুলার নং-৮ গৃহিত হবার পূর্বেই, সি.সি ও সংগঠন বিভক্ত হয়ে গেছে।

উপরে বর্ণিত অবস্থান দুটির মধ্যে কোনটি আপনাদের সত্যিকার অবস্থান? আমার কাছে লেখা পত্রের অবস্থানই যদি সত্য হয়ে থাকে, আপনারা যদি সত্যিই মনে করে থাকেন যে, সি.সি-র অধিবেশনে গৃহিত হবার পূর্বেই পি.বি-র সংশ্লিষ্ট বৈঠক এবং মতামত সংগ্রহের জন্য পেশকৃত সার্কুলার নং-৮-এর মধ্য দিয়েই সংগঠন ও সি.সি বিভক্ত হয়ে গেছে, এবং সেজন্যই যদি সি.সি অধিবেশনে যোগ না দিয়ে থাকেন, তাহলে সি.সি-র নিকট লেখা পত্রে সেটাই আপনাদের বলা উচিত ছিলো। কিন্তু আপনারা তা বলেননি। নিরাপত্তাগত যুক্তিকে সামনে এনেছেন। তার ভিত্তিতে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ না করার কথা বলেছেন এবং নীতিগতভাবে অধিবেশনে অংশগ্রহণের কথা বলেছেন। এটা হচ্ছে আপনাদের স্ববিরোধ ও মধ্যপন্থা।

আপনারা যদি মনে করেই থাকেন যে, সি.সি অধিবেশনের পূর্বেই পি.বি-র বৈঠক এবং জনমত সৃষ্টি করা ও মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচারিত সার্কুলার নং-৮-এর মধ্য দিয়ে সংগঠন ও সি.সি বিভক্ত হয়ে গেছে, তাহলে আ.ক-র নেতৃত্বাধীন সি.সি অধিবেশনে সি.সি সদস্য হিসেবে আপনাদের অংশগ্রহণের নীতিগত বৈধতা থাকে কিভাবে? কেনো তাহলে আপনারা শারীরিকভাবে নয় কিন্তু নীতিগতভাবে তাতে অংশগ্রহণের অবস্থান জানান? এই স্ববিরোধ ও মধ্যপন্থা হচ্ছে, ইতোপূর্বে অনুসৃত আপনাদের সমগ্র মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মনীতি ও পরিকল্পনার মধ্যপন্থারই একটি অনিবার্য ও স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র।

এ হচ্ছে ঘটনাভিত্তিক পাল্টাপাল্টি করার ও তাতে সীমিত থাকার আপনাদের ইতোপূর্বকার অর্থনীতিবাদী লাইন, মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মনীতি ও পরিকল্পনারই অনিবার্য একটি নিয়তি।

আপনাদের এই অবস্থানটা হচ্ছে, সুনির্দিষ্ট সংগ্রামকে ত্যাগ করার, তাকে এড়িয়ে যাবার সুবিধাবাদী-পরাজয়বাদী-বিলোপবাদী অবস্থানও বটে। যা আপনাদের পূর্বাপর অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মতভিন্নতার সংগ্রামকে পদত্যাগের মধ্য দিয়ে এড়ানো ও ত্যাগ করার সুবিধাবাদী, পরাজয়বাদী, বিলোপবাদী মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির যে কিছু প্রকাশ পার্টির মধ্যে রয়েছে, তার কেন্দ্রিয় ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী হচ্ছেন আপনারা দুজনই। বর্তমান 2LS-এর পূর্বেও আপনারা স.বি.প ও সি.সি-তে, এই রেজিগনেশন ধারার প্রকাশ ও প্রমাণ রেখেছিলেন। এবং বর্তমান 2LS-এও তার প্রকাশ ও প্রমাণ রেখেছেন।

2LS সূচনাপর্বের অন্যতম নির্ধারক সি.সি-র ৫ম অধিবেশনে কম. 'গ'-র পদত্যাগ প্রস্তাব, সমগ্র আলোচনা-বিতর্কের পরিস্থিতির মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। 2LS প্রক্রিয়ায়, ব.অ-র আগে, 'জ' অঞ্চলের দায়িত্ব ও সি.সি সদস্যপদ থেকে পদত্যাগের জন্য কম. 'গ' আমাকে কম নসিহত করেননি। অবশ্যই আমি তা গ্রহণ করিনি। এর বিপরীতে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করার লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকেই গ্রহণ ও অনুশীলন করেছিলাম। বর্ধিত অধিবেশন, সি.সি-র ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধিবেশন এবং আলোচিত এই ৮ম অধিবেশনের ক্ষেত্রেও আপনাদের এই মধ্যপন্থী, সুবিধাবাদী, পরাজয়বাদী, বিলোপবাদী অবস্থান প্রকাশিত ও প্রমাণিত। গ.যু সম্পাদনা বোর্ড থেকে আমাকেসহ সকল ভিন্নমতকারীকে পদত্যাগ করার জন্য প্রদত্ত কম. 'খ'-র প্রস্তাবও, এই রেজিগনেশনের ধারাকেই প্রকাশিত ও প্রমাণিত করে।

আপনাদের এসব অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি, বারবার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ হিটে আ.ক অবস্থানকে সুবিধা দিয়েছে। এবং ভিন্নমতের অবস্থানকে, বিশেষত: "ক"-র দ্বারা চালিত সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

আপনাদের এইসব মধ্যপন্থী-সুবিধাবাদী-পরাজয়বাদী-বিলোপবাদী রেজিগনেশনের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন না করলে, 2LS-এর কষ্টকর, কঠিন, দীর্ঘ মেয়াদী, মরণপণ, জটিল সংগ্রামে আপনাদের নেতৃত্বে বা আপনাদের সহযোগে চূড়ান্ত কিছু অর্জন করা যাবে না। অতীতের মতো বারবারই মাঝ দরিয়াতেই নৌকা ডুবে যাবে।

সুতরাং ইতোপূর্বে অনুসৃত আপনাদের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির সামগ্রিক পর্যালোচনাকে গুরুত্ব দিন। সারসংকলনের কাজকে হাতে নিন। এবং তার ভিত্তিতে আপনাদের সর্বশেষ লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দলিল পেশ করুন। তার ভিত্তিতেই বর্তমানে সমর্থন বা বর্জনের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।

৪. সার্কুলার নং-৮-এর মধ্য দিয়ে, কম. আ.ক এবং তার মতের সমর্থক নেতৃস্থানীয়রা, এককেন্দ্রিক পার্টি-ঐক্যের লাইনগত ভিত্তির রূপরেখাকে উপস্থাপন করেছেন। যার মূলকথা হচ্ছে, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস, জুন '৯৬-এর বর্ধিত অধিবেশন, এবং 2LS-এর প্রক্রিয়ায় সম্পাদকের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পুনর্গঠিত সি.সি-র অধিবেশনগুলোর লাইন-নীতি-পদ্ধতি-পরিকল্পনা-দৃষ্টিভঙ্গিকে সঠিক বলে মেনে নিলে তারা পার্টির লোক বলে গণ্য হবে। যার অর্থ হচ্ছে, এ সবের প্রতি ভিন্নমতকারীরা নীতিগতভাবে পার্টির বাইরের লোক বলে গণ্য হবেন।

বর্ণিত লাইনগুলোই হচ্ছে 'সম্পাদকের সঠিক লাইন'। লাইন সঠিক হবার অর্থ হচ্ছে তার ভিত্তিতে বিকাশ হওয়া, অগ্রগতি ঘটা। লাইন ভুল হবার অর্থ হচ্ছে, তার ভিত্তিতে ক্ষয় হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

তাই সম্পাদকের লাইনকে সঠিক মনে করা ও বলার অর্থ হচ্ছে, এসব লাইনের ভিত্তিতে এখন পার্টির বিপুল বিকাশ হচ্ছে ও বিরাট অগ্রগতি ঘটছে বলে মনে করা ও তা বলা। বিপরীতভাবে সম্পাদকের লাইনকে ভুল মনে করা ও বলার অর্থ হচ্ছে, এসব লাইনের ভিত্তিতে এখন পার্টির ক্ষয় ও ধ্বংস হচ্ছে বলে মনে করা ও তা বলা।

সুতরাং, সার্কুলার নং-৮-এ উত্থাপিত এককেন্দ্রিক পার্টি-ঐক্যের লাইনগত ভিত্তির রূপরেখার মর্মবস্তু হচ্ছে, যারা মনে করছে ও বলছে যে, এখন পার্টির বিপুল বিকাশ হচ্ছে, বিরাট সব অগ্রগতি ঘটছে, তারাই পার্টির লোক বলে গণ্য হবে। এবং যারা মনে করছে যে, এখন পার্টির ক্ষয় ও ধ্বংস হচ্ছে, তারা পার্টির বাইরের লোক বলে গণ্য হবে।

ফলে সার্কুলার নং-৮ গৃহিত হবার সাথে সাথে, দিনকে যারা রাত এবং

রাতকে যারা দিন বলবে তারা পার্টির লোক বলে গণ্য হবে। আর যারা দিনকে দিন এবং রাতকে রাত বলবে তারা পরিণত হবে পার্টির বাইরের লোকে।

এভাবে সার্কুলার নং-৮, পার্টি নামক বস্তুটা যে সম্পাদকের লাইনকে সমর্থনকারী ও তার প্রতি ভিন্নমতকারীদের বৈপরীত্বের একত্ব দ্বারা গঠিত, তাকে ভেঙ্গে ফেলে। ফলে পার্টি নামক বস্তুটার এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণ সংঘটিত হয়। এবং পার্টিটা পরিণত হয় সম্পাদকের লাইনের সমর্থনকারীদের একস্তম্ভী পার্টিতে। আর ভিন্নমতকারীরা বর্জিত হয়, পরিণত হয় পার্টির বাইরের লোকে।

এভাবে পার্টির প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক বিভক্তি ঘটানোই হচ্ছে সি.সি-র ৮ম অধিবেশনে সার্কুলার নং-৮ কে গ্রহণ করার পরিকল্পনার একমাত্র উদ্দেশ্য ও অর্থ। দু'পরস্পর বিরোধী পৃথক মতাবস্থানগত-দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের অনিবার্যতায় এ বিভক্তি সংঘটিত হলে তা হতো ন্যায্য ও সঠিক। কিন্তু তাকে প্রমাণের দায়িত্ব নিতে হতো সার্কুলার নং-৮ কেই। কিন্তু সে পথে এগোননি কম. আ.ক ও তার মতের সমর্থক নেতৃস্থানীয়রা। তারা যা বলেছেন, তা হচ্ছে সামগ্রিকভাবে একই মতাবস্থানগত-দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানের মধ্যে ভুল-নির্ভুলের দ্বন্দ্ব। এবং এরই ভিত্তিতে সার্কুলার নং-৮ পার্টিকে প্রকাশ্যে ও আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত করার লাইনকে সামনে এনেছে। যা একস্তম্ভী হোক্সাবাদী পার্টি-চেতনার লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকেই ধারণ ও প্রকাশ করে।

একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশটা, আমাদের পার্টিতে হঠাৎ করে একদিনে হয়নি। এর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক উৎস ও ভিত্তি রয়েছে। বিশেষত: তা কমরেড স্তালিনের কিছু ভুল এবং ষাটের দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলনের কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত। চীনের মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে পূর্ণভাবে অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করতে না পারার সাথেও তা ওৎপ্রোতভাবে যুক্ত। একইসাথে আমাদের দেশের আধাসামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে গড়ে ওঠা আমাদের পার্টিতে, সমাজে বিরাজমান আধাসামন্ততান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির (পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার ও গোষ্ঠিকেন্দ্রিক সমাজের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিকতায় অভ্যস্ততার মূল্যবোধের) অনিবার্য কিছু অনুপ্রবেশও, পার্টির মধ্যে একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার ভ্রূণ উৎস ও ভ্রূণ ভিত্তিরূপে কাজ করেছে।

আমাদের পার্টিতে একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের একটি দীর্ঘ আঁকাবাঁকা ইতিহাস রয়েছে। যখনই এবং যতটা আমরা আমাদের ঘোষিত মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি MLM থেকে দূরে সরে গিয়েছি, তখনই ও ততটা একস্তম্ভী পার্টি-চেতনা আমাদের মধ্যে বিকশিত হয়েছে। এবং যখনই ও যতটা আমরা MLM-কে আঁকড়ে ধরতে পেরেছি, তখনই ও ততটাই তা কমে এসেছে। আবার একইভাবে তা বেড়েছে।
আমাদের পার্টির অতীত ইতিহাসে, MLM থেকে আমাদের সর্বোচ্চ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল কামাল হায়দারের সময়কালে। তখন সারবস্তুতে MLM বর্জিত হয়েছিল। সে সময়কালেই আমাদের পার্টির ইতিহাসে একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার বিকাশটাও সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনিত হয়েছিল। গুণগতভাবে তা একটি নতুন স্তরে উন্নিত হয়েছিল। এবং সেটা পরিপূর্ণভাবে একটা হোক্সাবাদী একস্তম্ভী পার্টি-চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। যার খুবই বেদনাদায়ক, বিপর্যয়কর ও রক্তাক্ত মূল্যই আমাদেরকে দিতে হয়েছিল।

যাকে আমরা প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিলাম। পরবর্তীকালে প্রধানত: কম. আ.ক-র নেতৃত্বে আংশিক বিশেষত: বাহ্য রূপটার প্রতিরোধ ও পরিবর্তন করতে আমরা সক্ষমও হয়েছিলাম। কিন্তু সারাংশের সাথে আমরা রাপচার ঘটাতে তখন সক্ষম হইনি। ফলে তার বীজ থেকে গিয়েছিল। এবং পরবর্তীতে অনুকূল শর্তে তা আবার বিকশিত হয়েছে এবং আজকে আবার এক গুণগত নুতন স্তরে উন্নিত হবার উপক্রম করেছে। সার্কুলার নং-৮ গৃহিত হবার মধ্য দিয়ে যা চূড়ান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার মূলভিত্তি বা সারাংশ নিহিত রয়েছে অনুসৃত রাজনৈতিক-মতাদর্শিক লাইনের মধ্যে। তার সারসংকলন, পরিবর্তন, সংশোধন ব্যতিরেকে তার থেকে উৎসারিত ও তার সাথে সম্পর্কিত একস্তম্ভী পার্টি-চেতনাকে মূলগতভাবে কাটানো যায় না।

আমরা কামাল হায়দারের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক লাইনের সামগ্রিক কোনো সারসংকলন অতীতে করিনি। কামাল হায়দার লাইন বিরোধী তৎকালিন 2LS সেই গভীরতায় সে সময়ে যায়নি। ফলে তা উদঘাটিত হয়নি, সংশোধনও করা যায়নি। ফলে তার লাইনের বাহ্যিক স্থূল প্রতিক্রিয়াধর্মী দিকগুলোকেই মাত্র পরিবর্তন ও সংশোধন করা গিয়েছিল। অন্ত:সারটা রয়ে গিয়েছিল। এবং অনুকূল শর্তে তা বিকশিত হয়েছিল। যা আজকে একটি চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করেছে, যার সাথে সম্পর্কিতভাবে একস্তম্ভী পার্টি-চেতনাও চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করেছে।

সুতরাং, আজকে আবার আসা নয়ারূপের একস্তম্ভী পার্টি-চেতনাকে কিভাবে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ করা যায় তার উৎস ও ভিত্তির রাজনৈতিক-মতাদর্শিক মর্মবস্তুকে বিরোধিতা ও সংগ্রাম না করে?

যারা নিজেরাই ঘোষণা করে যে, তাদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থান আ.ক-র থেকে পরিপূর্ণ পৃথক কোনো ভিন্ন অবস্থান নয়, বরং তা সারবস্তুতে একই কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত, তাদের দিক থেকে আসা একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার বিরোধিতা, কিভাবে আ.ক-র একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার থেকে পূর্ণ পৃথক ভিন্ন একটি অবস্থান হতে পারে?

না, তা হতে পারে না। একই রাজনৈতিক-মতাদর্শিক সারবস্তু থেকে উত্থাপিত একস্তম্ভী পার্টি-চেতনা ও তার বিরোধিতা, উভয়টাই হচ্ছে দুই ভিন্নরূপের একস্তম্ভী পার্টি-চেতনা।

ফলে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক পরস্পর বিরোধী দু'পৃথক অবস্থানের ভিত্তিতে নয়, বরং একই রাজনৈতিক-মতাদর্শিক কাঠামোর অন্তর্গত থেকেও, কিছু কিছু প্রশ্নে পারস্পরিক বিরোধিতার ভিত্তিতে, নিজ নিজ মতের সমর্থকদের নিয়ে কম. আ.ক এবং আপনারা পরস্পর বিরোধী দু'সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা নিয়েছেন। এবং সে কারণেই সি.সি ও সংগঠনকে বিভক্ত করেছেন। এগুলো রূপের দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও সারবস্তুতে অভিন্ন। উভয়টারই সারবস্তু হচ্ছে একস্তম্ভী পার্টি-চেতনা।
রাজনৈতিক-মতাদর্শিক পরস্পর বিরোধী দু'পৃথক অবস্থানের ভিত্তিতে

এই বিভক্তি না হবার কারণে, বিভক্তির অপরিহার্যতা কোনো পক্ষই প্রমাণ করতে পারছেন না। ফলে তার দায় ও দায়িত্ব নেবার সৎ সাহসও দেখাতে পারছেন না। ফলে এই বিভক্তির জন্য পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ফলে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অসংখ্য "মামলা" দায়ের করা শুরু করেছেন। 2LS আবার একটা অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের কোন্দলে পরিণত হবার উপক্রম করেছে।

এসব, লাইনগত সংগ্রামকে ক্ষতি করছে। এসবের সাথে জড়িত হওয়া সঠিক নয়। এবং এসবের সাথে আমি জড়িত হবোও না।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরস্পর বিরোধী দু'পৃথক অবস্থানের ভিত্তিতে অপরিহার্যভাবে আসা বিভক্তিই ন্যায্য। কেবলমাত্র তাকে সমর্থন করাই সঠিক। এবং তার পক্ষেই আমি দাঁড়াবো।

আপনাদের অবস্থানটা এখনো তেমন নয়। সুতরাং আপনাদের অবস্থানটা এখনো সমর্থনযোগ্য নয়।

৫. যে যুক্তি ও অজুহাতকে সামনে উপস্থাপন করে সি.সি অধিবেশনে যোগ না দিয়ে সি.সি-কে এবং তার মধ্য দিয়ে সংগঠনকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে আপনারাও যে নেতৃত্বকারীর ভূমিকা রেখেছেন, তাকে আমি সঠিক মনে করি না। এ কারণে আপনাদের নেতৃত্বাধীন সি.সি ও সংগঠনকেও আমি সমর্থন করি না। তা পূর্বেই বলেছি। এটা আমার স্পষ্ট, দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থান। এক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ অস্পষ্টতা ও ঝাপসাভাব থাকা উচিত নয়।

সুতরাং সমর্থন বা বিরোধিতা এখন শুধুমাত্র নির্ভর করে আপনাদের সর্বশেষ মূল লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ বা বর্জনের ওপর।

আপনারা আ.ক মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির অনেক কিছুকে ইতোপূর্বে বিরোধিতা করেছেন। এবং এখনো করছেন। আর আমিও আ.ক মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী। ফলে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐক্যের কিছু কিছু দিক রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু শুধুমাত্র বিরোধিতার ঐক্যের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিরোধিতার মধ্য দিয়ে কি প্রতিষ্ঠিত করা হবে, সেটাই হচ্ছে এককেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক ভিত্তি।

পার্টির মধ্যকার বর্তমান 2LS-এ, আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল সম্পাদকের সামরিক লাইনকে বিরোধিতা করে। এই যাত্রাবিন্দুর স্বাভাবিক ও অপরিহার্য পরিণতি হয় এবং হবে, সামরিক লাইন যে রাজনৈতিক-মতাদর্শিক লাইন থেকে উদ্ভূত সেক্ষেত্রেই ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ। এটাই যাত্রাবিন্দুর গতির প্রক্রিয়ার অনিবার্য নিয়তি। যদি মাঝখানেই আমার মতাবস্থান পরিবর্তিত না হয় বা ধ্বসে না যায়।

আমার দ্বারা চালিত 2LS এই গতির প্রক্রিয়াতেই এগিয়েছে। এবং ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে আজকে মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দু'পরস্পর বিপরীত অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। 2LS প্রক্রিয়ায় প্রকাশিত আমার দলিলগুলো ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করলে এই গতির প্রক্রিয়াটি স্পষ্টত:ই বোঝা যাবে। এবং সর্বশেষ দলিল যেটা যাবে, সেটাতে মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত দু'পরস্পর বিরোধী অবস্থান আরো স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে উঠবে আশা করি।

অন্যদিকে বিদ্যমান 2LS-এ আপনাদের যাত্রাবিন্দু ছিলো সম্পাদক ও আমাকে ("ক"-কে) উভয়কে বিরোধিতা করে। যা এখনো আপনারা যখন-যেখানে-যেমনভাবে সম্ভব ও সুবিধা, তখন-সেখানে-তেমনভাবেই করে চলেছেন। এই যাত্রাবিন্দুর গতির প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়তি হবার কথা, সম্পাদক ও আমার উভয়েরই লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির গতির প্রক্রিয়া ও পরিণতির বিরোধী ও বিপরীত একটি মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণতা অর্জন।

সেটা এখনো হয়েছে কি? হয়ে থাকলে কোন দলিলের মাধ্যমে তা উত্থাপন করছেন? তা কবে পাবো? ইত্যাদি এখনো জানি না। এ ধরনের আপনাদের সর্বশেষ মূল লাইনগত-মতাবস্থানগত-দৃষ্টিভঙ্গিগত দলিল পেলে, তাকে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করবো। এবং সমর্থনযোগ্য হলে তাকে সমর্থনও জানাবো। এ ধরনের কোনো দলিল এখনো না পেয়ে, না পড়ে, অগ্রিম কোনো সমর্থন বা ব্লাংকচেক আপনাদেরকে দিতে পারি না।

কেননা, ইতোপূর্বে এবং এমনকি এই পত্রেও প্রকাশিত আপনাদের বক্তব্য সমূহের মূল লাইনগত-মতাবস্থানগত-দৃষ্টিভঙ্গিগত পজিশনের ভিত্তি হচ্ছে দশ বছর। অথচ দশ বছরে যেমনি ছিলেন মাও, সি.এম ও এস.এস তেমনি ছিলো কামাল হায়দার ও বিকাশমান আ.ক চিন্তাধারা। যা সব মিলিয়ে লাইনগত ও অনুশীলনগতভাবে একটা মধ্যপন্থা ও সমন্বয়বাদের অবস্থান গড়ে তুলেছিল। এই মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী মতাদর্শিক অবস্থান থেকে এস.এস প্রদর্শিত মাওবাদী বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি, লাইনের দিক দিয়ে অপ্রধান ও গৌণ হয়ে গিয়েছিল এবং জঙ্গী অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদের রাজনীতি ও তার সংগ্রামিক-সাংগঠনিক নীতি সামনে এসেছিল।

ফলে দশ বছরের অবস্থানের প্রধান দিক হচ্ছে, মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি। যা দশ বছরে আমাদেরকে বারবার ধ্বংসের প্রান্তসীমায় নিয়ে গিয়েছিল। এবং শেষাবধি অসচেতনভাবে এস.এস-কে আঁকড়ে ধরে আমরা পুনরায় নিজেদেরকে রক্ষা করেছি ও বিকশিত করেছি। '৮৮-'৮৯ সালের দেশব্যাপী পুন:বিকাশ হয়েছিল প্রধানত: সেই বহু নিন্দিত থানা-ফাঁড়ি দখল তথা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ওপর আক্রমণের মধ্য দিয়েই, সেই বিকাশ হয়নি প্রধানত: গাছকাটা, পুকুর দখল, ধান তোলা অভিযানের মধ্য দিয়ে।

যাকে খুব চমৎকারভাবে সারসংকলন করেছিলেন কমরেড Y, 2LS-এ প্রকাশিত তার প্রথম দলিলে। সেখানে তিনি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হচ্ছে, দশ বছরে যে পরিমাণে এস.এস ছিলো সেই পরিমাণেই আমরা রক্ষা পেয়েছি; বিপ্লবী চরিত্র বজায় থেকেছে এবং অগ্রগতি ঘটেছে। আর যে পরিমাণে এস.এস বর্জিত হয়েছিল (অর্থাৎ আ.ক এসেছে) সেই পরিমাণেই আমাদের ক্ষয় হয়েছে, বিপ্লবী দিক বর্জিত হয়েছে।

এই দশ বছরের এক নিজেকে দুয়ে বিভক্তকরণ ছাড়া, তার সঠিক

সারসংকলন ছাড়া, অবিভাজিতভাবে তাকে ঊর্ধে তুলে ধরা, তাকে ধারণ ও বহন করার চেষ্টাটা হচ্ছে নিজে নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা মধ্যপন্থী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি।

এই দশ বছরই পরবর্তীকালে, বর্তমানে, এই 2LS-এর প্রক্রিয়ায় এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করছে। এর একদিকে দাঁড়াচ্ছে এবং তাকে বিকশিত করছে কম. আ.ক এবং তাকে সমর্থনকারী নেতৃবৃন্দ। এবং বিপরীত দিকে দাঁড়াচ্ছে এবং তাকে বিকশিত করছে "ক" এবং অন্যরা।

আর আপনারা ভিত্তি গাড়ছেন মূলত: অবিভাজিত দশ বছরের মধ্যেই। আপনাদের বর্তমান মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি ও উৎস এটাই।

এ কারণেই অনেক ক্ষেত্রে "ক"-র সাথে আপনাদের কিছু মিল হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কম. আ.ক-র সাথেও আপনাদের অনেক মিল আছে। বিপরীতভাবে "ক"-র সাথে আপনাদের অনেক বেমিল হচ্ছে এবং একইভাবে কম. আ.ক-র সাথেও আপনাদের অনেক বেমিল হচ্ছে। আ.ক এবং "ক"-র প্রতি আপনাদের বিরোধিতা, অসন্তুষ্টি, ক্ষোভ, বিরক্তি ও ক্রোধের মূল কারণ এটাই যে, আ.ক এবং "ক" দুই বিপরীত দিক থেকে দশ বছরের সমন্বয়বাদী একত্বকে ভেঙ্গে ফেলছে এবং তার ফলে সমন্বয়বাদী একত্বের মধ্য দিয়ে অর্জিত ঐক্যও ভেঙ্গে পড়ছে।

এটা যে প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য, তা আপনারা স্বীকার করেন না, ফলে নীতিভিত্তিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমন্বয়বাদী একত্বকে ভেঙ্গে ফেলে নীতিভিত্তিক উচ্চতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষেও আপনারা দাঁড়ান না। ফলে আপনাদের ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠার চিৎকার হচ্ছে, দশ বছরের সমন্বয়বাদী অবস্থানের একত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়বাদী ঐক্য।

এবং এটা যেহেতু এখন আর আ.ক এবং আমি গ্রহণ করতে পারছি না, 2LS-এর পাঁচ বছরের ঝড়ো অগ্রগতির মধ্য দিয়ে অর্জিত অগ্রসর অবস্থানের ভিত্তিতে তা আর গ্রহণ করা সম্ভবও নয়—তাই আপনারা উভয়কেই বিরোধিতা করছেন। আবার একইসাথে দাবি করছেন যে, আ.ক এবং "ক"-র লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির মূল কাঠামোর মধ্যেই আপনাদের অবস্থান।

যা আপনাদের স্ববিরোধিতা ও মধ্যপন্থাকেই প্রকাশিত করে। ফলে আপনাদের দিক থেকে আ.ক ও "ক"-কে বিরোধিতা করাটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে আংশিক, খণ্ডিত ধরনের। তা প্রধানত: গৌণ ও বাহ্যিক দিকগুলোতেই সীমিত হয়ে পড়ছে। তা সারবস্তুর ওপর কেন্দ্রিভূত হচ্ছে না।

ফলে এখান থেকে একবার খাবলা মেরে "ক"-কে বিরোধিতা করছেন এবং আরেকবার ওখান থেকে খাবলা মেরে আ.ক-কে বিরোধিতা করছেন। আবার এখান থেকে একবার "ক"-র সাথে ঐক্যের অবস্থান দেখছেন এবং একইভাবে ওখান থেকে আরেকবার কম. আ.ক-র সাথে ঐক্যের অবস্থান দেখছেন। এবং এভাবে নিজেদের মধ্যপন্থা ও সমন্বয়বাদেরই প্রকাশ ঘটাচ্ছেন।

আপনাদের এই মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ, আপনাদের প্রকাশিত 2LS দলিলগুলোতে রয়েছে। এবং মৌখিক আলোচনাগুলোতেও তা খুব ব্যাপকভাবেই প্রকাশিত। যেখানেই আপনারা নিজেদের মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশি মূর্ত করে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন, সেখানেই তা বেশি মূর্তভাবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হয়েছে। সি.সি-র ৭ম অধিবেশনে প্রদত্ত আপনাদের তিনপার্ট দলিলের তৃতীয়টি হচ্ছে এমনই একটি দলিল।

দশ বছরের মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী-অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির চালিকা ও নেতৃত্বকারী শক্তি ছিলো আ.ক-র দৃষ্টিভঙ্গি। যা ছিলো সমন্বয়বাদের অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি। যা ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বদলে ঐতিহাসিক যান্ত্রিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে এনেছিল। যা ২য় জাতীয় কংগ্রেসে পূর্ণতা অর্জন করেছিল।

দশ বছরের পুরো সময়কাল জুড়েই আধিপত্য ছিলো এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির। যা প্রয়োগবাদী, অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদী, সমন্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এবং ২য় জাতীয় কংগ্রেস থেকে খোলাখুলিভাবেই সমন্বয়বাদটা দ্বন্দ্ববাদ রূপে গণ্য হয়েছে।

এই যান্ত্রিক বস্তুবাদের অধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলাম কামাল হায়দার থেকে। তখনকার 2LS-এ তাকে চিহ্নিত, উন্মোচন, সংগ্রাম, খণ্ডন ও বর্জন করতে না পারার কারণে তা আমাদের মধ্যে থেকে গিয়েছিল। এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্যকারী বা কর্তৃত্বকারীর ভূমিকা পালন করেছিল, '৭৯ সালের সারসংকলন, '৮২ ও '৮৫ সালের দলিল, ২য় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ব পর্যন্ত। পরে তা আরো সুসংহত ও পূর্ণতা অর্জন করে ২য় জাতীয় কংগ্রেসে এবং পরবর্তী রালাপ, লাপসা, '৮৯-এর সারসংকলন, তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং পরবর্তী সবকিছুতে একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ক্রিয়াশীল ছিলো।

তাই দশ বছরকে অবিভাজিতভাবে ধারণ, বহন ও ঊর্ধে তুলে ধরার অর্থ হচ্ছে, এই অধিবিদ্যক যান্ত্রিক বস্তুবাদের আ.ক দৃষ্টিভঙ্গিকেই ধারণ ও বহন করা এবং তাকে ঊর্ধে তুলে ধরা। অথচ প্রয়োগবাদ-অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সমন্বয়বাদ-অমাওবাদ-এর মূলোচ্ছেদ করা যায় না তার দার্শনিক ভিত্তিকে মূলোচ্ছেদ না করে।

দশ বছরে গড়ে ওঠা ও বিকশিত হওয়া আ.ক দৃষ্টিভঙ্গির সর্বশেষ বিকশিত রূপ ও পরিণতি হচ্ছে তার বর্তমান লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি।

আ.ক লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির গড়ে ওঠা ও বিকাশমান রূপটিকে গ্রহণ করা, কিন্তু তার বিকশিত ও পরিণত রূপটি গ্রহণ না করাটা হচ্ছে নিজেই একটি মধ্যপন্থা। আপনাদের বর্তমান অবস্থান এটাই। আপনাদের সমগ্র অবস্থানের সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক রূপ হচ্ছে, আ.ক উইদাউট আ.ক। যেমনি দশ বছরের মধ্যপন্থার রূপটি হচ্ছে এস.এস উইদাউট এস.এস + K.H (কামাল হায়দার) উইদাউট K.H (কামাল হায়দার)।

আপনাদের আ.ক উইদাউট আ.ক-র মধ্যপন্থী-সমন্বয়বাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই, আ.ক চিন্তাধারার সাথে প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ হিটে, যেমন সি.সি-র ৫ম অধিবেশন, বর্ধিত অধিবেশন, ৬ষ্ঠ অধিবেশন, ৭ম অধিবেশন এবং এমনকি আলোচিত চলতি ৮ম অধিবেশন পর্যন্ত, সকল ক্ষেত্রেই আপনাদের দিক থেকে আ.ক মতাবস্থানের কিছু বিরোধিতা থাকলেও আ.ক ও আমার মধ্যকার সংগ্রামে আপনাদের অবস্থান আ.ক-কেই সুবিধা দিয়েছে বেশি। এবং বিপরীতভাবে আমার দ্বারা করা সংগ্রামকে অসুবিধায় ফেলেছে, ক্ষতিগ্রস্ত করেছে অনেক বেশি।

অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে, আপনাদের কথিত দুই প্রধান বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রচারণা চালাতে গিয়ে, বাস্তবে কোন মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বর্শামুখ তাক করেছেন বেশি, তা অন্তত: আপনারা ভালই জানেন। আর জানে তারা যারা ইতোপূর্বে আপনাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

আপনারা আ.ক মতাবস্থানের বিপক্ষে আপনাদের মূল মতাবস্থান গড়ে তোলা ও প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভিন্নমতাবস্থানকে এগিয়ে নেয়া ও ভিন্নমতকারী গড়ে তোলার বদলে প্রধান কাজ হিসেবে আঁকড়ে ধরেছিলেন, বেশি ব্যস্ত ছিলেন "ক"-র মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতায়। প্রধানত "ক"-র নেতৃত্বে সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠা ভিন্ন মতাবস্থান ও ভিন্নমতকারীদের মধ্যে ফাটল ধরানো, তাদেরকে বিভ্রান্ত ও হতোদ্দম করা, তাদের মধ্য থেকে যাকে পাওয়া যায় তাকে পক্ষে টানা এবং পক্ষে টানা সম্ভব না হলে তাদেরকে হতাশ ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়ার চেষ্টা চালানো, ইত্যাদি কাজেই ইতোপূর্বে আপনাদের মনোযোগ ছিলো বেশি।

একাজে আপনারা আ.ক পন্থীদের মতোই লাইনগত সংগ্রামকে গৌণ করে, লিখিত বক্তব্য-দলিল উত্থাপন না করে, যখন খুশি তখন, যেমন ইচ্ছে তেমন বক্তব্য রেখে বেড়িয়েছেন। এবং প্রভাবিত করার জন্য আ.ক পন্থীদের মতোই ব্যক্তিতাবাদী প্রচারণা চালিয়েছেন। নিজেদের সম্পর্কে উচ্চ এবং "ক" সম্পর্কে অবমূল্যায়ন প্রচার করেছেন। এসব নিশ্চিতভাবেই আ.ক পজিশনকে সহায়তা করেছে বেশি।

আপনারা বাস্তবে কাউকেই ভিন্নমতকারী হিসেবে গড়ে তোলেননি। গড়ে ওঠা ভিন্নমতকারীদের নিয়ে কাড়াকাড়ি করার চেষ্টা করেছেন শুধু। আপনাদের মতাবস্থানগত স্ববিরোধিতা, মধ্যপন্থা ও দুর্বলতার কারণে কাউকে সত্যিকারের ভিন্নমতকারী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভবও ছিলো না। সম্ভব ছিলো শুধুমাত্র কিছু কিছু প্রশ্নে ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতাকারীর সৃষ্টি করা।

ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতা হচ্ছে প্রথম পর্যায়। এবং ভিন্নমত হচ্ছে দ্বিতীয় ও উচ্চতর পর্যায়। দুটো আন্ত:সম্পর্কিত আবার দুটোর মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য রয়েছে। ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতাতেই সীমিত থাকা কিন্তু তাকে ভিন্নমতের পর্যায়ে উন্নিত না করার দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে অধিবিদ্যা, যান্ত্রিক বস্তুবাদ। জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানেই সীমিত থাকার সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ, রাজনীতির ক্ষেত্রে তা হচ্ছে অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদ-সুবিধাবাদ-সমন্বয়বাদ।

ইতোপূর্বকার আপনাদের অবস্থান হচ্ছে সারবস্তুতে তাই। ঘটনাভিত্তিক অসংখ্য বিরোধিতা আপনাদের রয়েছে। তাতে ভিন্নমতের অনেক উপাদান রয়েছে। কিন্তু তাকে আপনারা ভিন্নমত তথা ভিন্ন লাইনের পর্যায়ে উন্নিত করেননি। প্রকাশিত দলিলগুলোতে অনবরত মূল-লাইন পজিশনের উপস্থাপনাকে এড়িয়ে চলেছিলেন, এবং এভাবে কমিউনিস্টরা নিজেদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক অবস্থানকে গোপন করে না এই মাওবাদী অবস্থান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

ফলে ইতোপূর্বে আপনাদের উত্থাপিত ও প্রচারিত বক্তব্য/দলিল দ্বারা ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতাকারী গড়ে ওঠা সম্ভব ছিলো, কিন্তু ভিন্নমতকারী গড়ে ওঠা সম্ভব ছিলো না।

একে অতিক্রম করা সম্ভব আপনাদের মূল লাইনগত দলিল উত্থাপনের মাধ্যমে। তা না করেই আপনারা আজকে একটি পৃথক সি.সি-র পতাকা উত্তোলন করে বলছেন যে, এস, আমাদের সাথে যোগ দাও।

এভাবে আমি আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি না। আপনাদের সর্বশেষ মূল লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে আগে খোলাখুলিভাবে, স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করুন। তার ভিত্তিতেই বর্তমানের সমর্থন বা বর্জনের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।

৬. আপনাদের পত্রের শিরোনাম এবং আপনাদের পত্রের বক্তব্যের মূল সুর ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি উপদলীয়-ব্লকবাদী-একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করি।

আপনাদের বক্তব্য উত্থাপন করা উচিত ছিলো পার্টি-দৃষ্টিভঙ্গিতে। পার্টিব্যাপী প্রচারের উদ্দেশ্যে পার্টির নেতাকর্মী-সহানুভূতিশীলদের উদ্দেশ্যে তা লেখা ও প্রচার করা উচিত ছিলো। তার ভিত্তিতে আপনারা পার্টিব্যাপী কম. আ.ক-র একস্তম্ভী পার্টি-চেতনতার বিরুদ্ধে একটি বিতর্ক-সংগ্রাম-প্রতিরোধ গড়ে তোলার সূচনা করতে পারতেন। ফলে তা ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতাকারী, ভিন্নমতকারী, সম্পাদকের লাইনকে সমর্থনকারী এবং এখনো বিভ্রান্ত-নিরপেক্ষ এমন সকলের নিকট যেতো। সকলেই এই বিতর্ক-সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারতেন। তার ভিত্তিতে এই বিতর্ক-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় যাদের সাথে ঐক্যমতের সৃষ্টি হতো, তাদেরকে নিয়ে এককেন্দ্রিক ঐক্যের প্রক্রিয়া চালাতে পারতেন। এবং সেটাকে বাড়িয়ে তুলে এককেন্দ্রিক ঐক্যবদ্ধ পার্টি পুন:প্রতিষ্ঠার পথে এগোতে পারতেন।

তা না করে আপনারা করেছেন ঠিক সেই কাজটি, যা কম. আ.ক করে থাকেন। কম. আ.ক একই পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভিন্নমতকারীদেরকে মনে করেন দূরের ও বাইরের লোক। এবং নিজ মতের সমর্থনকারীদেরকে মনে করেন আপন ও ভেতরের লোক। ফলে যে কোনো বিষয়ে, নিজের মতের সমর্থনকারীদের নিকট আগে দৌড়ান। তাদের ওপর ভর করেই অন্যদেরকে জয় বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। এভাবে এক পার্টির মধ্যেই দুই পার্টির উদ্ভব হয়।

আপনারাও ঠিক একই কাজ করেছেন। আপনারা আপনাদের সমগ্র অবস্থানকে খোলাখুলিভাবে পার্টির সকলের জন্য এখনো উত্থাপন করেননি। আপনারাও প্রথমে ছুটেছেন, আপনাদের মতের সমর্থক

ভিন্নমতের উপাদানযুক্ত বিরোধিতাকারীদের নিকট। যাদের আ.ক এবং "ক" উভয়ের প্রশ্নেই কিছু রিজার্ভেশন বা বিরোধিতা রয়েছে। তারপর এসেছেন ভিন্নমতকারীদের নিকট। "ক" এবং তাকে সমর্থনকারীদের নিকট। এবং এসবের ওপর ভর করে পরে অন্যান্যদেরকে জয় বা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবেন। এভাবে আপনারাও এক পার্টির মধ্যে দুই পার্টির উদ্ভব ঘটাচ্ছেন।

অথচ তাকে আপনারা স্বীকার করছেন না। একতরফাভাবে আ.ক পন্থীদেরকে দায়ী করছেন। ঠিক যেমন আ.ক পন্থীরাও দায়ী করে ভিন্নমতকারীদেরকে এবং অস্বীকার করে নিজেদের দায়িত্বকে।

লাইন-মতাবস্থানগত বৈপরীত্বের বিকাশের প্রক্রিয়ায় পার্টি-বিভক্তি যদি অপরিহার্যই হয়ে থাকে, এবং তারই ফলশ্রুতিতে অন্তর্বর্তীকালিন পর্যায়ের জন্য এক পার্টির মধ্যে দুই পার্টির উদ্ভব হয়েই থাকে, তাহলে তাকেই খোলাখুলিভাবে উত্থাপন করুন। সেভাবেই সংগ্রাম করুন। সেভাবেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিন।

তা না করে, নিজেরা ধোয়া তুলসি পাতা সাজা এবং সকল দায় অন্যদের কাঁধে চাপানো সঠিক নয়। এ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ভালো নয়।

বর্তমান 2LS-এর দীর্ঘ পাঁচ বছরে, মাত্র দুজন নেতৃত্ব কখনো কোনো ভুল স্বীকার করেননি। কোনো ভুলের দায় নিজেরা কাঁধে নেননি। সর্বদাই, সব কাজই তারা সঠিক করেছেন বলে দাবি করে এসেছেন।। এ দুজন নেতৃত্ব হলেন কম. আ.ক এবং কম. 'খ'।

এ ধরনের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি মাওবাদী আত্মসমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি নয়। এগুলো বিপ্লবী বিনয় নয়, এগুলো আত্মপর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনাবিমুখ মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি যা নিজের জন্য এবং অন্য কারো জন্য কোনো উপকার বয়ে আনে না। বরং উল্টো নিজেদের সামগ্রিক রাজনৈতিক অধ:পতনকেই তা ত্বরান্বিত করে।

আপনারা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে ও যে শিরোনামে আমার নিকট পত্র লিখেছেন, তা বর্তমান পরিস্থিতিতে সঠিক হয়নি।

পার্টির মধ্যকার বর্তমান বহুধা কেন্দ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে "ক"-র মতাবস্থানও একটি ভ্রূণ কেন্দ্র, সন্দেহ নেই। তবে তা এখনো আপনাদের মতো প্রকাশ্যে ও সর্বোতভাবে বিভক্ত সি.সি-র মতো কেন্দ্র নয়।

ফলে বিভক্ত সি.সি-র মতো একটা কেন্দ্র থেকে এভাবে আমার নামে এবং আমার মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থনকারী নেতাদের নামে, আপনাদের মতো পূর্ণভাবে পৃথক একটি কেন্দ্র মনে করে চিঠি লেখা সঠিক হয়নি বলে মনে করি।

পার্টির উদ্দেশ্যে তা লিখলে এবং পার্টির মধ্যে তা প্রচারের ব্যবস্থা করলে, পার্টির অংশ হিসেবে অন্যান্যদের মতো আমিও তা পেতাম। এবং অন্যান্যদের মতো আমার নিজের প্রতিক্রিয়াও জানাতে পারতাম।

এটাই সঠিক ও উচিত হতো মনে করি। আর সেক্ষেত্রে আপনাদের মূল লাইনগত পজিশনই আগে উপস্থাপন ও প্রচার করা সঠিক বলে মনে করি।

মূল লাইন-পজিশন আগে উত্থাপন না করে, বিভক্তির আহ্বান জানানো এবং তাতে অন্যদেরকে ভিড়ানোর প্রক্রিয়া-পদক্ষেপ সঠিক নয় বলেই মনে করি।

৭. আপনাদের পত্রে দেখা যাচ্ছে যে, আপনারা সচেতন বাম বিপ্লবীদের ঐক্য চান। কিন্তু "সচেতন বাম বিপ্লবী" নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে? তা কিন্তু আপনাদের পত্রে স্পষ্ট নয়। অন্তত, আমি তা বুঝিনি।

শুধুমাত্র আ.ক বিরোধিতাই তো আর সচেতন বাম বিপ্লবী হবার মানদণ্ড হতে পারে না। অথবা আপনাদের মূল্যায়ন বা ফতোয়াবাজীতেই তো আর কেউ সচেতন বাম বিপ্লবী এবং কেউ অসচেতন অবাম অবিপ্লবী হয়ে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে অবশ্যই নীতিগত মানদণ্ড থাকতে হবে। তাকে স্পষ্টভাবে উত্থাপন করুন।

আর সচেতনবাম বিপ্লবীদের ঐক্যই বা হবে কিসের ভিত্তিতে? তাও যথেষ্ট স্পষ্ট নয় আপনাদের বক্তব্যে।

পাঁচ বছর 2LS বিতর্কের পর আজকে শুধুমাত্র "মার্কসবাদের ভিত্তিতে" বললে, কিছুই স্পষ্ট হয় না বলে মনে করি।

বর্তমান 2LS অসংখ্য প্রশ্নে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে, যা মার্কসবাদের বহু মূলবিষয়ে পরস্পর বিরোধী অবস্থানকে সামনে নিয়ে এসেছে। এখন শুধুমাত্র "মার্কসবাদের ভিত্তিতে" ঐক্য বললে, তাতে কিছুই স্পষ্ট হয় না। কেননা বাস্তবে "মার্কসবাদ" নামক মতাবস্থানটির মর্মবস্তুর ক্ষেত্রেই এখন আর আমাদের মধ্যে সর্বসম্মত ঐক্যবদ্ধ চেতনা বিরাজ করছে না।

সুতরাং "মার্কসবাদের ভিত্তিতে" বলতে কি বুঝাচ্ছেন, তাকে স্পষ্ট করুন। আজকের 2LS-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সেই স্পষ্টীকীকরণ করতে হবে।

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব, গণযুদ্ধের তত্ত্ব, আন্ত:পার্টি দুই লাইনের সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু প্রশ্ন তুলে তাতে "মার্কসবাদের ভিত্তিতে" বললেই আজকে আর সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। ফলে ন্যূনতম স্পষ্টকরণের প্রয়োজন রয়েছে।

যেমন ধরুন, আপনাদের এই পত্রের মধ্যে বর্তমান 2LS-এ, আপনাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বয়ানও রয়েছে। এবং মৌখিকভাবে তার দীর্ঘ বর্ণনাই আপনারা দিয়ে থাকেন। ফলে এক্ষেত্রে আপনারা 'মার্কসবাদ' বলতে কী বুঝাচ্ছেন তা আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে।

বর্তমান 2LS-এ, ইতোপূর্বে নেয়া আপনাদের অনেক অবস্থান, ভূমিকা ও পদক্ষেপকেই আমি মার্কসবাদ বলে মনে করি না। আপনাদের এসব "মার্কসবাদে"-র সাথে আমি মূলগতভাবেই দ্বন্দ্ব অনুভব করি। এবং এসব "মার্কসবাদের ভিত্তিতে" এককেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে আমি নই।

সুতরাং আপনাদের বর্তমান পত্রে উত্থাপিত "মার্কসবাদের ভিত্তিতে" বলতে কি বুঝিয়েছেন, তাকে স্পষ্ট করুন।

৮. তৃতীয় কংগ্রেস ও বর্ধিত অধিবেশনের লাইনের বিরোধিতা করাটা হচ্ছে, আপনাদের পত্রে বর্ণিত একটি অন্যতম প্রধান ঐক্যের মানদণ্ড।

পূর্বেই বলেছি, আবারো বলছি যে, শুধুমাত্র বিরোধিতাই এককেন্দ্রিক ঐক্যের কোনো মানদণ্ড হতে পারে না। বিরোধিতা করে কি প্রতিস্থাপন করতে চাচ্ছেন, সেটাই হচ্ছে এককেন্দ্রিক ঐক্যের জন্য নির্ধারক বিষয়, তাকে স্পষ্ট করুন।

পত্রের বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, আপনারা পার্টি-ঐক্যের নিম্নতম ভিত্তি হিসেবে '৮৭ সালের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে গৃহিত ঐক্যের ভিত্তিকে উপস্থাপন করেছেন।

দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করাটা, আমার দ্বারা চালিত 2LS-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। পার্টি-ইতিহাসের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে অগ্রসর ও মাওবাদী অবস্থান, এস.এস-এর মূল লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা ও বিকশিত করাটাই হচ্ছে আমার দ্বারা চালিত 2LS-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এবং তা আমি করবো '৯৮ সালে অর্জিত আমার লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ও ভিত্তিতে, '৮৭ সালের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ও ভিত্তিতে নয়।

দশ বছরে তথা '৮৭ সালেও যে সব ক্ষেত্রে মাও, সি.এম ও এস.এস ছিলেন, বা তাদের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিকশিত সঠিক যা কিছু ছিলো, তাও পুন:প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু কোনগুলো পুন:প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কোনগুলো বর্জিত হবে, তা অবশ্যই নির্ধারিত হবে গত প্রায় ৩০ বছরের অর্জিত অভিজ্ঞতা, বিশেষত: গত প্রায় ৫ বছরের 2LS-এর ঝড়ো হাওয়ার মধ্য দিয়ে অর্জিত সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

ফলে এককেন্দ্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হতে হবে '৯৮ সালে অর্জিত অগ্রসর মাওবাদী লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি।

আজকের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে যদি ঐক্য না হয়, তাহলে পার্টি-ইতিহাসের কোনো সময়কালের সারসংকলনের ক্ষেত্রেই আমাদের মধ্যে মূলগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না।

পার্টি-ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালের সারসংকলন প্রশ্নে আপনাদের সাথে এবং আ.ক-র সাথে আমার পার্থক্য তথা অনৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছে, আজকে অর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিতে অনৈক্য থেকেই।

সুতরাং আজকের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিগত অনৈক্যের সমাধানের ওপরই জোর দেয়া প্রয়োজন সর্বাধিক।

আমি বুঝতে পারছি না কেনো আপনারা ইতিহাসের পেছন পথে হাটতে চান? এবং কেনো ইতিহাসের সামনের পথে হাঁটতে নারাজ?

'৮৭ সাল ও '৯৮ সাল এক জিনিস নয়। '৮৭ সালের চেতনা '৯৮ সালে পরিপূর্ণ প্রযোজ্য নয়। '৮৭ থেকে '৯৮ প্রায় এক যুগের চেতনাগত অগ্রগতি, যার মধ্যে আবার রয়েছে 2LS-এর প্রায় পাঁচ বছরের ঝড়ো অগ্রগতি, সে সবকে বাদ দিয়ে, বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকাহিনীর টাইম মেশিনে চড়ে '৮৭ সালে চলে যাবার কোনো আগ্রহ আমার নেই।

আমি ইতিহাসের পিছন দিকে হাঁটতে ইচ্ছুক নই। বরং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। আমি বাস্তবে '৯৮ সালে আছি এবং আজকে অর্জিত লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির থেকে পেছনের দিকে তাকাতে চাই। এবং তার ভিত্তিতে পেছনটার সারসংকলন করতে চাই। এবং তার মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কালের মধ্যকার যা ইতিবাচক তাকে গ্রহণ ও ধারণ করবো এবং যা নেতিবাচক তা বর্জন করবো। '৮৭ সালের চেতনা, লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আমি '৯৮ সালকে এবং সমগ্র পার্টি-ইতিহাসকে বিচার করতে যাবো না।

ফলে চলমান 2LS-এর মধ্য দিয়ে অর্জিত অগ্রসর লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক ঐক্য অর্জিত হলে হবে, নতুবা আরো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই ঐক্য অর্জনের চেষ্টা চালানোটাই সঠিক হবে বলে মনে করি।

আমাদের সকলেরই পশ্চাদমুখিতার বিপক্ষে এবং অগ্রসরমুখিনতার পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। কেননা ইতিহাসের অনিবার্য গতি হচ্ছে সামনের দিকে হাঁটা, পিছন দিকে চলা নয়।

৯. আ.ক চিন্তাধারা বা সম্পাদকের সঠিক লাইনের সাথে আমার পার্থক্যটা হচ্ছে মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। যা আমার পরবর্তী পত্র ও দলিলের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট ও মূর্তভাবে আসবে বলে আশা করি।

পার্টি-জীবনের সাথে সম্পর্কিত সকল ক্ষেত্রেই এখন যে আমার সাথে কম. আ.ক-র পার্থক্য হচ্ছে, তার মূল কারণ ও উৎস হচ্ছে এই মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য এবং পরস্পর বিরোধী অবস্থান।

কিন্তু আপনাদের সাথে আ.ক চিন্তাধারা বা সম্পাদকের সঠিক লাইনের পার্থক্য এখনো পরস্পর বিরোধী দু'পৃথক মতাবস্থানগত ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য নয়। যদিও এর অনেক বৈশিষ্ট্য ও উপাদান তাতে রয়েছে। এটা দর্শন, অর্থনীতি এবং রাজনীতি—এই তিনটি মূল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ফলে আ.ক-র সাথে আপনাদের পার্থক্য এবং আমার সাথে আ.ক-র পার্থক্য এখনো এক জিনিস নয়।

এ কারণেই অনেক ক্ষেত্রে আমার সাথে আপনাদের যেমন অনেক ঐক্যের দিক রয়েছে, তেমনি রয়েছে অনেক মৌলিক বিরোধিতাও। একইভাবে আ.ক চিন্তাধারার প্রতি রয়েছে যেমন আপনাদের অনেক বিরোধিতা, তেমনি রয়েছে সেই চিন্তাধারার সাথে আপনাদের অনেক ঐক্যের দিকও।

আপনাদের নিজেদের মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্টকরণ ও সংহতকরণের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র এই স্ববিরোধ ও মধ্যপন্থার অবস্থান থেকে মুক্ত হতে পারবেন। অন্য কোনভাবে নয়।

সে ক্ষেত্রেই আপনাদের মনোযোগ ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রিভূত করা প্রয়োজন। তার জন্য অতি অবশ্যই প্রয়োজন হচ্ছে, 2LS-এ আপনাদের সামগ্রিক ভূমিকার একটা সামগ্রিক পর্যালোচনা ও সামগ্রিক সারসংকলন। এই কাজটি আপনাদের হাতে নেয়া প্রয়োজন। আপনাদের মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির পরবর্তী অগ্রগতির জন্য এটা খুবই প্রয়োজনীয়।

১০. সামগ্রিক বিচারে কম. আ.ক-র লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মধ্যপন্থা, এ হচ্ছে পার্টির মধ্যকার পুরনো রূপের মধ্যপন্থা। এবং

ইতোপূর্বে প্রকাশিত আপনাদের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিও হচ্ছে মধ্যপন্থা। এটা হচ্ছে পার্টির মধ্যকার নয়ারূপের মধ্যপন্থা। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের মধ্যপন্থার কিছু প্রকাশ পার্টির মধ্যে রয়েছে।

সকল প্রকার ও সকল রূপের মধ্যপন্থার মতাদর্শিক উৎস হচ্ছে সমন্বয়বাদ। যা একই বস্তুর মধ্যকার বৈপরীত্বের একত্বের নিয়ম এবং এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করার নিয়মের বদলে, পরস্পর বিপরীত দু'পৃথক বস্তুর একত্বের নিয়মকে সামনে আনে এবং এভাবে সমন্বয় ঘটায়। যা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বদলে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে সামনে আনে। এ হচ্ছে দ্বান্দ্বিকতার বিপরীতে অধিবিদ্যা। যা হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাববাদেরই একটি রূপ।

সকল প্রকার ও সকল রূপের মধ্যপন্থার রাজনৈতিক প্রকাশ হচ্ছে, সুবিধাবাদ। যা বস্তুর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বদলে তার চুনকাম করা বা সংস্কার সাধনের অর্থনীতিবাদ-সংস্কারবাদকে সামনে আনে।

বিভিন্নরূপের মধ্যপন্থার সাংগঠনিক প্রকাশটা হচ্ছে, ঐক্যবাদ, যা হচ্ছে বিভেদবাদেরই একটি রূপ। যা বস্তুর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লাইন, মতাবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রচেষ্টার সাথে বিভেদ ঘটায়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার প্রকাশটা হচ্ছে, শ্রেণী-সমন্বয়বাদ। যা শ্রেণী সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বাধাগ্রস্ত করে। যা প্রধানত: ঘনিভূত ও কেন্দ্রিভূত হয় বিপ্লবের কেন্দ্রিয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ, যুদ্ধের প্রশ্নে।

বিপ্লবীযুদ্ধে নিয়োজিত ও নেতৃত্বকারী একটি পার্টির মধ্যে মধ্যপন্থা সবচেয়ে ঘনিভূত ও কেন্দ্রিভূত রূপে আত্মপ্রকাশ করে বিপ্লবীযুদ্ধের প্রশ্নকে ঘিরেই। যুদ্ধকে গড়ে তোলা ও বিকশিত করার প্রধান কাজটিকে অপ্রধান ও গৌণ করে বা পরের কাজ বানিয়ে তাকে বাধাগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করা বা এড়ানোর মধ্য দিয়ে। যা উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনকে এবং তার জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ও নয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলাকে বাধাগ্রস্ত করে।

মধ্যপন্থা, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের অভিমুখে অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে। এবং এভাবে পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষা করে। নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে মধ্যপন্থা, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বাধাগ্রস্ত করে। এভাবে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

মধ্যপন্থা হচ্ছে সারবস্তুতে সংশোধনবাদ। তা সচেতনভাবে এলো নাকি অসচেতনভাবে এলো, তা পরিবর্তনযোগ্য নাকি অপরিবর্তনযোগ্য, সেগুলো ভিন্ন বিষয়। যার নিষ্পত্তি হয় দুই লাইনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

তাই বিভিন্ন প্রকার ও রূপের মধ্যপন্থাকে রক্ষা করে ও বজায় রেখে নয়, এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে তাকে বর্জন ও পরিবর্তন করেই কেবলমাত্র সচেতন বাম বিপ্লবীদের কমিউনিস্টিক ঐক্য গড়ে তোলা যায়, অন্য কোনভাবে নয়।

পার্টির মধ্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন প্রকার ও রূপের মধ্যপন্থার কেন্দ্র ও ভ্রূণ কেন্দ্রগুলো, ইতোপূর্বে ঐক্যের ধূয়া তুলে গুরুতর সব বিভেদবাদী তৎপরতা চালিয়েছে। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও এককে, MLM এর সাথে, MLM পন্থীদের সাথে এবং MLM পন্থীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। যার ফলশ্রুতিতে পার্টি আজকে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার উপক্রম করেছে।

অথচ আজকে সকলেই দুধে ধোয়া তুলসী পাতা সেজেছে। সকলেই ঐক্য পন্থী হয়েছে। অনেকের কাছ থেকেই এখন ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে লেখা পত্র ও বক্তব্য পাচ্ছি।

ভালো, এসব খুবই ভালো, যদি ঐক্যের ইচ্ছাটা আন্তরিক হয়, এবং যদি ঐক্যটা নীতিভিত্তিক ও নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। নীতিভিত্তিক ভেঙ্গে পড়া অনৈক্যের পরিস্থিতিতে, নীতিভিত্তিক সংগ্রাম ছাড়া, নীতিভিত্তিক ঐক্য পুন:প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তাই প্রত্যেকেরই নীতিগত অবস্থানগুলোই সামনে আনা উচিত। তার ভিত্তিতে নীতিভিত্তিক সংগ্রাম ও নীতিভিত্তিক ঐক্য গড়ে উঠবে।

পার্টির মধ্যকার নীতিভিত্তিক ঐক্যটা ভেঙ্গে পড়েছে একদিনে নয়, তড়ি-ঘড়ি করে তা গড়েও উঠবে না। তা যতো দুঃখজনকই হোক না কেনো, এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

আপনাদের সর্বশেষ মূল লাইনগত-মতাবস্থানগত-দৃষ্টিভঙ্গিগত দলিল উত্থাপন করুন। কিছু দলিল আগামীতে পাঠাবেন বলেছেন, তা পাঠান। এগুলো পড়ে দেখি। আমার সর্বশেষ দলিলটি লেখা হলে তা আপনাদেরকেও পাঠাবো। সেটাও আপনারা পড়ে দেখুন। তারপরেই আলোচনায় বসাটা উপযুক্ত, সঠিক ও ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি।

এছাড়া দীর্ঘ দীর্ঘ ম্যারাথন বৈঠক এখন বাস্তবে খুব ফলপ্রসূ, গঠনমূলক ও উপযোগী হবে না বলেই মনে করি। অতীতের দীর্ঘ দীর্ঘ বৈঠকের ও আলোচনার অভিজ্ঞতা সেটাই প্রমাণ করে।

এজন্য তড়িঘড়ি বৈঠকের প্রোগ্রাম রাখাটা এখন জরুরি নয়। সাধারণ সংযোগ ব্যবস্থা থাকাটাই আপাতত: যথেষ্ট মনে করি। পার্টির একটি অংশ মনে করি বলেই আপনাদের সাথেও যোগাযোগ রাখাটাকেও আজকের পরিস্থিতিতে আমার নীতিগত দায়িত্ব বলে আমি মনে করি।

১১. আমি আপনাদের কেন্দ্রকে এখনো রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে এবং এমনকি সাংগঠনিকভাবেও বৈধ ও আমার দ্বারা সমর্থিত কেন্দ্র বলে মনে করি না। ফলে কেন্দ্র হিসেবে তাকে আমি সমর্থন ও সহযোগিতা করতে পারি না। এবং করবো না। এই কেন্দ্রের কোনো অবস্থান, সিদ্ধান্ত, নির্দেশ, নীতি, পরিকল্পনা, গাইড প্রভৃতি গ্রহণ এবং পালনেও আমি বাধ্য থাকবো না। একইভাবে এই কেন্দ্রের ভূমিকা ও তৎপরতার দায় বহনেও আমি বাধ্য থাকবো না।

তবে আপনাদেরকে এখনো আমি পার্টির অংশ বলে মনে করি। পার্টির অংশ হিসেবে আজকের পরিস্থিতিতে আপনাদের ক্ষেত্রেও যে সমর্থন, সহানুভূতি ও সহযোগিতা দেয়া প্রয়োজন, তা আমি দেবো। আজকের পরিস্থিতিতে তা দেয়াটা আমার নিজের লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা থেকেই উৎসারিত।

ফলে শাসকশ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক যে কোনো আক্রমণের বিপক্ষে এবং তাদের ওপর আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরও ঘনিষ্ঠতম মিত্র।

এবং প্রমাণিত প্রতিবিপ্লবী না হওয়া পর্যন্ত, শুধুমাত্র মতভিন্নতা বা ভিন্ন পজিশন নেবার কারণে, পার্টির মধ্যকার বর্তমান বহুধা কেন্দ্রিক পরিস্থিতিতে, পার্টির কোনো এক অংশ কর্তৃক অন্য অংশকে বহিষ্কার বা মৃত্যুদণ্ডাদেশের কোনো উদ্যোগ নেয়া হলে এবং তার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো হলে, আমি অবশ্যই তার বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবো।

একই অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি, পার্টির অন্যান্য অংশগুলোর ক্ষেত্রেও আমার দিক থেকে প্রযোজ্য হবে।

১২. আমার নিকট লেখা আপনাদের পত্রটি কোনো প্রাথমিক ধরনের খসড়া পত্র ও বক্তব্য নয়। বরং তা হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক পত্র ও বক্তব্য। আমার জবাবটাও তাই।

রাজনৈতিক বিষয় গোপন রাখার মতো কোনো বিষয় নয়। তাই আমার নিকট লেখা আপনাদের পত্র এবং আপনাদের নিকট লেখা আমার পত্র উভয়টারই কপি কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রেও আমি পৌছাবো।

এবং একইসাথে পার্টির মধ্য থেকে কারো দ্বারা জিজ্ঞাসিত হলে এবং/বা কাউকে দেয়া আমার নিজের দিক থেকে প্রয়োজন মনে হলে, এই উভয় পত্রের কপি একত্রে তাদেরকেও দেবো।

ভালো হতো, দুটো পত্রের কপি ও তার উপর কম. আ.ক-র বক্তব্য, একত্রে পার্টিব্যাপী প্রচারিত হলে। কম. আ.ক এখন বক্তব্য না দিলে, অন্য পত্র দুটির কপিই একত্রে প্রচার করা যায়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের কর্তৃত্ব এখনো পূর্ণভাবে আমার নেই, যেমনটা রয়েছে আপনাদের এবং কম. আ.ক-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের।

কম. আ.ক উত্থাপিত 2LS-কে নে.গু স্তরে সীমাবদ্ধ করা এবং কম. খ ও গ উত্থাপিত 2LS-কে কংগ্রেস সদস্য স্তরে সীমাবদ্ধ রাখার বিপরীতে, "ক" উত্থাপিত উন্মুক্ত 2LS এবং তাতে কর্মী ও জনগণ থেকে আসা ও যাওয়ার মাওবাদী নীতি খুবই সঠিক। স্বাস্থ্যকর। এবং সকল প্রকার উপদলবাদ, ব্লকবাদ ও একস্তম্ভী পার্টি-চেতনার প্রতিষেধক।

আমাদের সকলেরই তা গ্রহণ ও অনুশীলন করা উচিত।

১৩. আপনাদের সাথে লাইনগত ঐক্য এবং পার্থক্য নিরূপণের ক্ষেত্রে যে লাইনগত পত্র বিতর্কের সূচনা করা হয়েছিল, আমার সেই প্রথম বা ১নং পত্রটির উত্তর দেবেন আশা করি। দীর্ঘ সময়েও বহুবার তাগাদা দিয়েও এই পত্রের উত্তর না পাওয়াটা দুঃখজনক।

আমার বর্তমান পত্রটিকে আপনাদের সাথে আমার লাইনগত বিতর্কের ২নং পত্র বলে গণ্য করবেন এবং এই পত্রেরও জবাব দেবেন আশা করি।

সি.সি-র ৭ম অধিবেশনে পেশকৃত আপনাদের তিনপার্ট দলিলে, মধ্যপন্থা সমালোচনার খণ্ডন, সংগ্রাম ও বিরোধিতা যেভাবে করেছিলেন, সে রকম উদ্ভট বিরোধিতার নামে পুনরায় কাগজ নষ্ট করার দরকার নেই। শ্রম-সময় নষ্ট করারও প্রয়োজন নেই।

স্পষ্ট না হবার ফলে কোনো অবস্থান নিতে না পারা, না বুঝবার ফলে পরস্পর বিরোধী অবস্থান ও যুক্তি-তর্কের মধ্যে দোল খাওয়া ইত্যাদি হচ্ছে না বুঝা, অস্পষ্টতা, সিদ্ধান্ত নিতে না পারা—এগুলো মধ্যপন্থা নয়। এগুলোকে মধ্যপন্থা ধরে নিয়ে খণ্ডন করাটা অর্থহীন, পণ্ডশ্রম মাত্র।

মধ্যপন্থা হচ্ছে, বিপ্লবের প্রশ্নে একটা সমগ্র লাইন, মতাবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি। সেক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থান দশ বছর। কিছু কিছু সমস্যা-ভুল সত্ত্বেও আপনারা দশ বছরের ঘোষিত আনুষ্ঠানিক লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রধানত: সঠিক মনে করেন, সেসবকে প্রধানত: পুন:প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

ফলে বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত সকল প্রশ্নেই আপনাদের সুনির্দিষ্ট লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যার ভিত্তিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনারা বর্তমান 2LS-এ অবস্থান নেন ও ভূমিকা রাখেন।

আপনাদের এই লাইন-মতাবস্থান-দৃষ্টিভঙ্গিটাই হচ্ছে মধ্যপন্থা। যা বিভিন্ন মূর্ত ঘটনায় ও বিতর্কে বারবার প্রকাশিত হচ্ছে। ফলে সেগুলোকে মধ্যপন্থা বলা হচ্ছে।

মধ্যপন্থার সমালোচনার খণ্ডন, সংগ্রাম ও বিরোধিতা এরই আলোকে ও ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

১৪. পার্টির মধ্যকার বর্তমান দুঃখজনক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি পূর্ণমাত্রায় সচেতন ও সতর্ক। এক্ষেত্রে আমি নিরুদ্বিগ্ন, উদ্যমহীন ও নিষ্ক্রিয় নই। বরং প্রবীণ ও নীতি নির্ধারক নেতৃত্বদের একজন হিসেবে আমি সর্বোচ্চ মাত্রায় উদ্বিগ্ন। এবং একে প্রতিরোধ ও নতুন গতি আনার ক্ষেত্রে সামর্থের মধ্যে সর্বোচ্চ উদ্যোগী ও সক্রিয় থাকার চেষ্টা করছি ও করবো।

তবে বর্তমান বহুধা কেন্দ্রিক তথা কার্যত: কেন্দ্র শূন্যতার পরিস্থিতিতে, K.H (কামাল হায়দার) উইদাউট, K.H (কামাল হায়দার) + এস.এস উইদাউট এস.এস রূপের আ.ক-র নেতৃত্বাধীন পুরানো ধরনের মধ্যপন্থা এবং আ.ক উইদাউট আ.ক রূপের আপনাদের নেতৃত্বাধীন নয়া রূপের মধ্যপন্থা এবং সৃষ্ট আরো বিভিন্ন রূপের মধ্যপন্থাগুলোর বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক মরিয়া দুই লাইনের সংগ্রাম চালানো ছাড়া, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত এককেন্দ্রিক, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল পার্টি হিসেবে আমাদের পার্টিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বলেই আমি মনে করি। এক্ষেত্রে 2LS-কেই চাবিকাঠি হিসেবে আঁকড়ে ধরতে হবে। এবং এক্ষেত্রে আমার সামর্থ অনুযায়ী আমি সর্বোচ্চ ভূমিকা রাখারই চেষ্টা করবো।

আমি খুবই আশাবাদী যে, কালো মেঘ ক্ষণস্থায়ী, তা কেটে যাবে। এবং রাতের আঁধার শেষে দিনের আলো আবার দেখা দেবেই।

শুভেচ্ছাসহ
"ক"
দ্বিতীয় সপ্তাহ, নভেম্বর '৯৮

কুমীরপুর যুদ্ধের বীর শহীদ কমরেডদের রক্তরাঙা পথ ধরে এগিয়ে চলুন

[নোট : কুমীরপুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে, পাবনা জেলার বেড়া থানার ঢালারচর ইউনিয়নের কুমীরপুর গ্রামে। দিনের বেলায় সংঘটিত এই অসম যুদ্ধে তিনজন কমরেড আহত অবস্থায় বন্দী হয়েছিলেন। যাদেরকে সাথে সাথেই নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছিল পুলিশ বাহিনী। আমাদের বাহিনীর বাকি অংশ নিরাপদে সরে আসতে সক্ষম হয়েছিল, যদিও সে সময় পানিতে সয়লাব চর এলাকায় তা সহজ কাজ ছিলো না। জনগণের সক্রিয় সহযোগিতাতেই তা সম্ভব হয়েছে। এই যুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর একজন অফিসার নিহত হয়েছিল। এছাড়াও অন্য একজন অফিসারসহ জনা বিশেক পুলিশ আহত হয়েছিল। পার্টির সাম্প্রতিক ইতিহাসে কুমীরপুর যুদ্ধ হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। এর অনেক রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সংগ্রামিক, সাংগঠনিক তাৎপর্য ও শিক্ষা রয়েছে। এ সম্পর্কে লালঝাণ্ডা'র বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন নিবন্ধ প্রকাশিত হবে। তারই সূচনা হিসেবে লালঝাণ্ডা'র বর্তমান সংখ্যায় এই লিফলেটটি পুন:প্রকাশ করা হলো। লিফলেটটি প্রকাশিত হয়েছিল আমাদের পাবনা ও রাজবাড়ী শাখা কর্তৃক যৌথভাবে, প্রথম সপ্তাহ, মার্চ ২০০১ সালে। লিফলেটটিতে লাইনগত বিভিন্ন দিক রয়েছে। তাকে উপলব্ধির চেষ্টা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। —সম্পাদনা বোর্ড, লালঝাণ্ডা]।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ সকল নিপীড়িত জনগণের প্রতি

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান–

কুমীরপুর যুদ্ধের বীর শহীদ কমরেডদের রক্তরাঙা পথ ধরে এগিয়ে চলুন।
নির্বাচনের বুর্জোয়া রাজনীতিকে বর্জন করুন, বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরুন।
প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর দমনাভিযানকে চূর্ণ করুন, নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ুন।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির রাজবাড়ী ও পাবনা শাখা কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত। প্রথম সপ্তাহ, মার্চ ২০০১

বন্ধুগণ,

পাবনা জেলার বেড়া থানার কুমীরপুরে গত ১১ সেপ্টেম্বর দিনের বেলা পুলিশ বাহিনীর সাথে এক বীরোচিত লড়াইয়ে শহীদ হয়েছেন কমরেড জাহাঙ্গীর, কমরেড শাহীন ও কমরেড সুমন। এই যুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর একজন স্বঘোষিত "সর্বহারা বিরোধী" অফিসার বেড়া থানার এস.আই হেদায়েতুল ইসলাম নিহত এবং বেড়া থানার ও.সি সহ জনা বিশেক পুলিশ আহত হয়েছে। এ নিয়ে তখন ইত্তেফাক, ইনকিলাব, সংগ্রাম, জনকণ্ঠ, যুগান্তর, ভোরের কাগজের মতো বুর্জোয়া দৈনিক পত্রিকাগুলোতে পর পর কয়েকদিন সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে সন্ত্রাসী পার্টি হিসেবে এবং রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, পাবনা ও মানিকগঞ্জের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ জনগণের শতকরা ৮০ ভাগকে সরকার বিরোধী দুষ্কৃতকারী হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু কেনো কুমীরপুরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে এবং কেনইবা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের শতকরা ৮০ ভাগ সরকার বিরোধী দুষ্কৃতকারী হিসেবে গণ্য হচ্ছেন—তার প্রকৃত কারণ তুলে ধরাকে এই সব বুর্জোয়া সেবাদাস প্রচার মিডিয়াগুলো চতুরতার সাথে এড়িয়ে গেছে। অথচ তা জানাটা ব্যাপক সংখ্যক জনগণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

বন্ধুগণ,

শ্রমিকশ্রেণী থেকে আসা কমরেড জাহাঙ্গীর, আনসারের চাকরি ছেড়ে আসা কমরেড শাহীন ও ক্ষেতমজুর শ্রেণী থেকে আসা কমরেড সুমন হচ্ছেন পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির গর্বিত সদস্য। শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল পূর্ববাংলার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তসহ ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য। এজন্য পার্টি প্রথম থেকেই বর্জন করেছিল নির্বাচনের বুর্জোয়া রাজনীতিকে এবং গ্রহণ করেছে বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে। এই রাজনীতির পক্ষে লড়াই করতে গিয়েই শহীদ হয়েছেন কুমীরপুর যুদ্ধের বীর কমরেডরা।

বন্ধুগণ,

আমাদের দেশের সকল জনগণের বহু বছরের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেও প্রমাণিত হয়েছে এই সত্য যে, বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচনের রাজনীতি হচ্ছে ধনীদের ভাগ্য গড়ার রাজনীতি, তাদের নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগ-বাটোয়ারার রাজনীতি। এ হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির মতো দলগুলোর সাথে যুক্ত বড় ধনীদের এবং তাদের বিদেশী মুরুব্বীদের আরো ধনী হবার লুটেরা রাজনীতিরই অংশ। তা শ্রমজীবী নিপীড়িত জনগণের কোনোই উপকার বয়ে আনে না, বরং উল্টো এই বুর্জোয়া রাজনীতিকে বর্জন করে কেবলমাত্র বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেই নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে তোলা যায়। এই রাজনীতির পক্ষে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থের পক্ষে লড়াই করা, তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করা। কুমীরপুর যুদ্ধের বীর কমরেডরা তাই করেছিলেন। তাই তাদের মৃত্যু হিমালয় পর্বতের চেয়েও ভারী। আর হেদায়েতুল ইসলামের মতো পুলিশ অফিসার জনগণের বিপক্ষে বড় ধনীদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। তাই তার মৃত্যু চড়ুই পাখির পালকের চেয়েও হালকা। পদ্মা ও যমুনার দুই পাড়ের লক্ষ লক্ষ জনগণ অন্তত: তাই মনে করেন।

বন্ধুগণ,

বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতির অর্থ হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচির ভিত্তিতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াই। যার লক্ষ্য হচ্ছে আমলা-মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তাদের দোসর সামন্তশ্রেণী এবং তাদের বিদেশী প্রভূ মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে উৎখাত করা। তাদের স্বার্থরক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা এবং নিজেদের স্বার্থের পক্ষে এক নয়া রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই লড়াই স্বভাবত:ই কেন্দ্রিভূত হয় বিদ্যমান শোষক ও নিপীড়ক শ্রেণীর রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান পাহারাদার প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে। ফলে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর মতো জনগণের হাতেও অস্ত্র ধারণ করা এবং নিজেদের বাহিনী গড়ে তোলাটা একান্তই প্রয়োজন। এছাড়া কিছুই করা যায় না। এই প্রয়োজনীয় সত্যকে সারসংকলন করেই বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার সভাপতি মাওসেতুঙ বলেছিলেন যে, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে" এবং "বাহিনী ছাড়া জনগণের কিছুই নেই"। বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে এই দুই মহাসত্যকে গ্রহণ করা। যার অর্থ হচ্ছে বন্দুক সংগ্রহ করা, তা হাতে তুলে নেয়া এবং তাকে কার্যকর করা, আর জনগণের নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলা। জনগণের হাতে বন্দুক থাকলে এবং জনগণের নিজেদের বাহিনী থাকলে রাজনৈতিক ক্ষমতা জনগণের হাতে আসবে এবং তাকে কাজে লাগিয়ে জনগণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যকে গড়ে নিতে পারবেন। এটাই হচ্ছে কুমীরপুর যুদ্ধের বীর শহীদ কমরেডদের শিক্ষা, তাঁদের রক্তরাঙা পথ। এই পথ ধরেই এগিয়ে চলতে হবে আমাদেরকে—দেশের মেহনতি জনগণকে।

বন্ধুগণ,

বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরে বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পাবনা-রাজবাড়ী সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষত: ঢালারচর-কুমীরপুর এলাকায় '৮৬ থেকে '৮৯ পর্যন্ত পার্টির নেতৃত্বে স্থানীয় জনগণের বেশকিছুটা রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যাকে কাজে লাগিয়ে তখন প্রায় ১০ হাজার বিঘা জমি প্রকৃত মালিক ও গরিব জনগণের মধ্যে বিলি-বন্টন হয়েছিল—যা ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর নেতৃত্বে সরকার, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সহায়তায় শাহেদ আলী ডাক্তার গ্যাংদের মতো স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তরা বলপূর্বক ভোগদখল করছিল তথাকথিত খাস জমি এবং অন্যান্য অজুহাত তুলে এবং নিপীড়ন চালাচ্ছিল স্থানীয় কৃষক জনগণের ওপর। একইসাথে সেই সময়ে স্থানীয় পদ্মা ও যমুনা নদীর তিনটি এলাকাকে ইজারাদার মুক্ত করা হয়েছিল—যা বলপূর্বক ভোগদখল করছিল এবং জেলে তথা মৎসজীবী জনগণের ওপর গুরুতর নিপীড়ন চালাচ্ছিল বাদল জমিদার, শুকুর চেয়ারম্যান, আফাজ চেয়ারম্যান ও বেড়া থানার ওসিসহ নব্য জমিদাররা এবং তাদের দালাল জাসদ ও কমিউনিস্ট লীগের স্থানীয় নেতারা। একইসাথে সেই সময়ে স্থানীয় জনগণ নিজেদের বিপ্লবী বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন—যার মধ্য দিয়ে তারা উৎপীড়কদের দমন এবং নিজেদের দ্বন্দ্বের মিমাংসা নিজেরাই করার নীতিকে বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন এবং সমাজ থেকে চুরি-ডাকাতি-গণনিপীড়ন প্রভৃতি প্রায় বন্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবেই নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ফলে নারী নির্যাতন—বিশেষত: বউ পিটানো, দুই বা ততোধিক বিবাহ, খামোখা তালাক প্রভৃতি বহুলাংশে কমে এসেছিল। বিলিকৃত জমিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও সমঅধিকার তথা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। সন্তানের ওপর মায়ের অধিকারের দাবিকে জনপ্রিয় করা হচ্ছিল। বাল্যবিবাহ প্রায় বন্ধ করে আনা সম্ভব হয়েছিল। বিবাহ বন্ধন, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তি ও সংগ্রামে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার নীতির ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলছিল—যা বিপুল সংখ্যক নারীকে সংগ্রামে সচেতন ও সক্রিয় করে তুলছিল—যে কারণে আজও এই এলাকায় নারীরাই হচ্ছেন পার্টির পক্ষে প্রধানতম শক্তি। সেই সময়ে স্থানীয় জনগণ "সর্বহারা বিদ্যালয়" স্থাপন করে নিজস্ব পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রমকেও হাতে নিয়েছিলেন—যা শিশুদের শিক্ষা ও বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছিল। এভাবে জনগণ পার্টির নেতৃত্বে বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তুলছিলেন। যা নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের ভ্রুণভিত্তি সৃষ্টি করছিল। তাই তা স্বভাবত:ই বিদ্যমান প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার তীব্র রোষানলে পড়েছিল এবং তীব্র দমনাভিযানের মুখে পড়েছিল। বিশেষত: '৮৮-৮৯ সালে চালিত সরকারি তথাকথিত অপারেশন আয়রন রডের প্রক্রিয়ায় এই সংগ্রাম এবং তার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সংগঠনসমূহ বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, বিপর্যস্ত, পরাজিত ও ধ্বংস হয়েছিল। যার প্রধান কারণ ছিলো অভ্যন্তরীণ। সরকার যখন জনগণের বিপক্ষে সর্বাত্মক যুদ্ধে নেমে পড়েছিল তখন আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি তাকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছিল তথাকথিত তিনস্তর বিশিষ্ট যুদ্ধে উত্তরণের লাইনে। যা যুদ্ধকে পরের কর্তব্য করেছিল। যা পার্টির নেতা, কর্মী ও সমর্থক জনগণকে বিরাজমান যুদ্ধ সম্পর্কে অসচেতন, অসতর্ক ও অপ্রস্তুত রেখেছিল। এবং এভাবে তা যুদ্ধে অসহায়ভাবে মার খাওয়ার ও পরাজিত হবার রাজনৈতিক, মতাদর্শিক, সংগ্রামিক, সাংগঠনিক ভিত্তির সৃষ্টি করেছিল। এবং তার অনিবার্য পরিণতি হয়েছিল পরাজয় ও ধ্বংস। যা '৮৯ সালে কমরেড বাচ্চু, কমরেড সুভাস (ভোলাদা) প্রমুখদের শহীদ হবার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। যা পুনরায় এই সত্যকেই সামনে নিয়ে এসেছিল যে, কখনই বন্দুকের নলকে অবনত করা সঠিক নয়। বন্দুক, কেবলমাত্র বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরেই জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা অর্জন এবং তাকে রক্ষা ও বিকশিত করা যায়। জনগণের পক্ষে বন্দুকের নলকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরা। কিন্তু একে আঁকড়ে ধরতে একেবারেই অনিচ্ছুক ও অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন পার্টির তৎকালিন নেতৃত্ব আনোয়ার কবীর ও তার সহযোগী নেতৃত্বরা। তারা '৮৮-৮৯ সালে দেশব্যাপী পার্টির নেতৃত্বাধীন সংগ্রামের পরাজয়ের প্রকৃত বিপ্লবী সারসংকলন করে বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার বদলে ক্রমান্বয়ে ও ক্রমবর্ধিতভাবে ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মাধ্যমে তা থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন এবং শেষাবধি '৯৩ সালে তথাকথিত একটি যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনকে সামনে আনেন। যা হচ্ছে বিপ্লবীযুদ্ধকে বর্জনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবকে বর্জনের ডান সুবিধাবাদী সংশোধনবাদী

লাইন। যার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তারা সচেতনভাবে গ্রামীণ জনগণের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবার বদলে তাকে পরিত্যাগ করতে থাকেন। গ্রামকে ভিত্তি করার বদলে, সেখানে শ্রম-সময়-সামর্থের প্রধান অংশ বিনিয়োগ করার বদলে শহর কেন্দ্রিক আইনী কাজকে প্রাধান্য দেয়। শাসক শ্রেণী, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম তথা যুদ্ধকে এড়িয়ে চলে। এবং নেতারা শহর কেন্দ্রিক আরাম-আয়েশের সুবিধাবাদের পিচ্ছিল পথের অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। এবং জনগণের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে আত্মবলিদানে মতাদর্শগতভাবে প্রস্তুত নয় বলেও কোনো কোনো কেন্দ্রিয় নেতা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে শুরু করেন। সমগ্র পার্টি-সংগঠনকে সংগ্রাম বিমুখ, আত্মবলিদানে অনিচ্ছুক, রাজনৈতিকভাবে স্থবির ও নিষ্ক্রিয় প্যাড সর্বস্ব একটি পার্টিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এভাবে আনোয়ার কবীর গ্যাং পার্টি, বিপ্লব ও জনগণের প্রতি সীমাহীন বেঈমানি ও বিশ্বাসঘাতকতার লাইন গ্রহণ করে। যা পার্টি, বিপ্লব ও জনগণের সীমাহীন ক্ষতিসাধন করে। পাবনা-রাজবাড়ীর সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামেরও তা অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে। কমরেড বাচ্চু ও কমরেড সুভাসদের হত্যার বদলা নেয়া হয় না, বিপ্লবী সংগ্রামের পুন:প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। বিপ্লবী সংগ্রামের ওপর আক্রমণকারীদের শাস্তি প্রদান সম্ভব হয় না। জনগণের অর্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং তা থেকে সৃষ্ট নিজেদের ভাগ্য নিজেদের গড়ার প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ে এবং অর্জিত ফলাফলসমূহ দুর্বল হয়ে আসে, শেষ হয়ে যেতে থাকে। শোষক শ্রেণীশত্রু ও তার সহযোগীরা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, দানা বাধতে থাকে। পার্টির একাংশ অধ:পতিত এবং শ্রেণীশত্রুদের সাথে হাত মিলিয়ে নিজেরাই তাদের হাতিয়ার ও গণনিপীড়ক হয়ে উঠতে থাকে। পূর্বে পরাজিত ও দমিত স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলরা পুনরায় সশস্ত্র হয়ে উঠতে থাকে, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার করে এবং অধ:পতিত তথাকথিত সর্বহারাদের নেতৃত্বে তথাকথিত সোনারবাংলা কমিউনিস্ট পার্টি, শ্রমজীবী আন্দোলন প্রভৃতি গড়ে তোলে—সেগুলোকে সশস্ত্র করে। সবকিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত সর্বহারাদের উৎখাত প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করা এবং কখনোই তাদেরকে পুনরায় মাথা জাগাতে না দেয়া। আওয়ামী লীগ, বিনএপি'র মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো এসব ক্ষেত্রে সর্বাত্মক মদদ দেয়া ছাড়াও নিজেদের সশস্ত্র গ্রুপগুলোকেও চাঙ্গা ও বৃদ্ধি করে। পুরানো জাসদের তথাকথিত গণবাহিনীর গণবিরোধী গ্রুপগুলোও সক্রিয় হয়ে ওঠে। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নামধারী সশস্ত্র গ্রুপগুলো পুনরায় গণবিরোধী রাজনীতি এবং সর্বহারা পার্টির নেতা-কর্মী-সমর্থক জনগণের ওপর হুমকি-নির্যাতন-অর্থ আদায়-হত্যার প্রক্রিয়াকে বাড়িয়ে তোলে। এবং পুনরায় বাধাহীনভাবে পুলিশের হয়রানি-জুলুমবাজি-চাঁদাবাজি-নারী নির্যাতন শুরু হয়, বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় পার্টি নেতা, কর্মী ও সমর্থক জনগণ এসবের বিরুদ্ধে স্বত:স্ফূর্তভাবে স্থানীয় ভিত্তিক প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যান এবং বারংবার কেন্দ্রের নিকট প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে আবেদন-নিবেদন-প্রতিনিধি পাঠাতে থাকেন। তারা সাহায্য চেয়েছিলেন প্রধানত: লাইনগত, পরিকল্পনাগত, নেতৃত্বগত এবং অস্ত্র ও গুলীর ক্ষেত্রে। কিন্তু সুবিধাবাদী আনোয়ার কবীর গ্যাং এসবে কোনো কর্ণপাত করেনি। এমনকি স্থানীয়ভাবে অস্ত্র দখলের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতে পর্যন্ত ন্যূনতম সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এবং গ্রাম ছেড়ে দূরবর্তী নিরাপদ শহরে চলে যাবার জন্য এবং সেখানে আইনী কাজকে প্রধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পার্টি প্রতিনিধিকে বারংবার সিদ্ধান্ত, গাইড ও নির্দেশ প্রদান করেছে। এবং তা না মানার জন্য বারংবার তাকে দোষারোপ করেছে। এবং সংগ্রামী অঞ্চলে সংশোধনবাদী হকদের মতো প্রকাশ্য কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার নসিহত করেছে। যা ছিলো জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে পরিত্যাগের প্রক্রিয়ার চূড়ান্তকরণ। যা নিজেই স্থানীয় পার্টি শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের সাথে এবং এখানে নিয়োজিত পার্টি প্রতিনিধিদের সাথে আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বাধীন সুবিধাবাদী-সংশোধনবাদী লাইনের বিপক্ষে দুই লাইনের সংগ্রামের উদ্ভব ঘটিয়েছে। যা শেষাবধি কেন্দ্রিয়ভাবে প্রধানত কমরেড মোহাম্মদ শাহীনের নেতৃত্বে চালিত আনোয়ার কবীরের লাইন বিরোধী সংগ্রামের সাথে সম্পর্কিত ও একীভূত হয়ে যায়। এবং পার্টি-সংগঠনের মধ্যকার বিভিন্ন পালাবদল ও ছোট-বড়ো উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে '৯৮ সালের শেষ দিকে আনোয়ার কবীর গ্যাংদের সদলবলে দলত্যাগের মধ্য দিয়ে '৯৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে কমরেড মোহাম্মদ শাহীনের নেতৃত্বে পার্টি পুনরায় বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ও বিকাশের কাজ শুরু করতে সক্ষম হয়। যার সূচনা হয়েছিল ১০ নভেম্বর '৯৯-এ শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা থানা এলাকায় একটি লঞ্চের আনসার ক্যাম্প দখলের মধ্য দিয়ে। যার ধারাবাহিকতায় পাবনা-রাজবাড়ী সীমান্ত অঞ্চলেও ফেব্রুয়ারি ২০০০-এ রাজবাড়ীর জৌকুড়ি পুলিশক্যাম্প দখলের মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়ায় শামিল হয়। '৮৯ সালের পর এই প্রথম তথা দীর্ঘ দশ বছর পর পুনরায় পার্টির নেতৃত্বে এই অঞ্চলের জনগণ বন্দুক হাতে নেন এবং তাকে কার্যকর করেন। যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত স্থানীয় উৎপীড়করা দমিত হওয়া শুরু করে। বিএনপি'র মদদপুষ্ট ডাবলুর নেতৃত্বাধীন তথাকথিত সোনার বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নামধারী গণনীপিড়ক সশস্ত্র গ্যাং এলাকা থেকে উৎখাত হয়। আওয়ামী লীগের মদদপুষ্ট এবং তাদেরই বি-টিম টাকু আক্কাসের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র ডাকাত গ্যাং কোনঠাসা হয়ে পড়ে। জাসদের কুখ্যাত নেতা মতিনের মদদপুষ্ট কুদ্দুস-আক্কাস-বেলাল-মেছোদের ডাকাত গ্যাং (কমরেড বাচ্চু ও কমরেড সুভাসদের হত্যাকারী) —যা বর্তমানে রাজবাড়ীর আওয়ামী এম.পি কাজী কেরামত দ্বারা সরাসরি পরিচালিত—দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কোনো কোনো পকেট থেকে উৎখাত হয়। জাতীয় পার্টির মদদপুষ্ট নীলু চৌধুরী আর তার ছেলের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র লুটেরা গ্যাং-এর অপতৎপরতা বিশেষত: চরাঞ্চলে দুর্বল হয়ে পড়ে। পাবনার এস.পি-র মদদপ্রাপ্ত কহিল (মোস্তফা) গ্রুপের প্রধান পাণ্ডারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নামধারী গণনিপীড়ক সশস্ত্র গ্যাং সমূহ গণবিচ্ছিন্ন ও কোনঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে, বিশেষত: তাদের তথাকথিত সর্বহারা বিরোধী অভিযান এবং "এক বনে দুই বাঘ থাকতে পারে না" প্রভৃতি তত্ত্ব দুর্বল ও অসার হয়ে পড়তে থাকে। ঢালারচর ইউনিয়নে পুনরায় কৃষক জনগণের জমির লড়াইয়ের সূচনা হয়। যার একদিকে পূর্বের মতোই নেতৃত্ব দিতে থাকে পার্টি এবং বিপরীত দিকে পূর্বের মতোই প্রধান নেতৃত্বকারী হয় শাহেদ আলী ডাক্তারের উত্তরাধিকারীরা, বিশেষত: শাহেদ আলী ডাক্তারের ভাই জাভেদ আলী মণ্ডল ও চাচাতো ভাই মান্নান মণ্ডল। এসবের প্রক্রিয়ায় পুনরায় পদ্মা-যমুনার দুই তীরের লক্ষ লক্ষ জনগণের মধ্যে আলোড়ন-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া-পাবনা-মানিকগঞ্জের সীমান্ত অঞ্চলের সংখ্যাধিক জনগণ পার্টির লাল পতাকাকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা শুরু করেন। যা শংকিত ও আতংকগ্রস্ত করে তোলে শাসকশ্রেণী, তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে। তারা পুনরায় সর্বহারা উৎখাত অভিযান

শুরু করে। একের পর এক দমনাভিযান চালায়। পার্টিকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করার অপচেষ্টা করে। স্থানীয় জনগণের শতকরা ৮০ ভাগকে সরকার বিরোধী দুষ্কৃতকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। বাড়ী-ঘর ভাঙচুর করে। অস্থাবর সম্পত্তি লুট করে। ফসল নষ্ট করে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ করে। ব্যাপক আকারে মারপিট, অর্থ আদায় ও গ্রেফতার করে। অসংখ্য ভূয়া কেসে জড়িয়ে জনগণকে হয়রানি করে। এলাকার জন্য বরাদ্দ সরকারি-বেসরকারি অনুদান-সাহায্য কমিয়ে দেয়, স্থগিত রাখে, বন্ধ করে দেয়। নতুন নতুন থানা-ক্যাম্প বসিয়ে গণনিপীড়নকে স্থায়ী রূপ দেয়। শহীদ চেয়ারম্যান ও মন্টু চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর (আমোদ-তোফারা এই বাহিনীরই অংশ) মতো আওয়ামী লীগের বাহিনীগুলোকে অস্ত্রসজ্জিত ও ঐক্যবদ্ধ করে লেলিয়ে দেয় সর্বহারাদের উৎখাতে। পুরানো জাসদ পাণ্ডা নয়া আওয়ামী লীগার আঞ্জু চেয়ারম্যান-সালামদের মতো পুলিশী দালালদের নিয়োজিত করে জনগণকে উৎপীড়ন ও সন্ত্রস্ত করার জন্য। এবং তাতেও সর্বহারা উৎখাতে ব্যর্থ হয়ে শেষাবধি ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের লাইন নেয়—যা হচ্ছে বিশেষত: আওয়ামী লীগ রাজনীতিরই স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের অংশ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, বেড়া উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা বাতেন, কাজীর হাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোনাই, আওয়ামী রাজনৈতিক বলয়ের লোক পাবনার এস.পি, বেড়া থানার ওসি, শাহেদ আলী ডাক্তারের চাচাতো ভাই স্থানীয় সামন্ত ও গণনির্যাতক মান্নান মণ্ডল, শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলনের গণনিপীড়ক নেতা টাকু আক্কাস (অধ:পতিত ও বহিষ্কৃত এককালের সর্বহারা), ঢালারচর ইউনিয়ন পরিষদের টিপু মেম্বার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের ঘনিষ্ঠজন) এবং ঢালারচর ইউনিয়নের লাল মিয়া মেম্বার (মান্নান মণ্ডলের ঘনিষ্ঠজন) মিলে এক ষড়যন্ত্রের জাল বোনে এবং পার্টির সাথে সম্পর্কিত দয়ালনগরের জয়েন ওরফে আমজাদকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে। এসব ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মধ্য দিয়ে তারা ঢালারচর-কুমীরপুরসহ পদ্মা-যমুনার দুই পাড়ের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের নব অভ্যুদয়কে থামিয়ে দিতে চেয়েছে। এবং বেঈমানির ফাঁদ পেতে অসম যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে তিনজন কমরেডকে বন্দী অবস্থায় পিটিয়ে হত্যা করতেও সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে এই অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামকে থামিয়ে দিতে পারেনি। জনগণের ক্রুদ্ধ আক্রোশ সংগঠিত হয়ে তাদেরই বাহিনীর মধ্য দিয়ে পুনরায় তীব্রভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে ২৪ ফেব্রুয়ারির নির্মূলীকরণের অভিযানের মধ্য দিয়ে। এই আক্রমণ অভিযানে আহত অবস্থায় টাকু আক্কাস পালিয়ে যেতে পারলেও তার বাহিনীকে হতভম্ব ও ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক জয়েনকে এবং স্থানীয় অন্যতম প্রধান শ্রেণীশত্রু মান্নান মণ্ডলকে খতম করা হয়েছে। এবং পুলিশের দালাল লাল মিয়া মেম্বারকে বাড়িছাড়া করা হয়েছে। এভাবে ঢালারচর ও কুমীরপুর এলাকায় প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পুন:অভ্যুদয় ও সংহতকরণের প্রক্রিয়াকে ভেঙে দেয়া হয়েছে, বিনষ্ট করা হয়েছে এবং জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতার পুন:প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করার অবস্থানকে সমুন্নত রাখা হয়েছে। যার মধ্য দিয়ে সেই সত্যই পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে যে, "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে" এবং "বাহিনী ছাড়া জনগণের কিছুই নেই"।

বন্ধুগণ,

পাবনা-রাজবাড়ী সীমান্ত অঞ্চলের, বিশেষত: ঢালারচর ইউনিয়নের জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে অবদমিত ও শেষ করার জন্য রাষ্ট্রীয় বাহিনী তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে স্থানীয় দোসরদের সহায়তায় একের পর এক দমনাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। একে প্রতিরোধ ও চূর্ণ করে ঢালারচর-কুমীরপুরের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সহায়তা করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা সবচেয়ে ভালভাবে করা সম্ভব আরো অসংখ্য ঢালারচর-কুমীরপুর সৃষ্টি করে এবং তাকে বিকশিত করে। আরো অসংখ্য এলাকায় জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও তাকে বিকশিত করে। তার জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে নির্বাচনের বুর্জোয়া রাজনীতিকে বর্জন করে বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরা। কুমীরপুর যুদ্ধের বীর শহীদ কমরেডদের শিক্ষা তাই। আসুন, তাকেই আমরা আঁকড়ে ধরি। এবং পাবনা-রাজবাড়ীসহ সমগ্র দেশব্যাপী এক অপরাজেয় গণযুদ্ধ গড়ে তুলি। এবং এভাবে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ি।

- পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলনকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করুন।
- কুমীরপুর যুদ্ধের বীর শহীদ কমরেডদের থেকে শিক্ষা নিন। নিজেরাও জনগণের ভাল সেবক হোন।
- ঢালারচর-কুমীরপুরের জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামকে সহযোগিতা করুন। নিজেরাও আরো অসংখ্য ঢালারচার-কুমীরপুর গড়ে তুলুন।
- রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া-পাবনা-মানিকগঞ্জ সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের ওপর অব্যাহত বর্বরোচিত পুলিশী আক্রমণকে বিরোধিতা করুন। যেখানেই সম্ভব সেখানেই পুলিশের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এর বদলা নিন।
- শহীদ ও বন্দী কমরেডদের সাথে রাজনৈতিক-মতাদর্শিকভাবে একাত্ম হোন। তাদের পরিবারের প্রতি আর্থিক-বৈষয়িক সহযোগিতা বৃদ্ধি করুন।
- পুলিশী অভিযানের মধ্যেও উৎপাদনকে বজায় রাখার জন্য পারস্পরিক শ্রম সহযোগিতার নীতিকে আঁকড়ে ধরুন।
- পুলিশী অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী-ঘরকে পুন:স্থাপনের জন্য পুলিশের দালালদের বাড়ী-ঘর থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করুন, তাকে কাজে লাগান এবং এই প্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রম দিন।
- পেরু ও নেপালের গণযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিন, নিজেদের দেশেও অপরাজেয় গণযুদ্ধ গড়ে তুলুন। নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন, সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে চলুন। ■

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার বিলুপ্ত বিবৃতি

সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ১৯/০১/২০০১ ইং প্রকাশকাল, ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ ২০০১ ইং

সংগ্রামী বন্ধুগণ,

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনে উজ্জ্বল নক্ষত্র কমরেড সিরাজ সিকদার আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ করে সঠিক রণনীতি-রণকৌশল গ্রহণ করেছিলেন। সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রেক্ষিতে মাত্র সাড়ে তিন বছরে পার্টির রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও সাংগঠনিক তৎপরতার ফলে ভারতের মদদপুষ্ট শেখ মুজিবের সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। পার্টির সামরিক কর্মকাণ্ড এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যা নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ বাহিনী অপারগ, পরে রক্ষীবাহিনী পর্যন্ত নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এক পর্যায়ে কমরেড সিরাজ সিকদার ও সর্বহারা পার্টির লোকদের দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ দিয়েছিল।

কমরেড এস.এস শূন্য থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলার লাইন গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদের হৃদপিণ্ডে আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি পূর্ববাংলার মেহনতি জনতা তথা শ্রমিকশ্রেণীর প্রাণপ্রিয় নেতা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী পার্টি প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হওয়ার পর তাঁর সাহায্যকারী গ্রুপের ছয় সদস্যের চার সদস্য মিলে অসস গঠন করেন। কমরেড ... অসস-র সমন্বয়কারী নির্বাচিত হন। তিনি পার্টির রাজনৈতিক-সাংগঠনিক ও সামরিক গতিকে অব্যাহত রাখার নিমিত্তে পার্টির অস্ত্র ও অর্থনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে মোহনগঞ্জ থানা দখল করতে গিয়ে শত্রুর সাথে বীরোচিত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গ্রেপ্তার হন। তাঁর গ্রেপ্তারের সুযোগে পার্টির অভ্যন্তরে লুকায়িত মুখোশধারী সংশোধনবাদী জিয়াউদ্দিন গ্যাং-রা কূটযুক্তি উপস্থাপন করে পার্টিতে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা চালায়। এক পর্যায়ে পার্টি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং পার্টি চরম নেতৃত্বের সংকট ও হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

কমরেড ... পরবর্তী নেতৃবৃন্দ সংগঠন-সংগ্রামের গতি ধরে রাখতে না পারার কারণে তারা পার্টির অতীত লাইনের সারসংকলনের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে ভিন্ন লাইনে টার্ন করানোর প্রচেষ্টা চালায়। যার ফলশ্রুতিতে '৮৮-'৮৯ সালের শত্রুর দমনাভিযানে পার্টি পুনরায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমরাও সেই সময়ে গ্রেপ্তার হই। আমাদের (পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার) প্রধান নেতৃত্বসহ বড় অংশ তখন থেকে অদ্যবধি শ্রীঘরে অবস্থান করছেন। সর্বহারা পার্টির ৩য় কংগ্রেস ১৯৯২ সালে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসে পার্টি পুনরায় স্বচ্ছতা ফিরে পায় এবং যথাযথ লাইন নিরূপণ করে। দুঃখজনক হলেও সত্য পার্টি সম্পাদক কমরেড আনোয়ার কবীর '৯২-এর সংবিধানকে পাশ কেটে '৯৩-এর অক্টোবরে একটি দলিল প্রণয়ন করেন, যার প্রেক্ষিতে পার্টি অভ্যন্তরে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়। অক্টোবর দলিলকে কেন্দ্র করে 2.L.S-এর সূচনা হলেও '৯৫-এর সারসংকলনের মধ্য দিয়ে 2.L.S-এ অংশগ্রহণকারীদের আরো দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে কমরেড আনোয়ার কবীরের প্রভাবে প্রভাবন্বিত হয়ে বড় একটা অংশ অনেকাংশে উগ্র ভূমিকা পালন করে। সঙ্গত কারণেই 2.L.S-এ অংশগ্রহণকারী ভিন্নমতাবলম্বী ক, খ ও গ নামধারীরা রাজপথে ছিট্‌কে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে আমরা যারা কারা-অন্তরীণ, তাদেরও নৈতিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় 2.L.S-এ সক্রিয় অংশগ্রহণ করা। কিন্তু 2.L.S-এ অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় উপাদেয় না থাকায় আমরা সম্পূর্ণ নিরব থাকি। এক কথায় তত্ত্বগত ও তথ্যগত যোগান না থাকায় আমরা 2.L.S-এ অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য ছিলাম। উল্লেখ্য বিষয়, দীর্ঘ এগারো বছরের কারাজীবনে এগারোটা বই সরবরাহ করা হয় নাই। আমরা কাগজপত্র অনিয়মিতভাবে যা পেয়েছি তাও শুধুমাত্র আ-ক পন্থীদের। তবে আমরা বেশীরভাগ সময়ই অজ্ঞাত কারণে হলেও বিচ্ছিন্ন ছিলাম। হয়তো তার সন্তোষজনক জবাব কম. আ-ক কিংবা আমাদের বৈধ সংযোগকারী কম. কাইয়ুম দিতে পারবেন। যদিও তার হদিস মিলেনি। আমরা এ-ও জোর দিয়ে বলতে পারি, সংযোগ রক্ষার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা আমরা প্রথম থেকে রেখেছিলাম এবং অদ্যবধি আছে। নিশ্চয়ই এর বলার অবকাশ রাখে না।

আমরা যখন নিশ্চিত হতে পেরেছি 2.L.S-এর প্রক্রিয়ায় পার্টি আ.ক, ক, খ, গ গ্রুপ নামে চারটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা পার্টির বিভক্তি রোধকল্পে '৯২-এর সংবিধান সমুন্নত রেখে তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার থিসিস প্রণয়ন করি এবং তার সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরু করি। পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। আমরা সকল গ্রুপগুলোর সাথে সংযোগের চেষ্টা করি। উল্লেখ্য, গ্রুপগুলোর মধ্যে আ-ক ও ক-এর সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। একমাত্র ক-এর প্রতিনিধি আমাদেরকে খ-গ, ক ও আ-ক গ্রুপের সকল কাগজপত্র সরবরাহ করেছেন।

কম. আনোয়ার কবীরের কাগজপত্র থেকে প্রতীয়মান হয়েছে তাঁর লাইন আত্মরক্ষাবাদী-সংরক্ষণবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করছে। যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের নামে কার্যত যুদ্ধের বিরোধিতা করছে। তার প্রস্তাবিত ও নে.গু কর্তৃক গৃহীত লাইন '৯২-এর সংবিধান পরিপন্থি।

খ এবং গ বন্ধুদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও কাগজপত্র থেকে স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে তারা বিলোপবাদী।

কম. ক-এর কাগজপত্র থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, তিনি কেবলমাত্র '৯২ এর কংগ্রেসে গৃহিত লাইন ধারণ করেন। সঙ্গত কারণেই একমাত্র কমরেড ক-কে কমরেড সিরাজ সিকদারের প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা পার্টির উত্তরসুরী হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। আমরা নির্দ্বিধায় বলেত পারি, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কমরেড ...-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM) অধিকতর অগ্রসর। যদিও চূড়ান্ত সঠিকতা-বেঠিকতা অনুশীলনে প্রমাণিত হবে।

বিপ্লবী বন্ধুগণ,

লাল সালাম।

আমরা পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার সকল নেতা-কর্মী, MBRM-এর লাইন অধিকতর অগ্রসর অনুধাবন করে শুধুমাত্র আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ উহ্য রেখে সাংগঠনিক-সামরিক-রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আমরা আশাবাদী আন্তঃপার্টি সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় বিতর্কিত বিষয়টি নিস্পত্তি হবে।

একই সাথে আমরা পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়া নামক সংগঠনের সকল কমিটি ও সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণা করছি। আমরা এখন থেকে MBRM-এর গঠনতন্ত্র-ঘোষণাপত্রসহ সকল সাংগঠনিক-রাজনৈতিক-সামরিক শৃঙ্খলাসমূহের অধীন।

কমরেড আনোয়ার কবীর, কমরেড খ, কমরেড গ-এর সাথেসহ তাদের সাথে সম্পর্কিত সকল নেতা-কর্মী ও সহানুভূতিশীলসহ দেশের সকল বিপ্লবী বন্ধুদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আসুন, আমরা MBRM-এর পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পূর্ববাংলার জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার প্রদর্শিত জনযুদ্ধের পথে পূর্ববাংলার নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করি। "হাজারো তত্ত্বের চেয়ে একটা বাস্তবতা অনেক বেশী শক্তিশালী।" আসুন আমরা অহেতুক তত্ত্ব কচ্‌কচানী পরিহার করে বাস্তব সংগঠন-সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রণাঙ্গনে গিয়ে নিজেদেরকে কমিউনিস্ট যোদ্ধা হিসেবে জনসমক্ষে উপস্থাপন করি এবং বিপ্লবী দায়িত্ববোধ থেকে কর্তব্যপরায়ণ হই।

বিপ্লবী অভিনন্দন ও রক্তিম শুভেচ্ছাসহ

"আনোয়ার পাশা"
পূ. বা. স. পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার পক্ষে
তাং- ০৩/০২/২০০১ ইং

নোট : নিরাপত্তাজনিত কারণে ... চিহ্নিত স্থানে ব্যবহৃত নামটি উহ্য রাখা হলো।

"এক কথায়, যে দেশ বা স্থানই হোক না কেন, যেখানেই অত্যাচার আছে, সেখানেই প্রতিরোধ আছে ; যেখানেই সংশোধনবাদীরা আছে, সেখানেই তাদের সাথে সংগ্রামরত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা আছেন ; এবং যেখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয় এবং তাদের প্রতি অন্যান্য বিভেদমূলক পন্থা গ্রহণ করা হয়, সেখানেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এবং শক্তিশালী পার্টির নিশ্চিত অভ্যুদয় ঘটবে। আধুনিক সংশোধনবাদীদের আশার বিপরীত পরিবর্তনগুলিই ঘটছে। সংশোধনবাদীরা তাদের বিপরীতদের সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যতে তাদের দ্বারাই তারা কবরস্থ হবে। এটি একটি অমোঘ নিয়ম।"

মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।
["সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী" শীর্ষক দলিল। ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক দলিল-সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২,৪৩]।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার বিলুপ্ত বিবৃতির প্রেক্ষিতে

কমরেড আনোয়ার পাশা
এবং অন্যান্য কমরেডগণ,

লাল সালাম।

আপনাদের ফেব্রুয়ারি ১ম সপ্তাহ, ২০০১-এর বিবৃতি পেয়েছি। যার মধ্য দিয়ে আপনারা পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়ার বিলুপ্ত করে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আপনাদের এই বিবৃতি নিয়ে সম্প্রতি সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপে আলোচনা ও কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে আপনাদের বিবৃতিকে স্বাগত এবং অভিনন্দন। আপনাদের এই অবস্থান ও পদক্ষেপ পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যের প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান ও শক্তিশালী করেছে ও করবে। আপনাদের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত সকল সংযোগকে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় নিজেদের সাথে একীভূত করে নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখাকে ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। এবং এ সব ক্ষেত্রে দ্রুতই কাংখিত অগ্রগতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কমরেডগণ,

পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের জন্য সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্য প্রয়োজন। এটি একটি অব্যাহত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার বিষয়। এর জন্য ন্যূনতম কিছু লাইনগত ভিত্তির প্রয়োজন; যার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে আরো উচ্চতর ঐক্যের দিকে এগিয়ে নেয়া যায়। শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে গঠিত আমাদের প্রাণপ্রিয় পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যের রাজনৈতিক সংগঠন। প্রথম থেকেই আমাদের পার্টি পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লাইনগত ভিত্তিকে উত্থাপন করে এসেছে। যাকে সূত্রায়িতভাবে পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত পার্টির সংবিধানে। এই পার্টি- সংবিধানের ভিত্তিতেই আমাদের পার্টি-সংগঠন গঠিত। যে বা যারা পার্টি-সংবিধানকে গ্রহণ করেন ও মেনে চলেন—তারাই আমাদের পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন বা হতে পারেন। যারা পার্টি-সংবিধানকে গ্রহণ করেন না ও মেনে চলেন না তারা পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। আর যারা পার্টি-সংবিধান গ্রহণ করে পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন কিন্তু পরে কোনো কারণে পার্টি-সংবিধানকে আর গ্রহণ করেন না বা মেনে চলেন না তারা আর পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হন না—তারা গণ্য হন দলত্যাগী হিসেবে।

কমরেডগণ,

পার্টি-সংবিধানকে গ্রহণ করা ও মেনে চলার অর্থ হচ্ছে প্রথমত: ও প্রধানত পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লাইনগত মূল ভিত্তিকে গ্রহণ করা ও মেনে চলা। যারা তা করেন কেবলমাত্র তারাই পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন এবং শুধুমাত্র তাদের ওপরই পার্টি-সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলা প্রযোজ্য হয়। আর যারা পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লাইনগত মূল ভিত্তিকে গ্রহণ করেন না ও মেনে চলেন না তারা পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন না, ফলে তাদের ওপর পার্টি-সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলা প্রযোজ্য হয় না। এই অর্থে পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লাইনগত মূল ভিত্তিকে গ্রহণ করে পার্টি-সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলার অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা না হওয়াটা প্রধানত: স্বেচ্ছামূলক, কিন্তু সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে কেউ পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হলে পার্টি-সংগঠনের নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলাটা তার জন্য বাধ্যতামূলক।

কমরেডগণ,

'৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সর্বসম্মতভাবে গৃহিত পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লাইনগত মূল ভিত্তিকে আমরা চারটি মূল স্তম্ভ হিসেবে উত্থাপন করে থাকি। এর প্রথমটি হচ্ছে পার্টি-সংগঠনের শ্রেণীচরিত্রের প্রশ্ন। পার্টি-সংবিধান মোতাবেক আমাদের পার্টি-সংগঠনের শ্রেণীচরিত্র হচ্ছে সর্বহারা। যার অর্থ হচ্ছে, পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রগামীদের সংগঠন। পার্টি-সংবিধান মোতাবেক দ্বিতীয় মূল স্তম্ভটি হচ্ছে মতাদর্শগত-তত্ত্বগত বিষয়ক। আমাদের পার্টি-সংবিধান মোতাবেক আমাদের পার্টি-সংগঠনের মতাদর্শগত তত্ত্বগত ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ। পার্টি-সংবিধান মোতাবেক তৃতীয় মূল স্তম্ভটি হচ্ছে কর্মসূচি বিষয়ক।

পার্টি-সংবিধান মোতাবেক আমাদের পার্টি-সংগঠনের আশু কর্মসূচি হচ্ছে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং চূড়ান্ত কর্মসূচি হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। এবং পার্টি-সংবিধান অনুযায়ী চতুর্থ মূল স্তম্ভটি হচ্ছে কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ ও সাধারণ লাইন বিষয়ক। পার্টি-সংবিধান মোতাবেক আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ ও সাধারণ লাইন হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ এবং গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইন। আমাদের মতে, পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত এই চারটি লাইনগত মূল স্তম্ভ একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত এবং সবটা মিলিয়েই একটি সমগ্রতা। তাই এর যে কোনো একটিকে বর্জন করার অর্থ হচ্ছে সম্পর্কিতভাবে অন্যগুলোকেও বর্জন করা অর্থাৎ একই সাথে সমগ্রতাকেই বর্জন করা। এই সমগ্রতা হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের মূল লাইন।

কমরেডগণ,

আমাদের মতে,যারা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লব চান তাদেরকে অতি অবশ্যই পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করতে হবে এবং তাতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আর এই রাজনৈতিক সংগঠনের মতাদর্শগত-তত্ত্বগত ভিত্তি থাকতে হবে এবং তাকে মেনে চলতে হবে। একই সাথে এই রাজনৈতিক সংগঠনের নিম্নতম আশু ও চূড়ান্ত কর্মসূচি থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের পথ ও সাধারণ লাইন থাকতে হবে। এ ছাড়া পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের প্রয়োজনীয় নিম্নতম মূল লাইনগত ভিত্তি গঠিত হতে পারে না। পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যের ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম লাইনগত মূল ভিত্তিকেই উত্থাপন করেছে আমাদের পার্টি-সংবিধান। এবং সেই মোতাবেক যারা পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টিকে পূর্ববাংলার সর্বহারা শ্রেণীর অগ্রগামীদের সংগঠন হিসেবে স্বীকার করেন, নিজেদের মতাদর্শগত-তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে গ্রহণ করেন, আশু ও চূড়ান্ত কর্মসূচি হিসেবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে গ্রহণ করেন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথ ও সাধারণ লাইন হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ ও গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইন মেনে চলেন তারা আমাদের পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। '৯২ সালের পার্টি-সংবিধানে বর্ণিত এই রাজনৈতিক-মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সাংগঠনিক অবস্থান, আমাদের পার্টির প্রস্তুতি সংগঠন পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন-এর '৬৮ সালের ৮ জানুয়ারির থিসিসের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ এবং সারবস্তুতে অভিন্ন অবস্থান। এই রাজনৈতিক- মতাদর্শিক-সংগ্রামিক-সংগঠনিক অবস্থান ব্যতিরেকে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির প্রতিষ্ঠারই কোনো প্রয়োজন ও ন্যায্যতা ছিল না। তাই এই চার মূল ভিত্তি থেকে সরে যাবার অর্থ হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও ন্যায্যতা থেকেই সরে যাওয়া বা তাকে অস্বীকার করা। যা পার্টির কোনো আন্তরিক সর্বহারা বিপ্লবী করতে পারেন না, যা করতে পারে কেবলমাত্র আ.ক পন্থী এবং খ-গ পন্থীদের মতো দলত্যাগীরা।

কমরেডগণ,

পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের মূল লাইনগত রূপরেখাকে পুনর্ব্যক্ত করা ছাড়াও তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে লাইনগত আরও অনেক বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। যেমন আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন, সামরিক লাইনের ওপর প্রস্তাবনা প্রভৃতি। কিন্তু এ সব লাইনগত সিদ্ধান্তকে পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি এবং সে সবকে আরো পর্যালোচনার মধ্যেও রাখা হয়েছিল। যে কোনো পার্টি-সংগঠনের ক্ষেত্রেই এমনটা হতে পারে ও হয়। মূল লাইনগত অবস্থানের ক্ষেত্রে ভিন্নতা নিয়ে সেই পার্টি-সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না, কিন্ত সে ক্ষেত্রে ভিন্নতা না থাকলে লাইনগত অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভিন্নতা নিয়েও সেই পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। এ কথা আমাদের পার্টি-সংগঠনের জন্যও প্রযোজ্য। পার্টি-সংবিধানে উত্থাপিত লাইনগত চার মূল ভিত্তিকে গ্রহণ না করলে আমাদের পার্টি-সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না, কিন্তু সে ক্ষেত্রে ভিন্নতা না থাকলে তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্য কোনো ফোরামে গৃহিত লাইনগত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি ভিন্নতা থাকলেও একই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে। এটাও আমাদের পার্টি-সংবিধান স্বীকৃত অবস্থান। যেমন, '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে প্রধান দ্বন্দ্বের প্রশ্নে কমরেড "ক" এবং আরেকজন ডেলিগেট কমরেডের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল, তা নিয়ে তারা গ্রুপ বৈঠকে এবং যৌথ অধিবেশনে যুক্তি-তর্ক করেছেন এবং শেষাবধি তাকে পর্যালোচনায় রাখার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রধান দ্বন্দ্বের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। প্রধান দ্বন্দ্বের প্রশ্নে এই ভিন্নতা নিয়েই কমরেড "ক" পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং কংগ্রেসের গোপন ব্যালট ভিত্তিক নির্বাচনেও তিনি কেন্দ্রিয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এমন উদাহরণ আমাদের পার্টি-সংগঠনের মধ্যেই আরও অনেক আছে। এমনকি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির মধ্যকার যে সব ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পার্টির মধ্যকার মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)-এর উদ্ভব ও বিকাশ—তা প্রধানত যে লাইনের ভিত্তিতে হচ্ছে তার প্রধান প্রণেতা কমরেড "ক"-র বিভিন্ন অবস্থানও বিভিন্ন ইস্যুতে MBRM-এর মধ্যেও সহজাতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়, বরং আলোচনা, বিতর্ক ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। তাই আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রশ্ন উহ্য রেখে আপনারা যে আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন—তাকে আমরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিনি। বরং তাকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতেই দেখেছি। কেননা বিষয়টি উত্থাপিত হওয়ায় তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কমরেডগণ,

আপনাদের বিবৃতিতে বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে বুঝা সম্ভব নয় যে, যে সূত্রায়নে আপনারা কথাটি বলেছেন– আপনাদের প্রকৃত বক্তব্যের সেটাই যথার্থ সূত্রায়ন কিনা। কেননা আপনারা পার্টি-সংবিধানকে স্বীকার করেই পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছেন। পার্টি-সংবিধান এবং আপনাদের উক্ত সূত্রায়ন দ্বন্দ্বপূর্ণ। বিভিন্নভাবে আমরা যা জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে যে, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের মূল্যায়ন বিকৃত পুঁজিবাদী না আধা-সামন্তবাদী হবে—এই সূত্রায়ন নিয়েই আপনাদের পার্থক্য এবং অতি অবশ্যই এই পার্থক্যের মধ্যে সারবস্তুগত পার্থক্যও নিহিত এবং তার গতির প্রক্রিয়া দু'বিপরীতমুখী হতে বাধ্য। কিন্তু তা দিয়ে কি এখনই তথা আজকের পর্যায়েই এই সূত্রায়ন টানা চলে যে, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে? হ্যাঁ তা থাকতে পারে, বা সেদিকে তা বিকশিত হতে পারে—তবে সেটা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হতে হবে—এর পূর্বে অনুমান নির্ভর আলোচনা-যুক্তি-তর্ক করা সঠিক নয়। আপনারা আপনাদের অবস্থান স্পষ্টভাবে জানান। এ নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিতর্ক—আমাদের সকলের জ্ঞানকে গভীরতর করতে সহায়তা করবে এবং তা উচ্চতর ঐক্যের সোপান রচনা করবে।

কমরেডগণ,

পূর্ববাংলার বিপ্লবের জন্য পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের রাজনৈতিক সংগঠন দরকার এবং তার নেতৃত্ব প্রয়োজন, পূর্ববাংলার বিপ্লবে নেতৃত্বকারী পার্টিকে তার মতাদর্শগত-তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরতে হবে, বিপ্লবের স্তর তথা আশু কর্মসূচি হিসেবে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে গ্রহণ করতে হবে, বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইন হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ এবং গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইন গ্রহণ করতে হবে। এ সবকে কি আপনারা আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ বহির্ভূত কোনো বিষয় বলে মনে করেন? অথবা বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক, নেতৃত্বকারী শ্রমিকশ্রেণী, প্রধান মিত্র কৃষকশ্রেণী, শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ফ্রন্ট, মার্কিনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদকে উৎখাত, নয়া গণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইত্যাদিকেও কি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ বহির্ভূত বিষয় বলে মনে করেন? আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রশ্ন উহ্য রাখার অর্থ কি এ সবের প্রতিও আপনাদের ভিন্নতা? বাস্তবে তা নয়, অন্তত: এখন পর্যন্ত আমরা যা জানি তাতে তাই মনে হচ্ছে। তাহলে আসলে বিষয়টা কি? আপনারাই ভালো বলতে পারেন। এবং বলুন।

কমরেডগণ,

'৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের মূল্যায়নের প্রশ্নে যখন বিকৃত পুঁজিবাদের সূত্রায়ন গ্রহণ করা হয়েছিল তখন তার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। চিরায়ত সামন্তবাদ আর আগের পর্যায়ে নেই, সামন্তবাদ ভাঙছে, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, পুঁজিবাদের বিভিন্ন দিকের কিছু বিকাশ হচ্ছে, এ সবকে সঠিকভাবে উপলব্দি করা এবং তার ভিত্তিতে কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংযোজন করা—এই ছিল তখনকার ঘোষিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এর সীমারেখাকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল পার্টি-সংবিধানে বর্ণিত লাইনগত চার মূল ভিত্তি দ্বারা। বিপ্লবের স্তর নয়া গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইন হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ এবং গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইন—এই অবস্থানের মধ্যেই আমাদের থাকতে হবে—পার্টি-সংবিধান সে কথাই বলে। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা ঘটেনি। কেননা বিকৃত পুঁজিবাদের সূত্রায়নটা নিজেই ছিল একটি দ্ব্যর্থতাবোধক সমন্বয়বাদী অবস্থান। ফলে তা বিকাশের প্রক্রিয়ায় এক নিজেকে দুয়ে বিভক্ত করেছে। যারা বিকৃত পুঁজিবাদের সূত্রায়নকে পার্টি-সংবিধান এবং পার্টির অন্যান্য অবস্থানের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে তাদের বিকাশ ঘটেছে বিকৃত পুঁজিবাদ থেকে অনুন্নত পুঁজিবাদ এবং তা থেকে পুঁজিবাদের দিকে। ফলে বিকাশের প্রক্রিয়ায় তাদের আজকের অবস্থান দাঁড়িয়েছে যে, এই দেশটা পুঁজিবাদী বা প্রধানত: পুঁজিবাদী। ফলে এটা আমেরিকা ও ইউরোপের মতো উন্নত পুঁজিবাদী দেশ নয় এবং চীনের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশও নয়। ফলে এখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং শহর কেন্দ্রিক অভ্যুত্থানের পথ সঠিক নয়, সঠিক নয় নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ ও গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইনও। এখান থেকেই তারা বিপ্লবের নয়া স্তর, পথ ও সাধারণ লাইনের অন্বেষায় নেমেছে। তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনটি হচ্ছে এই নয়া অবস্থানেরই তাত্ত্বিক সূত্রায়ন এবং এর মতাদর্শগত-তত্ত্বগত ভিত্তি হচ্ছে "সম্পাদকের সঠিক লাইন" নামক আনোয়ার কবীর প্রচারিত মাওবাদ বিরোধী একগাদা জঞ্জাল। এ ভাবে তা পার্টি-সংবিধানের লাইনগত সীমারেখা ও বাধ্যবাধকতার বাইরে চলে গেছে এবং পার্টি-সংবিধানের লাইনগত সীমারেখা ও বাধ্যবাধকতাকে অস্বীকার করে বেশকিছু নেতা-কর্মীকে দলত্যাগী হতে প্ররোচিত করেছে। এই অবস্থান, গ্রামকে আর প্রধান করে না, প্রধান গুরুত্ব দেয় শহরে; গোপন কাজ ও বিপ্লবীযুদ্ধকে আর প্রধান করে না, প্রধান করে প্রকাশ্য আইনী কাজকে ; কৃষককে আর প্রধান করে না, প্রধান করে শহুরে ছাত্র-যুবক-মধ্যবিত্তকে; ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে জাগরিত, সংগঠিত ও সক্রিয় করার জন্য গেরিলাযুদ্ধকে আর প্রধান উপায় হিসেবে আঁকড়ে ধরে না, আঁকড়ে ধরে শহর কেন্দ্রিক পত্রিকা-লিফলেট-সার্কুলার প্রকাশকে। এ রকম অসংখ্য সব পরিবর্তন এই তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের সাথে সম্পর্কিত এবং তা থেকেই উৎসারিত। যাকে এককথায় বলা হয়েছে বিপ্লব বর্জনের লাইন। এ নিয়ে আলাদা আলোচনা ও খণ্ডন আমাদের বিভিন্ন দলিলে রয়েছে ও থাকবে। এককথায়, বিকৃত পুঁজিবাদের সূত্রায়ন এ রকম অধ:গতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে—যে রকমটি নিয়েছে আনোয়ার কবীর পন্থীদেরকে। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রটিও রয়েছে। যারা বিকৃত পুঁজিবাদ সূত্রায়নকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে তাকে গ্রহণ করেছে পার্টি-সংবিধান এবং পার্টির অন্যান্য অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত করে, তারা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর এবং তার পথ ও সাধারণ লাইনের কাঠামোর বাইরে যেতে চাননি। তাদের বিকাশ ঘটেছে বিকৃত পুঁজিবাদের সূত্রায়নের বদলে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সুত্রায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে—যা পার্টিরই দীর্ঘকালিন অবস্থান। কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে আমাদের বিকাশ এ দিকেই হয়েছে। আমাদের লাইনগত বিভিন্ন দিক এর সাথেই সম্পর্কিত এবং তা থেকেই উৎসারিত। সুতরাং, আজকেও কেউ বিকৃত পুঁজিবাদ বললে তিনি পার্টি-সংগঠনের বাইরে চলে যান—এমনটা আমরা মনে করি না। তার বিকাশের গতির প্রক্রিয়া কোনদিকে এবং তার পরিণতিই বা কি হয়—সেটাই আমাদের মূল বিবেচ্য বিষয়। পার্টি-সংবিধান নির্দিষ্ট লাইনগত সীমারেখার বাইরে আমরা যাবো না। বরং তার মধ্যেই থাকবো এবং অন্যান্যদেরকেও তাই করার আহ্বান জানাবো। যারা তা করবে না তাদের এই দলে থাকার ন্যায্যতা কোথায়? কেননা, পার্টি-সংবিধানকে না মানলে পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায় না।

কমরেডগণ,

তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যখন বিকৃত পুঁজিবাদের সূত্রায়ন গ্রহণ করা হয়েছিল তখন আমরা রাশিয়ার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কমরেড লেনিনের কিছু শিক্ষাকে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করেছিলাম—কিন্তু তাঁর সব শিক্ষাকে নয়। ফলে পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে

উত্তরণের প্রক্রিয়ায় ও পরে আমাদের মতো দেশগুলোতে তার যে সব প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে ও হবে এবং তার ভিত্তিতে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, হচ্ছে ও হবে—তার ওপর প্রযোজ্য কমরেড লেনিনের শিক্ষাসমূহকে অধ্যয়ন, পর্যালোচনা করা এবং সে সবকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব হয়নি। ফলে সে সবের আরো বিকশিত রূপ মাওবাদী শিক্ষাগুলোকেও আমরা অধ্যয়ন, পর্যালোচনা করতে এবং সে সবকে আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হইনি। ফলে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের মতো দেশগুলোতে যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণকে আমরা উপলব্দি করতে পারিনি এবং তাকে নিজেদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে সক্ষম হইনি। তাই আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহিরঙ্গের কিছু রূপ দেখেই তাকে আমরা সমগ্র অন্তঃসার ভেবেছি এবং নিজেদের স্বল্প জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতোপূর্বকার সাধারণ অভিজ্ঞতা ও সারসংকলনের বিপরীতে ভ্রান্ত পথে নিজেদেরকে পরিচালিত করেছি। বিকৃত পুঁজিবাদ সূত্রায়ন গ্রহণের পিছনে এই ছিল আমাদের মতাদর্শগত-তত্ত্বগত অবস্থান। এই অবস্থান থেকে আর যাই হোক অন্তত: সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে মতাদর্শগত-তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে সত্যিকারভাবেই আঁকড়ে ধরা।

কমরেডগণ,

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থায় আমাদের মতো দেশগুলোতে নির্ধারক ধরনের যে সব পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে–সেগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্দি করা ছাড়া আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের যথার্থ সূত্রায়ন করা সম্ভব নয়। সাম্রাজ্যবাদ পূর্ব আমাদের মতো দেশগুলো ছিল প্রধানতঃ সামন্তবাদী এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল উপনিবেশিক ও/বা আধা-উপনিবেশিক চরিত্র। সামন্তবাদের গর্ভে পুঁজিবাদ এবং সামন্তশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের মধ্য থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীও গড়ে উঠছিল ও বিকশিত হচ্ছিল। সামন্তবাদ ও সামন্তশ্রেণীর সাথে তা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হচ্ছিল। এ সময়ে সামন্তবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবে এবং উপনিবেশিক ও/বা আধা-উপনিবেশিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতীয় বিপ্লবেও নেতৃত্বকারী ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভবের মধ্য দিয়ে এ সবের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। পুঁজিবাদের মতো সাম্রাজ্যবাদ প্রধানত: পণ্য রপ্তানী করে না, করে পুঁজি রপ্তানী–যাকে লগ্নি পুঁজি বলা হয়। এই লগ্নি পুঁজি আমাদের মতো দেশগুলোতে বুর্জোয়াশ্রেণীকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে এবং আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীর উদ্ভব ঘটিয়েছে, তাকে শক্তিশালী ও বিকশিত করেছে এবং তাকে রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়েছে। এই যে গুণগত পরিবর্তন–তা সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করছে। তার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু পরিবর্তনও সংঘটিত হয়েছে। এবং তারই সারসংকলন করে সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। এবং আমাদের পার্টি শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে পার্টির জন্মলগ্ন থেকেই তাকে গ্রহণ করেছে। তাকে পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন ও অবকাশ নেই। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের সাথে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সূত্রায়ন ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমনটি অতীতে সাম্রাজবাদ পূর্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা বুর্জোয়া বিপ্লবের তত্ত্বটি সামন্তবাদ সূত্রায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের সাথেই সম্পর্কিত বিষয় হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ এবং গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইন। তাই তাকে অস্বীকার করা বা পরিবর্তন করার অর্থ হচ্ছে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকেই অস্বীকার করা বা বর্জন করা–বিভিন্ন অজুহাতে আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীরা যা করেছে। এ থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে।

কমরেডগণ,

আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও সূত্রায়নের ক্ষেত্রে এবং তার সাথে সম্পর্কিতভাবে বিপ্লবের পথ ও সাধারণ লাইনের ক্ষেত্রে নিজেদের অপ-বিকাশকে ন্যায্য করার জন্য আনোয়ার কবীরপন্থী নেতারা বলে থাকেন যে, পরিস্থিতি আর পূর্বের মতো নেই। '৭১ সাল আর আজকের পরিস্থিতি এক নয় ; এমনকি '৭৩-'৭৪ সাল আর আজকের পরিস্থিতিও আর এক নয়। এ সব উত্থাপনের মধ্য দিয়ে এই সকল বন্ধুরা আসল বিতর্ক এড়িয়ে যাচ্ছেন। পূর্বের পরিস্থিতি এবং আজকের পরিস্থিতি এক কিনা–বিতর্ক আসলে সে জায়গাতে নয়। পরিস্থিতির যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে—বিতর্ক তা নিয়েও নয়। বিতর্কটা হচ্ছে আসলে এই নিয়ে যে, পরিবর্তনের মূল সারবস্তুটা কী? আমাদের মতে, এখনো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাই বলবত রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় এখনো সাম্রাজ্যবাদ-সম্প্রসারণবাদের দালাল আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণীই রয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা, রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় বাহিনী এখনো তাদের হাতেই রয়েছে। পূর্বের মতোই এখনো সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ হচ্ছে জনগণের শত্রু। পূর্বের মতোই এখনো পূর্ববাংলার বিপ্লবের স্তর হচ্ছে নয়া গণতান্ত্রিক এবং লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম। পূর্বের মতোই এখনো এই বিপ্লবের নেতা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, প্রধান মিত্র হচ্ছে কৃষকশ্রেণী এবং অন্যান্য মিত্র হচ্ছে মধ্যবিত্ত ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। তাই পূর্বের মতো এখনো প্রয়োজন হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক বুনিয়াদী মৈত্রীর ভিত্তিতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ফ্রন্ট। পূর্বের মতোই এখনো বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজন এবং তার মতাদর্শগত-তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদকে আঁকড়ে ধরা প্রয়োজন। বিপ্লবকে সম্পন্ন করার জন্য পূর্বের মতোই এখনো দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের পথ এবং গ্রাম নির্ভর কৃষক প্রধান গেরিলাযুদ্ধের লাইন প্রয়োজন। পূর্বের মতো এখনো নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্থ হচ্ছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সারবস্তু হচ্ছে কৃষিবিপ্লব—যার প্রধান দিক ভূমি বিপ্লব। পূর্বের মতো এখনো নয়া গণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। ইত্যাদি। এ সবের কি পরিবর্তন বর্তমানে ঘটেছে তা উল্লেখ না করে শুধুমাত্র পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে বললে তো আর বিতর্কের সমাধান হয় না। আ.ক পন্থী বন্ধুরা সে কথাটাই মনে রাখেন না বা ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যান। তাদের মতো হলে আমাদের চলবে না। আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে তাকে স্পষ্ট করে এবং ব্যাখ্যা সহকারে বলতে হবে—যাতে তার সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটানো যায়। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রশ্ন উহ্য রাখার আপনাদের মতামতের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

কমরেডগণ,

তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন প্রশ্নে লাইনগতভাবে ভ্রান্তিপূর্ণ ও বিচ্যুতিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উৎস ও ভিত্তি আমাদের পার্টির অতীতের মধ্যেই নিহিত ছিল। বিশেষত: তা '৮৭ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তবলী ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এ সবের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে ৭০ ও ৮০-র দশকের আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের পরিস্থিতি এবং তারই অংশ হিসেবে বিশেষত: আমাদের পার্টির '৭৫ পরবর্তী পরিস্থিতি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। বিপ্লবীযুদ্ধের রাজনীতিকে বর্জনের প্রক্রিয়ায় যে অর্থনীতিবাদী-সংস্কারবাদী-সমন্বয়বাদী-সুবিধাবাদী অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি আনোয়ার কবীরের নেতৃত্বে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ও বিকশিত হয়েছিল তারই ফলাফল হচ্ছে এইসব বিচ্যুতি এবং তারই ধারাবাহিকতায় পার্টির আজকের সংকটাবস্থা। এ সব বিষয়ে আমাদের সারসংকলনমূলক অবস্থান ও বক্তব্য বিভিন্ন দলিলের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে এবং আগামীতে আরো দলিল প্রকাশিত হবে। আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও সূত্রায়নের ওপর আমাদের বক্তব্য ও তার গতির প্রক্রিয়া ইতোপূর্বে যে সকল দলিলে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলো হচ্ছে যথাক্রমে–(১) চাঁদসার বিপর্যয়ের ওপর কমরেড "ক" রচিত "২৯ শে মার্চের রক্তাক্ত বিপর্যয়ের সারসংকলন সম্পর্কিত কিছু মতামত" মে-জুন '৯৮ (২) "৪৪ নং শাখার কর্মী-সহানুভূতিশীল-সমর্থক জনগণের প্রতি কমরেড "ক"-র খোলা চিঠি।" প্রথমার্ধ, এপ্রিল '৯৯। (৩) RIM কমিটির প্রতিনিধির সাথে কমরেড "ক"-র এপ্রিল '৯৯-এর আলোচনার সংশ্লিষ্ট অংশের ধারাবিবরণী, এবং (৪) ৩রা জুন '৯৯, পার্টির ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রকাশিত লাইন লিফলেট। প্রভৃতি। এ সব আপনাদের কাছে না থাকলে তা আমাদেরকে জানান, তাহলে তা পাঠানো হবে এবং তা আপনাদের মতামত গঠনে সহায়তা করবে বলে আশা করি।

কমরেডগণ,

আপনাদের বিবৃতিতে এবং তারও পূর্বে কমরেড আনোয়ার পাশার লিখিত চিঠিতেও দুই লাইনের সংগ্রামের প্রশ্নে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমাদের সকলকেই ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকে সংশোধন করতে হবে, এ সম্পর্কিত আ.ক পন্থী ও খ-গ পন্থীদের ভুল লাইনের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে হবে এবং দুই লাইনের সংগ্রামের ক্ষেত্রে মাওবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরতে হবে। এ প্রশ্নে আমাদের যে সকল দলিল ও পাঠ্যসূচি রয়েছে তার তালিকা পৃথকভাবে পাঠানো হবে। গুরুত্বের সাথে এ সবকে অধ্যয়ন করবেন এবং এ ক্ষেত্রে ভুল চিন্তাধারাকে সংশোধন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা রাখি। কেননা তা আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ও সূত্রায়নের প্রশ্নে এবং অন্যান্য প্রশ্নে ভিন্নতা থাকলে তা কাটাতে সহায়ক হবে। একই সাথে তা উচ্চতর ঐক্যের জন্য প্রয়োজনীয়ও বটে।

কমরেডগণ,

আপনাদের থিসিসসহ যে গুরুত্বপূর্ণ দুটো দলিলের কথা বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে এবং মৌখিকভাবেও জানা গেছে তার কোনো কপি এখনো আমাদের হাতে আসেনি। এ দুটো দলিল পেলে ভালো হয়, তাহলে তার ওপর আমরা মতামত রাখতে পারি। আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, আপনাদের বিবৃতি প্রদানের পূর্বে আপনাদের পুনর্গঠন ঐক্য প্রক্রিয়া গঠনের কথা আমাদের প্রতিনিধিকে কেন জানাননি–তার কারণ সম্পর্কেও আমরা এখনো স্পষ্ট হতে পারিনি। তা জানালে ভালো হয়। যাই হোক না কেন, সব কিছুর উপরে সত্য হচ্ছে এই যে, আপনারা পার্টি-সংবিধানকে উর্ধে তুলে ধরেছেন, যার সাথে আমরা একমত। তাই পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে ও তার অধীনে আমরা একই পার্টি-সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি এবং তাই হয়েছি। আনোয়ার কবীর পন্থী এবং খ-গ পন্থীদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। কেননা তারা তেমনটিতে আগ্রহী নয়। আ.ক পন্থীরা দাবি করে থাকেন যে, তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব সশস্ত্র সংগ্রামের লাইন গ্রহণ করতে হবে এবং তথাকথিত সম্পাদকের সঠিক লাইন গ্রহণ করতে হবে, যারা তা করবে কেবলমাত্র তারাই পার্টির লোক বলে গণ্য হবে–অন্যরা নয়। তাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল সার্কুলার নং ৮/'৯৮ এর মধ্য দিয়ে তারা তা প্রকাশ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে (এর আগে ও পরে "হাত ছেড়ে দেবার" ঘোষণা মৌখিকভাবে ও লিখিতভাবে তারা বহুবার দিয়েছে) এবং শেষাবধি '৯৮ সালের শেষদিকে আ.ক পন্থীদের নিয়ে তারা একটি পৃথক আ.ক পন্থী কেন্দ্রও গঠন করেছে এবং তাকে পার্টির-কেন্দ্র হিসেবে মেনে নেবার জন্য দাবি জানাচ্ছে। আর এই ক্ষেত্রে কর্মী-জনগণকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করার জন্য এই কেন্দ্রকে '৯২ সালের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত তৃতীয় কেন্দ্রিয় কমিটি বলেও ভূয়া প্রচার চালাচ্ছে। অন্যদিকে খ-গ পন্থীরা দাবি করছে যে, আ.ক পন্থীরা নাকি তাদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছে—তাই তারা পৃথক কেন্দ্র ও সংগঠন গড়তে বাধ্য হয়েছে। এ যে একটি মিথ্যা প্রচারণা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভক্তির লাইনগত দায় ও দায়িত্বকে অস্বীকার করার জন্যই এই ভনিতা, "খ"-র মতো ব্যক্তিত্ব যেখানে প্রধান নেতৃত্ব এবং যার অনুসৃত অন্যতম প্রধান মূলনীতি হচ্ছে যেখানে তথাকথিত প্রলেতারীয় ডিপ্লোমেসীর নামে বুর্জোয়া কূটনীতি সেখান থেকে এ সব প্রতারণাপূর্ণ অবস্থান ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না। আসল বিষয় হচ্ছে এই যে, খ পন্থীরা দাবি করে থাকেন যে, খ-র লাইন—যা হচ্ছে বিলোপবাদী লাইন—তা নাকি অধ্যয়ন ও অনুশীলনে বারংবার সঠিক প্রমাণিত এবং তার ভিত্তিতে তথাকথিত বহিস্কৃত হয়ে নয় বরং তার পূর্বেই ঘোষণা দিয়ে তারা পৃথক পতাকা উত্তোলন করেছেন। এবং ঐক্যের নয়া ভিত্তি নির্ধারণের দাবি জানাচ্ছেন। যার অর্থ হচ্ছে আ.ক পন্থীদের মতো খ-গ পন্থীদের কাছেও পার্টি-সংগঠনের ঐক্যের ভিত্তি আর পার্টি-সংবিধান নয়, উভয়পক্ষই তথাকথিত নতুন ঐক্যের লাইনগত ভিত্তির ওপর নতুন সংগঠন গড়ে তুলছেন, এবং তাতে অন্যদের যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছেন। যার মধ্য দিয়ে তারা পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পার্টি-সংগঠনকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলেছেন, পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবীদের ঐক্যেকে গুরুতরভাবে বিনষ্ট করেছেন এবং পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন

করেছেন। কিভাবে একে মেনে নেয়া যায়? না, তা যায় না। তাই এর মরিয়া প্রতিরোধ ও বিরোধিতা প্রয়োজন, পার্টি-সংবিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পার্টি-সংগঠনকে রক্ষার জন্য যা অপরিহার্য। এবং এ প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যেই কমরেড "ক"-র নেতৃত্বে পার্টির মধ্যকার মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন-এর উদ্ভব হয়েছে, যার সাথে আপনাদের মিলন—এই প্রক্রিয়াকেই আরো শক্তিশালী করেছে ও করবে। এবং তা পূর্ববাংলার ব্যাপক সংখ্যক সর্বহারা বিপ্লবীদেরকে এক প্লাটফর্মে আনতে সহায়তা করবে এবং এ ভাবে তা পূর্ববাংলার সর্বহারা বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

কমরেডগণ,

আপনাদের অনেকেই দীর্ঘদিন যাবত জেলবন্দি এবং সংযোগব্যবস্থাও ছিল নিন্দনীয়। তাই পার্টির মধ্যে থেকে উদ্ভূত দুই লাইনের সংগ্রামের ঝড়োগতি ও ঝড়ো বিকাশের প্রক্রিয়ার সাথে আপনারা আমাদের মতো সম্পৃক্ত হতে পারেননি। ফলে বিভিন্ন প্রশ্নে মত-পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু কী দৃষ্টিভঙ্গিতে তা দেখা হবে সেটাই হচ্ছে আসল বিষয়। আমরা আশা করি, আমাদের চিন্তার পথ-নির্দেশক তাত্ত্বিক ভিত্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আলোকে আমরা সব সমস্যা ও সংকটকে কাটিয়ে উঠতে পারবো এবং বিপ্লবের লাল পতাকাকে সমুন্নত রাখতে পারবো।

আপনাদের প্রতি উষ্ণতম শুভেচ্ছাসহ—

সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপ
মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (PBSP)
শেষ সপ্তাহ, মার্চ ২০০১

"সর্বত্র এবং সব সময়েই প্রকৃত বিপ্লবীরা, প্রকৃত সর্বহারা বিপ্লবী যোদ্ধারা (লড়াকু বস্তুবাদীরা) হচ্ছেন অদম্য। তারা প্রতিক্রিয়াশীল এবং সংশোধনবাদীদের গালাগালিতে ভয় পান না, কারণ তারা জানেন, প্রতিক্রিয়াশীল ও সংশোধনবাদীদের মতো আপাত ভয়ংকর দানবরা নয়, বরং তাদের মতো 'অকিঞ্চিতকররাই' ভবিষ্যতের প্রতিনিধি। সমস্ত মহাপুরুষরাই এক সময় অকিঞ্চিতকর ছিলেন। যদি তারা সত্যের পক্ষে থাকেন এবং জনগণের সমর্থন পান, তবে প্রথমে যারা আপাত দৃষ্টিতে অকিঞ্চিতকর তারা অবশ্যই শেষে বিজয়ী হবেন। লেনিন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য ছিল। উল্টোদিকে, বিরাট বিরাট ব্যক্তি ও বিরাট বাহিনীও যখন সত্যের পক্ষ ত্যাগ করে এবং ফলত: জনসমর্থন হারায়, তখন তারা অনিবার্যভাবেই শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তাদের পতন ঘটে ও তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বার্নস্টাইন, কাউটস্কি ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটেছিল। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সবকিছুই তার বিপরীতে পরিবর্তিত হয়।"

মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।
["সি.পি.এস.ইউ নেতৃবৃন্দই আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো বিভেদপন্থী" শীর্ষক দলিল। ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৬৪। পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক দলিল সংকলন, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪১]।

"তারা চেয়েছিল জ্বালাতে প্রদীপ
তারা চেয়েছিল ফোটাতে গো নীড়"

শহীদ কমরেড আয়নাল এবং কমরেড শহীদুলের পরিবারবর্গ এবং শরীয়তপুর শাখার কমরেডদের প্রতি শোকবার্তা

শহীদ কমরেড আয়নাল এবং কমরেড শহীদুলের পরিবারবর্গ এবং শরীয়তপুর শাখার কমরেডগণ,

লাল সালাম।

আমরা অত্যন্ত মর্মাহতভাবে জানতে পারলাম গত ৬ মার্চ, ২০০০ আমাদের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী কমরেড আয়নাল এবং একজন কিশোর কর্মী কমরেড শহীদুলকে পার্টি-বিপ্লব ত্যাগকারী-বিপ্লব বিরোধী-সংশোধনবাদী আনোয়ার কবীর পন্থী জব্বার গ্যাং অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে এবং আমাদের একটি অস্ত্র ও ৪৩ রাউণ্ড গুলী এই কমরেডদের কাছ থেকে লুট করেছে। আমরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং অস্ত্র-গুলী লুটের ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি। একইসাথে শহীদ কমরেডদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং ঐ শাখার কমরেডদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করছি।

আমরা শহীদ কমরেড আয়নাল এবং কমরেড শহীদুলের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দেয়ার পক্ষে এবং প্রয়োজনে আমরা তাতে সরাসরি অংশগ্রহণ করতেও আগ্রহী। তবে আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি—রাষ্ট্রযন্ত্র, শাসকগোষ্ঠি এবং তাকে রক্ষাকারী তার প্রধান উপাদান রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে প্রধান করেই আগাতে হবে, তার অধীনে এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

আমরা শহীদ কমরেডদের রাজনৈতিক-মতাদর্শিক পথ ধরে সামনে এগিয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করছি। শহীদ কমরেড আয়নাল ও কমরেড শহীদুল–লাল সালাম।

খুলনা শাখা, মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (PBSB)
০৮.০৫.২০০০

"মানুষের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যতোগুলি সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, তার সবগুলিই ছিল ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য এবং মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বাস্তব নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাছাড়া, ইতিহাস একথাও দেখিয়ে দিয়েছে যে, আঁকা-বাঁকা পথ ও ত্যাগ স্বীকার ছাড়া কোনো বিপ্লবই বিজয় অর্জন করতে পারেনি। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে সর্বহারা পার্টিকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করতে হবে, নির্ভুল রণনীতি ও কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে, এবং জনসাধারণকে নানাবিধ গোপন প্রতিবন্ধক এড়িয়ে ও অযথা ক্ষয়ক্ষতি পরিহার করে ধাপে ধাপে লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে। একেবারেই কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না—তা কি সম্ভব? দাস বিপ্লব, ভূমিদাস বিপ্লব, বুর্জোয়া বিপ্লব অথবা জাতীয় বিপ্লব–কোথাও তা হয়নি, এবং সর্বহারা বিপ্লবেও তা হবে না। বিপ্লব পরিচালনার নীতি নির্ভুল হলেও, বিপ্লবের পথে বিপর্যয় আসবে না কিংবা ক্ষয়ক্ষতি হবে না—এমন কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। সঠিক নীতি অনুসরণ করলে বিপ্লব শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জন করবেই । ক্ষয়ক্ষতি বর্জন করবার নামে বিপ্লব পরিত্যাগ করার আসল অর্থ দাঁড়ায় এই যে, জনগণের চিরকালই গোলাম থেকে যাওয়া এবং অপরিসীম যন্ত্রনা ও ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা উচিত।
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সামান্যতম জ্ঞানও যাঁদের আছে, তাঁরাই জানেন যে, পুরোনো সমাজের দুর্বিসহ যন্ত্রনার তুলনায় বিপ্লব ভূমিষ্ঠ হবার যন্ত্রনা অনেক কম। লেনিন সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে, 'ঘটনাগুলি যদি সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়েও সংঘটিত হয়, তবু বর্তমানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবধারিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে অজস্র ক্ষয়ক্ষতি আদায় করে নেয়'।
যিনি ভাবেন যে, সবকিছুই সহজে হয়ে গেলে এবং ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যর্থতা আসবে না বলে আগাম নিশ্চিতি পেলেই কেবল বিপ্লব করা যেতে পারে, তিনি অবশ্যই বিপ্লবী নন। পরিস্থিতি যতোই দুরুহ হোক না কেন, বিপ্লবের পথে যতোই ক্ষয়ক্ষতি এবং বিপর্যয় আসুক না কেন, সর্বহারা বিপ্লবীদের অবশ্যই জনগণকে বিপ্লবী মানসিকতায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে, বিপ্লবের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং কোন অবস্থায়ই তা পরিত্যাগ করলে চলবে না।"

সভাপতি মাওসেতুঙ-এর নেতৃত্বাধীন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।

["আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ লাইন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব," ১৪ জুন, ১৯৬৩। "পিপলস বুক সোসাইটি" কলকাতা কর্তৃক বাংলায় প্রকাশিত "আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক' দলিল সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগষ্ট ১৯৯০, পৃষ্ঠা নং- ২৫-২৬]।

"ও আলোর পথের যাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানেই থেমো না"

কমিউনিজমের জগত হচ্ছে উজ্জল আলোকময় জগত। এ হচ্ছে মানব কর্তৃক মানব শোষণের চির অবসানের জগত। এ হচ্ছে সামর্থ অনুযায়ী দেয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নেয়ার জগত। কমিউনিজমের আলোকময় জগতে যারা যেতে চান, তার জন্য পথ চলেন, তারাই হচ্ছে আলোর পথের যাত্রী।

এ বড়ো কঠিন পথ। বাধা-বিপত্তির কন্টকাকীর্ণ পথ। চড়াই-উৎড়াইয়ের পথ। রক্তঝড়া পথ। কিন্তু পথ এই একটাই। বিপ্লবীযুদ্ধের পথ। তাই যারা কমিউনিজমের আলোকময় জগতে যেতে চান, তাদেরকে এই পথেই হাটতে হবে। এই পথেই চলতে হবে। এবং আমরা তাই চলেছি।

এই পথে হাটতে গিয়ে ইতোমধ্যেই আমাদের অনেক রক্ত ঝড়েছে। জনগণকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। বহু কমরেড জেলে গিয়েছেন। অনেকে পঙ্গু হয়েছেন। দৈত্য-দানবেরা আমাদের পথ আগলে দাঁড়াচ্ছে। তারা আমাদেরকে আলোর পথে হাটতে দিতে চায় না। তারা আমাদেরকে কমিউনিজমের আলোকময় জগতে যেতে দিতে চায় না। তারা শ্রেণী বৈষম্য আর শ্রেণী নিপীড়নের পঁচা-গলা জগতটাকেই বজায় রাখতে চায়। তারা আমাদের রক্ত আর মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে নিজেরা আরও ধনী ও আরও মোটা হতে চায়। তারা আমাদেরকে নিংড়ে নিংড়ে লুটে নিয়ে আরও বড়ো বড়ো বাড়ি এবং আরও বেশি বেশি গাড়ি বানাতে চায়। তারা আমাদেরকে, সারা দুনিয়ার গরিব মানুষকে দিনকে দিন শুকিয়ে মারতে চায়। ওরা সবাই একজোট, সারা দুনিয়ার বড় ধনীরা একতারে বাঁধা।

ওরা আমাদের জীবনকে বিষময় করে দিয়েছে। ওরা আমাদের ভবিষ্যতকে অন্ধকার করে দিয়েছে। ওরা আমাদের নারী-পুরুষদেরকে গোলাম বানিয়েছে। ওরা আমাদের মা-বোন-ভাইদের স্বাস্থ্য আর মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। ওরা আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে বস্তির নোংরা আবর্জনার কীট বানিয়েছে। আমরা এর অবসান চাই। আমরা এর প্রতিকার চাই। তাই আমরা কমিউনিজমের আলোকময় জগতেই যেতে চাই। তাই আমরা আলোর পথেই হাটতে চাই।

দৈত্য-দানবদের তর্জন-গর্জনে যারা ভয় পান, নিজেদের ক্ষয়ক্ষতিতে যারা ঘাবড়ে যান, পথ চলা যারা থামিয়ে দিতে চান, তাদের প্রতি আমাদের আহবান একটাই এবং তা হচ্ছে–"ও আলোর পথের যাত্রী, এ যে রাত্রি, এখানেই থেমো না"

সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গ্রুপ
মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন (MBRM)
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি (PBSP)
১লা মে, ২০০১

৩রা জুন, ২০০১ পার্টির ৩০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে
দেশবাসীর প্রতি পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টির আহ্বান—

☆ শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার থেকে শিক্ষা নিন।

☆ নির্বাচনের বুর্জোয়া রাজনীতিকে বর্জন করুন।
বিপ্লবীযুদ্ধের সর্বহারা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরুন।

☆ নয়াগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন।
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের লক্ষ্যে এগিয়ে চলুন।

সর্বোচ্চ নেতৃত্বগ্রুপ, মাওবাদী বলশেভিক পুনর্গঠন আন্দোলন,
পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।